রাঁচি, রবিবার

07:05:2023

web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক

জাতীয় খবর

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

04

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>204 >>23 Boisakh 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২০৪ >> << ২৩শে, বৈশাখ ১৪৩০>>

বাকিংহাম প্যালেস থেকে ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবেতে চার্লস ক্যামিলা

লন্ডন ঃ রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যুক্তরাজ্যের ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবেতে পৌঁছেছেন ব্রিটিশ রাজা তৃতীয় চার্লস এবং তাঁর স্ত্রী কুইন কনসোর্ট ক্যামিলা। বাকিংহাম প্যালেস থেকে একটি ঘোড়ার গাড়িতে করে শোভাযাত্রায় অংশ নিয়ে ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবেতে পৌঁছান তাঁরা। যুক্তরাজ্যের স্থানীয় সময় বেলা ১১টায় রাজ্যাভিষেকের মূল আনুষ্ঠানিকতা শুরু হবে। ইতিমধ্যে টনি ব্লেয়ার, লিজ ট্রাস, বরিস জনসনসহ বেশ কয়েকজন সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবেতে উপস্থিত হয়েছেন।

বাজার দর

SENSEX : 61054.29 -694.96

NIFTY : 18069.00 -186.80

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
38.00 °c	23.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18 .19 টা

সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .11 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 58,650 টাকা./10 গ্রাম

সোনা (ক্রয়) 61,580 টাকা./10 গ্রাম

রুপা >> 83,700 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

হাজার বছরের পুরোনো রীতির পাশাপাশি থাকছে ব্যতিক্রমও

লন্ডন ঃ হাজার বছরের পুরোনো রীতি অনুযায়ী ব্রিটিশ রাজা তৃতীয় চার্লসের আনুষ্ঠানিক রাজ্যাভিষেক হবে আজ। তবে পুরোনো রীতিতে হলেও এই অনুষ্ঠানে একবিংশ শতাব্দীর আধুনিকতার ছোঁয়াও থাকছে। ১৯৫৩ সালের পর এটি যুক্তরাজ্যে প্রথম এবং ১৮৩৮ সাল থেকে পঞ্চম রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান।

গ্রিনিচ মান সময় বেলা ১১টার দিকে চার্লসের মাথায় সেন্ট এডওয়ার্ডের রাজমুকুট পরানো হবে। খাঁটি সোনা দিয়ে তৈরি এ মুকুট রাজার কর্তৃত্বের প্রতীক। লন্ডনের ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবে গির্জায় বাঁশির সুর বাজানো হবে। দেওয়া হবে গান স্যালুট।

চার্লসের অভিষেক উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে গির্জাগুলোতে উচ্চ শব্দে ঘণ্টা বাজানো হবে। বিশেষ পোশাক পরা সেনারা পায়ে হেঁটে এবং ঘোড়ার পিঠে চড়ে লন্ডনের রাস্তায় সামরিক কুচকাওয়াজে অংশ নেবেন।

রাজা তৃতীয় চার্লস এবং তাঁর স্ত্রী ক্যামিলা গোল্ড স্টেট কোচ নামের ঘোড়ার গাড়িতে করে বাকিংহাম প্যালেসে ফিরে যাবেন। এরপর তাঁরা বাকিংহাম প্যালেসের বারান্দায় দাঁড়িয়ে বর্ণাঢ্য 'ফ্লাই পাস্ট' (বিমানের মহড়া) উপভোগ করবেন।

যা কিছু ব্যতিক্রম

১৯৩৭ সালের পর এটি টেলিভিশনে সম্প্রচারিত হতে যাওয়া প্রথম অভিষেক অনুষ্ঠান। রঙিন পর্দায় এবং অনলাইনে সম্প্রচার হতে যাওয়া প্রথম ব্রিটিশ রাজ্যাভিষেকও এটি।

রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান হলো ধর্মীয়ভাবে রাজাকে স্বীকৃতি প্রদানের অনুষ্ঠান। শনিবার দুই ঘণ্টার ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার বেশির ভাগেরই নেতৃত্ব দেবেন ক্যান্টারবুরির আর্চবিশপ জাস্টিন ওয়েলবি। এ ধর্মীয় স্বীকৃতির রীতিটি ১০৬৬ সাল থেকে চলে আসছে। তবে পুরোনো রীতিগুলোর অনেকগুলো বহাল থাকলেও এবার চার্লসের রাজ্যাভিষেকে কিছু ব্যতিক্রম দৃশ্যও দেখা যাবে।

যেমন যুক্তরাজ্যের ইতিহাসে এবারই প্রথম কোনো রাজ্যাভিষেকে নারী বিশপেরা হাজির থাকবেন।

ব্রিটিশ রাজা হওয়ার সুবাদে চার্চ অব ইংল্যান্ডের সর্বোচ্চ গভর্নর চার্লস। তবে তাঁর মা রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের রাজ্যাভিষেকের সময়ের তুলনায় যুক্তরাজ্য এখন ধর্মীয় ও নৃতাত্ত্বিকভাবে অনেক বেশি বৈচিত্র্যপূর্ণ।

এ অভিষেক অনুষ্ঠানে সাধারণ মানুষদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তাঁরা বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও রাজারানিদের কাতারে বসে অনুষ্ঠান উপভোগ করতে পারবেন।

জীববৈচিত্র্য ও টেকসই উন্নয়নের প্রতি চার্লসের আগ্রহের প্রতিফলন ঘটবে এ অনুষ্ঠানে।

স্কটল্যান্ড, ইংল্যান্ডসহ বিভিন্ন জায়গার মৌসুমি ফুল ও পাতা দিয়ে ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবেকে সাজানো হয়েছে।

অনুষ্ঠানে একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ফুলকে তাজা রাখার জন্য ফোমের ব্যবহারও নিষিদ্ধ। অনুষ্ঠানে ব্যবহার হওয়া সব ফুল বৃদ্ধ ও অসহায় মানুষদের নিয়ে কাজ করা দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে দান করা হবে।

আগের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানের পোশাক পরিচ্ছদগুলো পুনর্ব্যবহার করা হবে।

চার্লসের অভিষেককে ঘিরে বিক্ষোভের প্রস্তুতি, আটক ৬

লন্ডন ঃ রাজা তৃতীয় চার্লসের শোভাযাত্রার পথে বিক্ষোভের প্রস্তুতিকালে রাজতন্ত্রবিরোধী গ্রুপ রিপাবলিকের ছয় সদস্যকে আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় নিন্দা কুড়িয়েছে যুক্তরাজ্যের পুলিশ।

রিপাবলিক জানিয়েছে, রাজার অভিষেকের কয়েক ঘণ্টা আগে লন্ডনের মেট্রোপলিটন পুলিশের সদস্যরা ওই ছয় বিক্ষোভকারীকে আটক করেন। এ ছাড়া তাঁদের কয়েক শ প্ল্যাকার্ড কেড়ে নেন।

রাজা তৃতীয় চার্লসের অভিষেক ঘিরে রাজতন্ত্রবিরোধীরা লন্ডনের ট্রাফালগার স্কয়ার ও শোভাযাত্রার পথের পাশে বিক্ষোভের ডাক দেন। বিক্ষোভ ঘিরে নতুন আইন সত্ত্বেও আজ বিক্ষোভ প্রদর্শনের বিষয়ে তাঁরা অনড় ছিলেন।

রিপাবলিক গ্রুপের দাবি, পুলিশ যাঁদের গ্রেপ্তার করেছে, তাঁদের মধ্যে রিপাবলিকের প্রধান নির্বাহী গ্রাহাম স্মিথও রয়েছেন। তাঁরা রাজার যাত্রাপথে 'নট মাই কিং' লেখা প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের সে সুযোগ দেওয়া হয়নি। ওই সময় অনেকেই গ্রাহামকে ছেড়ে দিতে বলেন। আবার অনেকেই 'গড সেভ দ্য কিং' বলে যুক্তরাজ্যের পতাকা নাড়েন। লন্ডনের ট্রাফালগার স্কয়ারে রিপাবলিকানের এক বিক্ষোভকারী বলেন, গ্রেপ্তারের কারণ সম্পর্কে পুলিশ কিছু জানায়নি। তাদের কোথায় নেওয়া হচ্ছে সে তথ্যও দিচ্ছে না।

এদিকে বিক্ষোভকারীদের এভাবে গ্রেপ্তারের ঘটনায় তাৎক্ষণিক সমালোচনা করেছে মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ)। সংস্থাটির পক্ষ থেকে একে উদ্বেগজনক হিসেবে মন্তব্য করা হয়েছে। এইচআরডব্লিউর যুক্তরাজ্য শাখার পরিচালক ইয়াসমিন আহমেদ এক বিবৃতিতে বলেন, এ ধরনের ঘটনা আপনি মস্কোয় আশা করতে পারেন, লন্ডনে নয়। শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের জবাবদিহির আওতায় রাখে। যুক্তরাজ্য সরকার তা ক্রমশ ভুলে যাচ্ছে। যুক্তরাজ্যে সম্প্রতি নতুন আইন হয়েছে। এতে দেশটির পুলিশ বাহিনীকে প্রতিবাদবিরোধী ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এর কয়েক দিন পরেই বিক্ষোভের দায়ে গ্রেপ্তারের এ ঘটনা ঘটল।

গ্রেপ্তারের ঘটনার বিষয়ে টুইটারে রিপাবলিকানের পক্ষ থেকে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, এটাই কি গণতন্ত্র? গত সপ্তাহে স্মিথ বলেছিলেন, রাজার শোভাযাত্রা ঘিরে বিরক্ত করার কোনো উদ্দেশ্য নেই তাঁদের। প্ল্যাকার্ড নেড়ে এবং চিৎকার করে গণমাধ্যমের সামনে তাঁরা দেখাতে চান, শুধু রাজ অনুগতরাই দেশে বাস করেন না। তাঁদের বিরোধিতাকারীও আছেন।

জীবাশ্ম জ্বালানির বিরোধিতাকারী গোষ্ঠীগুলো বেশ কিছুদিন ধরে দেশটিতে বিক্ষোভ করছে। তাদের ঠেকানোর কৌশল হিসেবে নতুন পুলিশ ক্ষমতা আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে বিক্ষোভকারীদের কঠোর শাস্তির কথাও বলা আছে। গতকাল শনিবার পৃথকভাবে ঘটনায় 'জাস্ট স্টপ অয়েল' গ্রুপের বিক্ষোভকারীদের ১৯ সদস্যকে সেন্ট্রাল লন্ডনে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

পাকিস্তানকে জয়শঙ্করের আক্রমণে সম্পর্ক আরও তলানিতে

নয়াদিল্লি ঃ ক্ষীণ একটা আশা ছিল, ১২ বছর পর পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ভারত সফর পারস্পরিক সম্পর্কের শীতলতা কিছুটা হলেও কাটাতে পারে। সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশনের (এসসিও) গোয়া সম্মেলন নিয়ে তাই আগ্রহ ছিল তুঙ্গে। শঙ্কাও যে ছিল না, তাও নয়। মাত্র চার মাস আগে জাতিসংঘের আসরে যিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে 'গুজরাটের কসাই এখনো জীবিত' বলে কটাক্ষ করেছিলেন, সেই তরুণ পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারি ভারতে দাঁড়িয়ে নতুন কোনো বিতর্ক সৃষ্টি করেন কি না, শঙ্কা ছিল তা নিয়েও। শীতলতা কাটা তো দূরের কথা, দুই দিনের সম্মেলনের অবসরে ভারত পাকিস্তানের দুই পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পারস্পরিক চাপানউতোর দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে নজিরবিহীন হয়ে রইল। সন্ত্রাসবাদের প্রশ্নে বিলাওয়াল ও পাকিস্তানকে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর যেভাবে আক্রমণ করলেন, তাতে স্পষ্ট, অদূরভবিষ্যতে তলানি থেকে সম্পর্কের ভেসে ওঠার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। বিলাওয়ালকে তিনি 'সন্ত্রাসবাদ শিল্পের প্রচারক, ব্যাখ্যাকার ও মুখপাত্র' বলে অভিহিত করে বলেন, 'সন্ত্রাসবাদ দমনের প্রশ্নে পাকিস্তানের বিশ্বাসযোগ্যতা তাদের বিদেশি মুদ্রা সঞ্চয়ের ভান্ডার নিঃশেষ হওয়ার চেয়েও দ্রুত বিলীন হচ্ছে।' সম্মেলন শুরুর আগেই ভারত বুঝিয়ে দিয়েছিল, বহুপক্ষীয় সংগঠনের সদস্য হিসেবে যতটুকু প্রাপ্য, পাকিস্তানকে সেটুকু মর্যাদাই দেওয়া হবে। তাদের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় কোনো পার্শ্ব বৈঠকে ভারত বসবে না। আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনার সময় তাই দেখা যায়, নমস্কার বিনিময় ছাড়া জয়শঙ্কর বিলাওয়ালের মধ্যে কোনো বাক্যালাপ হলো না। জয়শঙ্করের শরীরী ভাষাও বুঝিয়ে দিল, সম্পর্ক সেই একই তিমিরে। চাপানউতোর শুরু জয়শঙ্করের ভাষণ থেকে। এসসিওর সনদে সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলা করার কথা বলা আছে মনে করিয়ে দিয়ে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, সন্ত্রাসবাদের কোনো যুক্তি নেই। সন্ত্রাসবাদের যত রূপ ও প্রকার আছে, প্রতিটি কড়া হাতে দমন করা উচিত। এমনকি সীমান্তপারের সন্ত্রাসও।'

শপথ নিলেন রাজা তৃতীয় চার্লস

লন্ডন ঃ যুক্তরাজ্যের রাজা হিসেবে শপথ নিয়েছেন তৃতীয় চার্লস। যুক্তরাজ্যের রাজতন্ত্রের ৪০তম সিংহাসন আরোহী হিসেবে শনিবার তিনি শপথ নেন। একই সঙ্গে রাজ্যাভিষেক হয়েছে চার্লসের স্ত্রী কুইন কনসোর্ট ক্যামিলারও।

ক্যান্টারবুরির আর্চবিশপ জাস্টিন ওয়েলবি রাজা চার্লসের শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। তিনি বলেন, রাজ্যাভিষেক শপথের আইনি প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

রাজাকে আর্চবিশপ বলেন, নতুন রাজা যেন তাঁর শাসনকালে আইনের শাসন ও চার্চ অব ইংল্যান্ডের মর্যাদা সমুন্নত রাখেন। রাজা তৃতীয় চার্লস পবিত্র গসপেলে হাত রেখে শপথ নেন এবং আইনের শাসন ও চার্চ অব ইংল্যান্ডের মর্যাদা সমুন্নত রাখার অঙ্গীকার করেন।

এ ছাড়া একজন 'একনিষ্ঠ প্রোটেস্ট্যান্ট' হিসেবে দ্বিতীয় শপথও নেন রাজা তৃতীয় চার্লস। এর আগে রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যুক্তরাজ্যের ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবেতে পৌঁছেন ব্রিটিশ রাজা তৃতীয় চার্লস এবং তাঁর স্ত্রী কুইন কনসোর্ট ক্যামিলা। বাকিংহাম প্যালেস থেকে একটি ঘোড়ার গাড়িতে করে শোভাযাত্রায় অংশ নিয়ে ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবেতে পৌঁছান তাঁরা। রাজা চার্লসের রাজ্যাভিষেকে যোগ দিতে দেশবিদেশের নেতা ও তারকারাও ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবেতে জোড় হয়েছেন। বিশ্বের প্রায় ১০০টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান এবং বিশ্বের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন।

গত বছরের সেপ্টেম্বরে রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের মৃত্যুর পর তাঁর বড় ছেলে চার্লস যুক্তরাজ্য এবং আরও ১৫টি দেশের রাজা হন। প্রথামাফিক ক্যান্টারবুরির আর্চবিশপ তাঁকে মুকুট পরিয়ে দেবেন। পরে গোল্ড স্টেট কোচ নামের স্বর্ণখচিত ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে এক মাইল দীর্ঘ শোভাযাত্রায় অংশ নেবেন তিনি। এই শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে বাকিংহাম প্যালেসে ফিরবেন রাজা চার্লস এবং রানি ক্যামিলা। এরপর তাঁরা বাকিংহাম প্যালেসের বারান্দায় দাঁড়িয়ে উদ্‌যাপনমূলক ফ্লাইপাস্ট (বিমানের মহড়া) দেখবেন।

সাংস্কৃতিক মেলা ১৬তম বাংলা সাংস্কৃতিক মেলা শুরু

সংস্কৃতি কোন সমাজের অস্তিত্বের জন্য সবথেকে প্রয়োজন ঃ ভবেশানন্দ মহারাজ

রজত গুপ্ত

রাঁচি ঃ প্রবাসী বাংলাভাষীদের প্রাণের উৎসব বাংলা সাংস্কৃতিক মেলার শুভ সূচনা হল গতকাল রাত্রিতে। শুক্রবার রাঁচির মোরহাবাদীতে পদ্মশ্রী ডক্টর রামদয়াল মুন্ডা ক্রীড়াঙ্গনে তিন দিন ব্যাপী এই মেলার সূচনা করেন মোরহাবাদীর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক ভবেশানন্দ মহারাজ। তিনি সকল বাংলাভাষীকে তাঁদের সংস্কৃতির সাথে আধ্যাত্মিক মেলবন্ধনের কথা মনে করিয়ে দেন। তিনি বলেন, সংস্কৃতি কোন সমাজের অস্তিত্বের জন্য সবথেকে প্রয়োজন। মেলার আয়োজনের জন্য তিনি বাঙ্গালী যুব মঞ্চের সদস্যদের সাধুবাদ জানান। মঞ্চের আহ্বায়ক সুপ্রিয় ভট্টাচার্য সাংস্কৃতিক মেলার ইতিহাস তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এই বছর ষোড়ষতম মেলার আয়োজন করা হচ্ছে। কোভিড ও অন্যান্য বিষম পরিস্থিতির জন্য বিগত কিছু বছর ধরে মেলার আয়োজন করা সম্ভব হয় নি। মঞ্চের সভাপতি সিদ্ধার্থ ঘোষ সকলকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার আহ্বান জানান। এরপর মাইকেল মধুসূদন দত্ত মঞ্চে চলে একের পর এক অনুষ্ঠান। কোলকাতার ডান্সার্স গিল্ড পরিবেশন করে বর্ষা আসে বসন্তে। জোনাকী সরকারের নৃত্য নির্দেশনায় উপস্থাপিত হয় এক বর্নাঢ্য অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটির নির্দেশনা করেন ডক্টর মঞ্জুশ্রী। রবীন্দ্রসঙ্গীতের মুর্ছনায় নৃত্যশিল্পীদের তাল ও ছন্দের মেলবন্ধন দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে। সঙ্গীত নির্দেশনা

করেন আলোক রায় চৌধুরী এবং শিতাংশু মজুমদার। ব্যাবস্থাপনায় ছিলেন পার্বতী গুপ্ত। এরপর কোলকাতার রঙ্গশিল্পীর নাটক 'এক যে ছিল সুখীরাম' পরিবেশিত হয়। হাস্যরসে পরিপূর্ণ নাটকে গ্রামবাংলার একটি বিশেষ ধারা দেখতে পাওয়া যায়। মঞ্চে অভিনেতা অভিনেত্রীদের সাথে সংগীত শিল্পীদেরও জায়গা দেওয়া হয়। নাটকে দেখানো হয় কিভাবে এক অলস যুবক অন্যদের প্রেরণায় জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়। নাটকটির নির্দেশনা করেন পল্লব বসু। সঙ্গীত নির্দেশনায় ছিলেন শক্তি চক্রবর্তী। আলোকসজ্জায় শশাঙ্ক মন্ডল ও কণ্ঠে সুশীল কান্তি, ডালিয়া প্রামানিক ও সরিতা মন্ডল ছিলেন।

অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয় কবীরের গানের মাধ্যমে। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন জামশেদপুরের বাচিক শিল্পী সব্যসাচী চন্দ। এর আগে সাংস্কৃতিক মেলার ঐতিহ্য বজায় রেখে উলুধ্বনি ও শংখধ্বনি প্রতিযোগিতা হয়। মহিলারা লাল পাড় সাদা শাড়ি পড়ে শাঁখ বাজিয়ে মেলা প্রাঙ্গন পরিক্রমা করেন। শনিবার মেলার প্রধান আকর্ষণ থাকবে বাংলা অর্কেস্ট্রা। রবিবার ব্যান্ডের গান দিয়ে মেলার সমাপ্তি ঘটবে। মেলাকে সুষ্ঠভাবে সঞ্চালন করতে বিশ্বজিত ভট্টাচার্য, অভিজিত ভট্টাচার্য, পাপলু, ডক্টর পম্পা সেন বিশ্বাস বিশেষভাবে সহযোগিতা করেন।

অভিষেকের উত্তরবঙ্গ সফরকে ঘিরে তীব্র কটাক্ষ করলেন কংগ্রেস নেতা কৌস্তুভ বাগচী

জলপাইগুড়ি ঃদলীয় সভায় যোগ দিতে শহরের এসেই পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান নিজেকে জলপাইগুড়ির মালিক ভাবছেন বলে কটাক্ষ কংগ্রেস মুখপাত্র কৌস্তভ বাগচীর। রবিবার জলপাইগুড়ি পুরসভার বিরুদ্ধে ওঠা পাহাড় সম দূর্নীতির বিরুদ্ধে জাতীয় কংগ্রেস দলের টাউন ব্লকের পক্ষ থেকে আযোজিত পথ সভায় যোগ দিতে এসেছেন, প্রদেস কংগ্রেসের মুখপাত্র আইনজীবী কৌস্তভ বাগচী।

শহরের বর্তমান পরিস্থিতি প্রসঙ্গে জানতে চাইলে, কৌস্তভ বাগচী প্রথমেই বলেন, এই শহরের পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান তিনি নাকি নিজেকে জলপাইগুড়ির মালিক ভাবতে শুরু করেছেন, এই শহরে জোড়া আত্নহত্যার ঘটনায় অভিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও স্রেফ শাসক দলের নেতা বলেই প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, জলপাইগুড়ি পুরসভা তো দূর্নীতির পাহাড় হয়ে রয়েছে,এই বিষয়গুলোর বিরুদ্ধেই নিয়েই টাউন ব্লক কংগ্রেসে পক্ষ থেকে লাগাতার প্রতিবাদ আন্দোলন সংগঠিত করা হচ্ছে, সেই আন্দোলনে সামিল হতেই এই শহরে পা রাখা।

বীর বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীকে তাঁর ১১৬তম মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি

শিলিগুড়ি ঃ বীর বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকির প্রয়াণ দিবস পালন শিলিগুড়ি পুরো নিগমের উদ্যোগ। ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র আন্দোলনের সর্বকনিষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন বীর বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকী । দেশকে পরাধীনতার মুক্তি দিতে জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়েছিলেন।

শিলিগুড়ি পুর নিগমের তরফ থেকে এই বীর বিপ্লবীর ১১৬ তম প্রয়াণ দিবস উদযাপন করা হল। তরাই তরপদ হাই স্কুলে বীর বিপ্লবী প্রুফুল্ল চাকির প্রয়াণ দিবস উদযাপন করা হয়।এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব এবং ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার।এছারাও আরো উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট জনেরা।এদিন প্রফুল্ল চাকীর ছবিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন তরাই তারাপদ হাই ইস্কুলের শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রীরাও।

শালুগাড়া ট্রাফিক আউট পোস্টের উদ্বোধন

শিলিগুড়ি ঃ শালুগাড়া ট্রাফিক আউট পোস্ট এর শুভ উদ্বোধন হলো। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ভক্তিনগর থানার অন্তর্গত ট্রাফিক গার্ডের ট্রাফিক আউট পোস্টের শুভ উদ্বোধন হলো মঙ্গলবার। এদিনের এই শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কুমার চতুর্বেদী(IPS) ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ,(ট্রাফিক) অভিষেক গুপ্তা (IPS) সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা। সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ স্লোগান কে সামনে রেখে স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে একটি র‍্যালি বের করা হয়। এদিন পথ চলতি বেশ কিছু মানুষজনের হাতে হেলমেট ও টি শার্ট তুলে দেওয়া হয় ট্রাফিক দপ্তরের পক্ষ থেকে পাশাপাশি স্কুল পড়ুয়াদের হাতেও স্কুল ব্যাগ তুলে দেওয়া হয়।

বন্যাত্রাণ দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতার মন্তব্যে দলে তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জেলা সফরের আগেই অভ্যন্তরীণ বিবাদ সামনে এল

মালদা ঃ আইসির সাহস নেই আমার নাম চার্জশিটে রাখবে। মমতা এবং অভিষেকের জেলা সফরের আগে বেফাঁস মন্তব্য বন্যাত্রাণ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত তৃণমূল নেত্রীর। অন্যদিকে এই মন্তব্য কে কেন্দ্র করে সামনে এসে পড়েছে শাসকদলের অভ্যন্তরীণ সংঘাত। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকায় ২০১৭ সালে ভয়াবহ বন্যা হয়েছিল। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বহু মানুষ। ক্ষতিপূরণ হিসেবে বন্যা দুর্গতদের জন্য আর্থিক সাহায্য দিয়েছিল সরকার। কিন্তু ত্রানের টাকা নিয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লক পঞ্চায়েত সমিতিতে ৩ কোটি ২৬ লক্ষ এবং বড়ই গ্রাম পঞ্চায়েতে ৭৬ লক্ষ টাকা দুর্নীতির অভিযোগ উঠে। এই দুর্নীতি নিয়েই হাইকোর্টে মামলা করেন হরিশ্চন্দ্রপুরের প্রাক্তন বিধায়ক কংগ্রেস নেতা মোস্তাক আলম। সেই মামলার ভিত্তিতে কিছুদিন আগে বন্যাত্রাণ দুর্নীতিতে সিএজি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। নাম উঠে এসেছে শাসকদলের একাধিক স্থানীয় নেতা নেত্রী এবং জনপ্রতিনিধিদের। যাদের মধ্যে অন্যতম হলো হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা তথা ব্লক মহিলা তৃণমূলের সভানেত্রী সুজাতা সাহা। সেই সুজাতা সাহার একটি মন্তব্যকে নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। দলীয় কার্যালয়ে কর্মীদের পাশে বসিয়ে তিনি বলছেন আইসির সাহস নেই আমার নাম রাখবে চার্জশিটে আর এই মন্তব্য সামনে আসতেই সুজাতা সাহার বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠেছে দলের অন্দরেই। হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি কর্মাধক্ষ্য আদিত্য মিশ্রর অভিযোগ কংগ্রেস থেকে এসে সুজাতা সাহা তৃণমূলকে কালিমালিপ্ত করেছে। সম্পূর্ণটা কংগ্রেসের ষড়যন্ত্র। সুজাতা সাহা কংগ্রেসের প্রতিকে পঞ্চায়েত সমিতিতে জিতেছিল। জিতে পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেত্রী হয়েছিল। এখনো তিনি বিরোধী দলনেত্রী আছেন। পদত্যাগ করেন নি।তৃণমূলে ঝান্ডা ধরে তৃণমূলে যোগদান করে শুধু দলের ক্ষতি করেছেন। বন্যাত্রাণ দুর্নীতির মামলাকারী মোস্তাক আলম কে তথ্য সরবরাহ করেছেন এমনটাই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ আদিত্য মিশ্রর। এদিকে বিজেপিরও দাবি কংগ্রেস এটা চক্রান্ত করে পাঠিয়ে ছিল তৃণমূলে। স্বাভাবিক ভাবে যা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। অন্যদিকে সমগ্র ঘটনা নিয়ে কার্যত নিশ্চুপ কংগ্রেস নেতৃত্ব। কেউ কোন মন্তব্য করতে চাননি। একদিন পরেই নব জোয়ার যাত্রা নিয়ে মালদায় আসছেন অভিষেক ব্যানার্জি। অন্যদিকে প্রশাসনিক বৈঠকে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি ফের অস্বস্তি বেড়েছে তৃণমূলের।

রায়গঞ্জের বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণীর বাড়িতে আয়কর হানা

উত্তর দিনাজপুর ঃ রায়গঞ্জের বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণীর বাড়িতে আয়কর দপ্তরের হানা। সিআইএসএফ নিয়ে আয়কর দপ্তরের আধিকারিকরা কল্যাণীর বাড়ি, তাঁর বিভিন্ন ফ্যাক্টরি ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে তল্লাশি চালাচ্ছেন। বিধায়কের কার্যালয় ঘিরে রয়েছেন সিআইএসএফ জওয়ানরা। এই মুহূর্তে বিধায়ক বাড়িতেই রয়েছেন। বিধায়কের দাদা প্রদীপ কল্যাণী বলেন, 'বুধবার সকাল থেকে বিধায়কের বাড়ি সহ বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে আয়কর দপ্তর হানা দিয়েছে। আমাদের কাউকে ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছে না।' এদিকে, রায়গঞ্জের নেতাজিপল্লিতে বিধায়কের ফ্যাক্টারি ম্যানেজারের বাড়িতে হানা দেন আয়কর দপ্তরের আধিকারিকরা।একুশের ভোটে বিজেপির টিকিটে রায়গঞ্জ থেকে জেতেন কৃষ্ণ কল্যাণী। পরে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদানের কথা ঘোষণা করেন তিনি। কিন্তু সরকারিভাবে দলে যোগদানের কোনও ঘোষণা না হলেও তৃণমূলের কর্মসূচিতেই দেখা মেলে তাঁর। সম্প্রতি তৃণমূলে নবজোয়ার কর্মসূচিতেই দেখা গিয়েছে তাঁকে। বর্তমানে তিনি বিধানসভার পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান পদে রয়েছেন।

মাটিগাড়া সায়েন্স সেন্টারে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কর্মশালা

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি মাটিগাড়া নর্থ বেঙ্গল সায়েন্স সেন্টারে বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে বুধবার আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এক কর্মশালার আযোজন করা হয়।

এদিনের এই অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট স্পীকার ছিলেন, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ড. অসিত বর্মন এবং ড. তীর্থঙ্কর ঘোষাল, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, নর্থ বেঙ্গল সায়েন্স সেন্টারের এডুকেশন অফিসার বিশ্বজিৎ কুন্ডু এবং প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটর ঋতব্রত বিশ্বাস। এদিনের এই অনুষ্ঠানে ছাত্র ছাত্রীদের সঙ্গে প্রশ্ন উত্তরেরও একটি পর্ব ছিল।

শিলিগুড়িতে বহুজাতিক সংস্থার সদর দপ্তরে ইডি'র হানা

শিলিগুড়ি ঃ কৃষ্ণ কল্যাণীর সূত্র ধরে শিলিগুড়িতে বহুজাতিক সংস্থার সদর দপ্তরে ইডি'র হানা।বুধবার শালুগাড়ার কাছে ওই দপ্তরে হানা দেন ইডি আধিকারিকরা। কেন্দ্রীয় নিরাপত্তারক্ষীদের বাইরে দাঁড় করিয়ে ভেতরে অভিযান চলছে। জানা গিয়েছে, এদিন রায়গঞ্জের বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণীর বাড়ি সহ বিভিন্ন জায়গায় ইডির অভিযান চলছে। তারই সূত্র ধরে এখানে আসে ইডি। এই সংস্থায় কৃষ্ণ কল্যাণীর লগ্নি থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।প্রসঙ্গত, এদিন কৃষ্ণ কল্যাণীর বাড়িতে হানা দেয় আয়কর দপ্তর।সিআইএসএফ নিয়ে আয়কর দপ্তরের আধিকারিকরা কল্যাণীর বাড়ি, তাঁর বিভিন্ন ফ্যাক্টরি ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে তল্লাশি চালাচ্ছেন। রায়গঞ্জের নেতাজিপল্লিতে বিধায়কের ফ্যাক্টরি ম্যানেজারের বাড়িতে হানা দেন আয়কর দপ্তরের আধিকারিকরা। পাশাপাশি এদিন বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চলছে

১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা পেতে ,চিঠি সংগ্রহ শুরু আলিপুরদুয়ারের বিধায়কের,কটাক্ষ বিজেপি বিধায়কের

আলিপুরদুয়ার ঃ কেন্দ্র ১০০দিনের কাজের টাকা আটকে রেখেছে, তা উদ্ধারে সাধারণ মানুষকে প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েতমন্ত্রী কে চিঠি লিখে আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক। প্রথম পর্যায়ে ৮ই এপ্রিল ,আলিপুরদুয়ারের বাবুরহাটে জনসভায় , অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের বকেয়া ১০০দিনের কাজের টাকা চাইতে প্রধানমন্ত্রীর উদ্যেশ্যে চিঠি লিখতে বলেছিলেন টাকা প্রাপকদের। পরবর্তীতে তৃণমূলে নব জোয়ার কর্মসূচিতে এসেও, একই কথা দ্বিতীয় বার বলে গেছেন তিনি। এবার তার নির্দেশ মতোই ,একশো দিনের কাজ করে প্রাপ্য মজুরি না পাওয়া মানুষদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে, প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে প্রাপ্য টাকা দ্রুত মিটিয়ে দেবার আবেদন জানিয়ে লেখা তাদের চিঠি সংগ্রহের কাজ শুরু করলেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কানজিলাল। বুধবার বিবেকানন্দ দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের জিৎপুর এলাকায় ,বিধায়ক সুমন কানজিলাল তৃণমূল নেতা কর্মীদের নিয়ে সাধারণ মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজ নিয়ে , কারা কারা ১০০ দিনের কাজ করে এখনো মজুরি পায়নি,তাদের কাছ থেকে প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রীর উদ্দেশ্যে লেখা চিঠি সংগ্রহের কাজ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য , আলিপুরদুয়ারের জনসভা থেকে তিনি কেন্দ্রীয় সরকার কে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন ,প্রথমে কয়েক কোটি চিঠি পাঠাবেন,তাতে কাজ না হলে হাজার হাজার মানুষ কে দিল্লি নিয়ে গিয়ে আন্দোলনে নামবেন। সেই চিঠি সংগ্রহেরই কাজ বুধবার শুরু করল বিধায়ক।এই প্রসঙ্গে বিজেপি বিধায়ক মনোজ কুমার ওঁরাও সুমন কানজিলাল কে কটাক্ষ করেছেন।

জলের জন্য কারো উড়ে গেছে দাঁত আবার কারো ফেটে গেছে কপাল,নাক ও ঠোঁট

- বাড়ি থেকে প্রায় ৫০০ মিটার দূরে মাঠের মিনি পাম্প থেকে পানীয় জল বয়ে নিয়ে আসতে হচ্ছে গ্রামের বধূদের

মালদাঃ -জলের জন্য কারো উড়ে গেছে দাঁত আবার কারো ফেটে গেছে কপাল,নাক ও ঠোঁট।শুনতে অবাক লাগলেও এটাই সত্যি।কেন এই অবস্থা?চলুন জেনে নেওয়া যাক আসল ঘটনা কি?ভরা গ্রীষ্মের তীব্র দাবদাহের মধ্যে জল কষ্টে ভুগছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার তুলসীহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের কিসমত বড়োল গ্রামের মানুষজন।প্রায় তিন মাসেরও বেশি সময় ধরে গ্রামের নলকূপ গুলিতে জল উঠছে না।তীব্র পানীয় জলের সংকট দেখা দিয়েছে ওই গ্রামে।বাড়ি থেকে প্রায় ৫০০ মিটার দূরে মাঠের মিনি পাম্প থেকে পানীয় জল বয়ে নিয়ে আসতে হচ্ছে গ্রামের বধূদের।পুকুরের ঘোলাটে জলে স্নান,কাপড় কাচা ও বাসন ধুয়ার কাজ করে থাকেন তারা।বাড়ির নলকূপ চাপতে গিয়ে হাতল ছিটকে ঘটছে দুর্ঘটনা।নলকূপের হাতলের আঘাতে গ্রামের অনেক মহিলার দাঁত ভেঙে গেছে,আবার কারো কপাল,নাক ও ঠোঁট ফেটে জখম হয়ে গেছে।গ্রামবাসীদের অভিযোগ,স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য থেকে শুরু করে প্রশাসনিক দপ্তরের কাছে বারবার লিখিত আবেদন জানিয়েও সমস্যার সমাধান হয়নি।তাই ক্ষোভে ফুসছে গোটা গ্রামবাসী।মূলত নলকূপের উপরেই ভরসা এখানকার মানুষের।কিন্তু এই গ্রীষ্মে জলস্তর মাটির অনেকটা নিচে নেমে যাওয়ায় নলকূপ থেকে জল বেরোচ্ছে না।তাই গ্রামবাসীরা এলাকায় সাব মারসিবল বসানোর দাবি জানিয়েছেন।কিন্তু এই সমস্যা কবে দূর হবে সেদিকেই এখন তাকিয়ে রয়েছে গ্রামবাসীরা।শীঘ্রই সমস্যা দূর না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাওয়ার হুশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের মুখে ফরওয়ার্ড ব্লকের আন্দোলন কর্মসূচী ঘোষণা কোচবিহারে

কোচবিহার ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ও রাজ্যের তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামার কথা ঘোষণা করলো ফরওয়ার্ড ব্লক। আজ কোচবিহারের জেলা কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে এই আন্দোলনের কথা ঘোষণা করেন ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা নরেন চ্যাটার্জী। তিনি জানান, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার রাষ্ট্রীয় সমস্ত সম্পদ বেসরকারি কোম্পানির হাতে বিক্রি করে দিচ্ছে। ফলে দেশে বেকারত্বের সংখ্যা বাড়ছে। অন্যদিকে রাজ্যের তৃণমূল সরকার পুরোপুরি ভাবে দুর্নীতিতে ডুবে আছে। গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে নবান্ন পর্যন্ত সমস্ত জায়গায় দুর্নীতিতে ভরে গিয়েছে। খোদ শিক্ষামন্ত্রী জেলে রয়েছে। তাই কেন্দ্র ও রাজ্য দুই সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামার সিধান্ত নিয়েছে ফরওয়ার্ড ব্লক। ৬ই জুলাই জেলায় এই আন্দোলন কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। এবং ৯ই আগস্ট জলপাইগুড়িতে উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলা নিয়ে কেন্দ্রীয় ভাবে একটি আন্দোলন কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে বলে এদিন নরেন চ্যাটার্জী জানান।

উত্তর দিনাজপুর থেকে উত্তরবঙ্গের মালদা জেলায় তৃণমূল নেতাদের বাড়িতে ইডি হানা দিল

মালদা ঃ তৃণমূল সাংসদ মৌসম নূরের ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতার বাড়িতে আয়কর দপ্তরের হানা । বুধবার সকালে তৃনমূল নেতা হেমন্ত শর্মার বাড়িতে আয়কর দপ্তরের আধিকারিকরা হানা দেন। প্রথমে তার হবিবপুর ব্লকের বুলবুলচন্ডীর বাড়িতে হানা দেন আয়কর দপ্তরের আধিকারিকরা। পরবর্তীতে হানা দেন তার মালদা শহরের সর্বমঙ্গলাপল্লীর বাড়িতে। তল্লাশি চালানোর সময় দুটি বাড়িতেই কেন্দ্রীয় বাহিনী দ্বারা ঘিরে ফেলা হয় । যদিও আয়কর দপ্তরের হানার কারণ নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা। আধিকারিকদের তরফ থেকে এখনো কোনো মন্তব্য করা হয়নি । যদিও সূত্রের দাবি গত কয়েক বছরে তৃণমূল নেতা হেমন্ত শর্মার সম্পত্তি যেভাবে ফুলেঁপে উঠেছে তারই তদন্তে নেমেছে আয়কর দপ্তর । বিরোধীদের অভিযোগ এই হেমন্ত শর্মা মৌসুম নূর কংগ্রেসে থাকা কালীন হবিবপুর ব্লকের দায়িত্বে ছিলেন । মৌসম তৃণমূলে যোগদান করার পরেই হেমন্ত শর্মাকে দেখা যায় জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদকের পদে । আর এরপর থেকেই হেমন্ত শর্মার উত্থান চোখে পড়ার মতো । সূত্রের খবর হবিবপুর ব্লকের বাড়ি বাদ দিয়েও মালদা শহরে প্রায় কয়েক কোটি টাকা খরচা করে বাড়ি দেন তিনি । শুধু মালদা তেই নয় সূত্রের খবর কলকাতাতেও একাধিক ফ্ল্যাট রয়েছে এই হেমন্ত শর্মার নামে । রাজনৈতিক কর্মসূচি বাদ দিয়েও মৌসুম নূরের সফর সঙ্গী হতে দেখা গিয়েছে এই হেমন্ত শর্মাকে । জঙ্গল থেকে পাহাড় যখনই ছুটি মিলেছে মৌসুম নূর রে সফর সঙ্গী হয়েছেন মৌসমের ঘনিষ্ঠ এই হেমন্ত শর্মা । আর এই মৌসমের ঘনিষ্ঠ হেমন্ত শর্মার বাড়িতে আয়কর দপ্তরের হানার ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মালদার রাজনৈতিক মহলে । মালদার সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে তবে কি এবার বীরভূম কলকাতার মতোই মালদাতেও দেখা যাবে একই চিত্র।

আবাসিক এলাকায় ফের ঢুকে বাইসন, আহত ৫

আলিপুরদুয়ার ঃ সাত সকালে বাইসনের আতঙ্কে ত্রস্ত আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটা ব্লকের পাঁচ মাইল এলাকা। সকালে উঠে আচমকাই স্থানীয় বাসিন্দারা লক্ষ্য করেন যে, গ্রাম জুড়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে একটি পূর্ণ বয়স্ক বাইসন। ওই বাইসনের হানায় এখনও পর্যন্ত জখম হয়েছেন পাঁচ জন গ্রামবাসী।।ঘটনাস্থলে রয়েছেন জলদাপাড়া বনবিভাগের বনকর্মীরা। বনকর্মীরা বাইসনটিকে কাবু করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ।

কালিয়াগঞ্জ ঘটনার সিবিআই তদন্তের দাবিতে শিলিগুড়ির বিভাগীয় শাসকের কাছে স্মারকলিপি পেশ

শিলিগুড়ি ঃ কালিয়াগঞ্জ এর কিশোরী ডলি বর্মনের ধর্ষণ করে খুন এবং মৃত্যুঞ্জয় বর্মনের নৃশংস ভাবে হত্যার প্রতিবাদে বুধবার কামতাপুর সেপারেট স্টেট ডিমান্ড ফোরামের দার্জিলিং জেলা কমিটির পক্ষ থেকে এসডিও অফিসে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। এদিন সমর্থকেরা একটি মিছিল করে মহাকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে আসেন তারপর সেখান থেকে পাঁচজনের একটি দল মহকুমা শাসকের কাছে স্মারকলিপি জমা করেন ।তারা জানান মহকুমা শাসকের সঙ্গে কথা হয়েছে ডলি বর্মনের ধর্ষণ করে খুন ঘটনার তদন্তের জন্য সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। অন্যদিকে পুলিশের নৃশংস ভাবে গুলি করে মৃত্যুঞ্জয় বর্মনকে হত্যা তার সঠিক বিচারের আশায় আজ স্মারকলিপি প্রদান বলে জানান কান্তপুর প্রগ্রেসিভ পার্টির মুখপাত্র চন্দন সিংহ।

পাচারের আগেই সীমান্ত থেকে উদ্ধার ১৩ কোটি টাকার সাপের বিষ

দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ সীমান্তে গোপন অভিযান বিএসএফের। পাচারের আগেই উদ্ধার ১৩ কোটি টাকার সাপের বিষ। মেড ইন ফ্রান্স লেখা জারে করেই বাংলাদেশ থেকে আসছিল সাপের বিষ । চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলির ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের গয়েশপুর বিওপি এলাকার ঘটনা। যদিও এই ঘটনায় কোন পাচারকারীকে আটক করতে পারেনি বিএসএফ । বিএসএফ সূত্রের খবর অনুযায়ী, সীমান্তে কর্তব্যরত ১৩৭ নম্বর ব্যাটেলিয়নের জওয়ানরা গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বিশেষ অভিযান চালায়। রাতের অন্ধকারে পাচারকারীদের লক্ষ করে গুলি চালালে সব কিছু ফেলে পালিয়ে যায় । যেখান থেকেই সাপের বিষ ভর্তি একটি জার উদ্ধার করে বিএসএফ। উদ্ধার হওয়া ওই সাপের বিষ ভর্তি জারটি বালুরঘাট বনবিভাগের হাতে তুলে দেওয়া হয় । যার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ১৩ কোটি টাকা বলেও দাবি করেছে বিএসএফ। ইতিমধ্যেই ওই সাপের বিষ পরীক্ষার জন্য মুম্বাই পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে বলে জানিয়েছে বালুরঘাট বনবিভাগ ।

বিপুল পরিমানে নেশাজাতীয় কাফ সিরাফ , ইনজেকশন ও স্কুটি সহ ২ যুবক গ্রেপ্তার

শিলিগুড়ি ঃ ভক্তিনগর থানার সাদা পোশাকের পুলিশ অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমানে নেশাজাতীয় কাফ সিরাফ ও ইনজেকশনের উদ্ধার করলো।গোপন সূত্রের খবর পেয়ে ভর্তিনগর থানার পুলিশ চেকপোস্ট এলাকা থেকে একটি স্কুটি সহ ২ যুবককে গ্রেপ্তার করেন একজনের নাম সুরেশ শা আরেকজনের নাম লিচিং লামা, জানাযায় তারা পাহাড়ে বিক্রির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন একটি স্কুটি করে পুলিশের কাছে আগে খবর আসার পর পুলিশ অভিযান চালিয়ে সেই দুই যুবককে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করেন চেকপোস্ট এলাকা থেকে গিপ্তার করে ভক্তিনগর থানার পুলিশ।ধৃতদের বাড়ি চাম্পাশ্বরি এলাকাতে।

পঞ্চম আন্তর্জাতিক যোগা প্রতিযোগিতা ২০২৩ এ ১৪৭ পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ন হলো ভারত

শিলিগুড়ি ঃ নেপালের ঝাপায় অনুষ্ঠিত পঞ্চম আন্তর্জাতিক যোগা প্রতিযোগিতা ২০২৩ এ ভারত ১৪৭ পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ন হলো। ভারতবর্ষের হয়ে পঞ্চম আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করল উত্তরবঙ্গের খেলোয়াড়েরা । এই প্রতিযোগিতায় ভারত ১৪৭ পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় , নেপাল ১১৯ পয়েন্ট পেয়ে রানার্স হয় এবং বাংলাদেশ তৃতীয় স্থান অর্জন করে। ভারত থেকে প্রতিনিধিত্ব করে প্রথম স্থান সহ গোল্ড মেডেল অর্জন করে অয়ন ঘোষ মাহি দত্ত অঞ্জলি সিংহ অঙ্কিতা চৌধুরী এবং মধুমিতা তালুকদার।সিলভার মেডেল অর্জন করে অভিরাজ চৌধুরী, জ্ঞানবীরজয় সেন ,শেষজতী চক্রবর্তী, শর্মিষ্ঠা অধিকারী ,মাধবী সাহা ।ব্রোঞ্জ মেডেল অর্জন করে সোহম ব্যানার্জি, আদিত্য ব্যানার্জি, কুনাল ব্যানার্জি,শুভজিৎ রয়, মধুমিতা তালুকদার, জয়িতা দেব সিংহ। ভারতের কোচ শিব হাজরা জানান আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ভারত খুব ভালো ফল করেছে, আগামী দিনে আরো ভালো ফল হবে বলে তিনি আশাবাদী।

নিষ্ঠার সাথে শিখুন, ভালো থাকুন এবং তৈরি করুন - শিক্ষক নির্ভয় কান্তি ঘোষ

শিলিগুড়ি ঃ সঠিক শিক্ষার জন্য প্রতিটি শিশুর নিষ্ঠার সঙ্গে শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ করা প্রযোজন, তবেই সমাজের সঠিক পথে বিকাশ সম্ভব। এমনটাই বলছেন সেবক রোড সংলগ্ন সারদা শিশু তীর্থের প্রধান শিক্ষক নির্ভয় কান্তি ঘোষ। তিনি শিশুদের উদ্দেশ্যে একটি সাক্ষাতকারে বলেছিলেন যে নিষ্ঠার সাথে শিখুন, ভালো হোন এবং ভালো করুন।অধ্যক্ষ বলেন, বর্তমানে শিশুরা বেশির ভাগই মোবাইলের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে, যার কারণে অভিভাবকরা খুবই চিন্তিত। তবে এর থেকে সন্তানদের সরাতে হলে প্রথমে অভিভাবক কেও মোবাইল থেকে দূরে থাকতে হবে। তিনি বলেন, একটি প্রবাদ আছে 'বইওয়ার্ম' যা ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে।অর্থাৎ শিশুরা আগে যেমন বইয়ের প্রতি আকৃষ্ট হতো, সেখানে আজ শিশুরা মোবাইলের গুগলের ওপর নির্ভরশীল। পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার অবস্থা দেখে তিনি বলেন, শিক্ষাকে রাজনীতি থেকে আলাদা রাখতে হবে। শিক্ষাকে রাজনীতির সঙ্গে এক করা উচিত নয়। তিনি বলেন, প্রতিটি শিশুকে শ্রদ্ধার সাথে জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং জ্ঞান নিয়ে বেড়ে উঠতে হবে। যাতে সমাজের সঠিক উন্নয়ন হয়।

সাত সকালে গ্রামে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে বাইসন

আলিপুরদুয়ার ঃ সাত সকালে গ্রামে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে বাইসন। কালচিনি ব্লকের গুদামডাবরী এলাকার ঘটনা। মঙ্গলবার ভোর ৫ টা নাগাদ বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গল থেকে একটি বাইসন ঢুকে পড়ে গুদামডাবরি গ্রামে।বাইসনটি গুদামডাবরি গ্রামের এদিক ওদিক ছোটাছুটি শুরু করে, যা দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এলাকাবাসী। ঘটনাস্থলে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের বনকর্মী ও আধিকারিকরা পৌঁছায়। এবং বনকর্মীরা বাইসনটিকে কাবু করার চেষ্টা চালাচ্ছে।বর্তমানে বাইসনটি এক ঝোপঝাড়ে আশ্রয় নিয়েছে বলেই বন দপ্তর সূত্রের খবর।

হরিজন পল্লীর খালি জমিতে পৌরসভা কর্তৃক স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণের বিরুদ্ধে স্মারকলিপি পেশ

কোচবিহার ঃ কোচবিহার পৌরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত হরিজন পল্লী এলাকায় অবস্থিত একটি ফাঁকা জায়গায় পৌরসভার পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরীর পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সেই ফাঁকা জায়গাটি খেলার মাঠ হিসেবে রাখার দাবিতে জেলা শাসকের দপ্তরে আজ স্মারকলিপি প্রদান করল কোচবিহার পৌরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের হরিজন বাস ফোর সমাজের বাসিন্দারা। তাদের অভিযোগ তাদের কোয়ার্টারের পাশে যে জমিটি পৌরসভা নিজের দখলে নিয়ে সেখানে স্বাস্থ্য কেন্দ্র করতে চাইছে সেই জায়গাটিতে রাজ আমল থেকে হরিজন সমাজের সদস্যারা বসবাস করে আসছে।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

বরাক উপত্যকার তৃতীয় এবং চতুর্থ বর্গের নির্বাচিত প্রার্থীদের বরাকেই চাকরি

আগামী ৯ মে ওয়েবসাইটে প্রকাশ পাবে চাকরিতে যোগদানের তথ্য সহ বিস্তারিত তালিকা

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ বুধ এবং বৃহস্পতিবার ঘোষণা করা অনুযায়ী তৃতীয় এবং চতুর্থ বর্গের জন্য মোট ২৫৬০৫ জন যুবক যুবতী সরকারি চাকরি পেয়েছেন। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে অবাস্তব এবং নজিরবিহীন ভাবে এভাবে রাজ্যের যুবক যুবতীদের চাকরির বিতরণ করা হয়েছে। সম্পূর্ণ মেধার ভিত্তিতে অধিকাংশ নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র পরিবারের যুবক যুবতীরা এই নিযুক্তির প্রক্রিয়ায় চাকরি পেয়েছেন বলে ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তবে এবার চাকরি পাওয়ার পর কোথায় যোগদান করতে হবে সে ক্ষেত্রে সাময়িক চিন্তিত ছিলেন প্রার্থীরা। অবশেষে এক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্তের কথা জানা গেছে।

প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে তৃতীয় এবং চতুর্থ বর্গে নিযুক্ত পাওয়া যুবক যুবতীদের গৃহ জেলা অথবা কাছের তথা পাশের জেলাতে চাকরিতে যোগদান করার সুযোগ দেওয়া হবে। অর্থাৎ বরাক উপত্যকার তৃতীয় এবং চতুর্থ বর্গের নির্বাচিত প্রার্থীরা বরাকেই চাকরিতে যোগদান করার সুযোগ পাবেন। বিশেষ করে মহিলা প্রার্থীদের নিজের জেলায় চাকরিতে যোগদান করার সুযোগ পাওয়াটি প্রায় নিশ্চিত। একইভাবে বিশেষভাবে সক্ষম প্রার্থীরা নিজের জেলায় নিশ্চিত ভাবে যোগদান করার সুযোগ পাবেন। তাছাড়া পুরুষ প্রার্থীরা নিজের জেলায় পদ খালি না থাকলে কাছের তথা পাশের জেলাতে যোগদান করতে পারবেন। অর্থাৎ বরাক উপত্যকার প্রার্থীরা বরাক উপত্যকাতেই চাকরিতে যোগদান করাটি প্রায় নিশ্চিত বলে মনে করা হচ্ছে। তবে নির্ধারিত জেলায় পদের অভাব তা ছাড়া যেকোনো ধরনের সমস্যা সমাধানের জন্য জেলাশাসকদের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত গত ৩ মে অর্থাৎ বুধবার তৃতীয় বর্গের নিযুক্তি প্রক্রিয়ায় ১১৫১০ টি পদের চাকরির ক্ষেত্রে নিযুক্তি পেয়েছেন ১১৩২৪ জন প্রার্থী। একইভাবে ৪ মে অর্থাৎ বৃহস্পতিবার চতুর্থ বর্গের নিযুক্তির প্রক্রিয়ায় সরকারি চাকরিতে নির্বাচিত হয়েছেন ১৪২৮১ জন যুবকযুবতী। অর্থাৎ দুই দিনে মোট ২৫৬০৫ জন যুবক যুবতী সরকারি চাকরি পেয়েছেন। এবার আগামী ১১ মে তাদের হাতে নিযোগেপত্র তুলে দেওয়া হবে। সেদিন মহানগরের খানাপাড়ায় এক অনুষ্ঠান আযোজেনের মাধ্যমে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ স্বয়ং উপস্থিত থেকে প্রার্থীদের হাতে নিযুক্তিপত্র তুলে দেবেন। তবে তার আগে আগামী ৯ মে ওয়েবসাইটে নির্বাচিত যুবকযুবতীদের চাকরিতে যোগদানের যাবতীয় তথ্য সহ বিস্তারিত তালিকা প্রকাশ পাবে।

গুয়াহাটি মহানগরের খানাপাড়া স্থিত অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্টাফ কলেজে শুক্রবার গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, আইআইটি গুয়াহাটির ডাইরেক্টর এবং স্টেট লেভেল রিক্রুটমেন্ট কমিশনের মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেই বৈঠকে নির্বাচিত প্রার্থীদের বিভিন্ন বিভাগে যোগদান করা সংক্রান্তে এবং এর প্রক্রিয়া নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলে জানা গেছে। তাছাড়া আগামী ৮ মে রাজ্যের প্রত্যেক জেলাশাসকদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্তি প্রক্রিয়া সম্পর্কে বৈঠক করবেন বলে জানা গেছে। সেই বৈঠকে প্রার্থীদের বিভিন্ন বিভাগে খালি পদের সংখ্যা এবং সেই বিভাগ গুলোতে নির্বাচিত প্রার্থীদের নিযোজিত করার সংক্রান্তে বিস্তারিত আলোচনা হবে বলে মনে করা হচ্ছে। তাছাড়া সেদিন অর্থাৎ ৮ মে মন্ত্রিসভার বৈঠকও অনুষ্ঠিত হবে। ফলে স্বাভাবিক ভাবে মন্ত্রিসভার বৈঠকে এক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

মণিপুরে শান্তি ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টায় ব্যাপক তৎপর ভারতীয় সেনাবাহিনী

হিংসায় ক্ষতিগ্রস্ত ১৩ হাজার ব্যক্তিকে উদ্ধার

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ মনিপুরের অশান্ত পরিবেশে আশার আলো নিয়ে এসেছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। গত প্রায় ৪৮ ঘন্টায়, সেনা, আসাম রাইফেলস, এয়ার ফোর্স এবং রাজ্যটির প্রশাসন ব্যবস্থা ঐক্যবদ্ধভাবে আইনশৃঙ্খলা পুনরুদ্ধার করতে এবং মণিপুরে স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে। শুক্রবার পর্যন্ত হিংসা জর্জরিত মণিপুরে আনুমানিক প্রায় ১৩ হাজার নাগরিককে উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানান সেনাবাহিনীর মুখপাত্র লেফটেন্যান্ট কর্নেল মহেন্দ্র রাওয়াত।

প্রসঙ্গত মণিপুরের বেশ কয়েকটি জেলায় শুরু হওয়া ভাতৃঘাতী সংঘর্ষের পরপরই গত ৩ এবং ৪ মে মণিপুর সরকার সেনাবাহিনী ও আসাম রাইফেলসকে সাহায্যের জন্য আহ্বান জানিয়েছিল। এরপর নিরাপত্তা বাহিনীর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে হিংসাত্মক ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার বিভিন্ন সংখ্যালঘু পকেট থেকে সমস্ত সম্প্রদায়ের অসামরিক নাগরিকদের উদ্ধার করেছে। সক্রিয় এবং সময়মত প্রতিক্রিয়ার ফলে চুরাচাঁদপুর, কেপিআই, মোরেহ এবং কাকচিং ইত্যাদি জেলাগুলো বর্তমান সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এমনকি গতকাল রাত থেকে কোনো বড় ধরনের হিংসাত্মক খবর পাওয়া যায়নি বলে জানান তিনি।

সেনাবাহিনীর মুখপাত্র লেফটেন্যান্ট কর্নেল মহেন্দ্র রাওয়াত বলেন গত ১২ ঘন্টার মধ্যে পূর্ব ইম্ফল ও পশ্চিম

জেলাগুলি বিক্ষিপ্তভাবে অগ্নিসংযোগের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। তাছাড়া সেখানে অবরোধ স্থাপনের জন্য হিংস্র উগ্রবাদীরা প্রচেষ্টা করেছে। তবে সেনাবাহিনীর তাৎক্ষণিক সমন্বিত প্রতিক্রিয়া এবং অতিরিক্ত পদক্ষেপ ফলে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে। সেনাবাহিনীর ব্যাপক উদ্ধার অভিযান, ফ্ল্যাগমার্চ পরিচালনা, এলাকার আধিপত্য স্থাপন করা, স্থানীয়দের ব্যক্তিদের সাথে তাদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার আশ্বাস দেওয়া ইত্যাদি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এর ফলে পরিস্থিতি কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণে এসেছে বলে তিনি জানিয়েছেন। শুক্রবার পর্যন্ত প্রায় আনুমানিক ১৩ হাজার অসামরিক নাগরিককে উদ্ধার করা হয়েছে। বর্তমানে কোম্পানি অপারেটিং বেস এবং মিলিটারি গ্যারিসনের মধ্যে বিশেষভাবে তৈরি করা বিভিন্ন অ্যাডহক বোর্ডিং সুবিধাগুলিতে অবস্থান করছে। মণিপুরের আইন ও শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারের জন্য সেনাবাহিনী অক্লান্ত পরিশ্রম করছে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। ভারতীয় সেনাবাহিনী আইন ও শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধার এবং শান্তির জন্য আবেদন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এক্ষেত্রে প্রত্যেক সম্প্রদায়কে অহিংসার পথ পরিহার করে শান্তি বজায় রাখার জন্য আহ্বান জানিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী।

স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও হয়নি পাকা রাস্তা, দীর্ঘ দুই দশক সংস্কারের অভাবে বেহাল দশা, পথশ্রী প্রকল্পেও ভাগ্যের শিকে ছেড়েনি, মমতা এবং অভিষেকের জেলা সফরের আগে এবার রাস্তার দাবীতে সোচ্চার এলাকাবাসী, ভোট বয়কটের হুঁশিয়ারি

মালদা ঃ স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও পাকা রাস্তা হয়নি মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের ভিঙ্গল গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ঝিকোডাঙা গ্রামে। লাল মাটির রাস্তা, খানা খন্দে ভরা। দীর্ঘ দুই দশক সংস্কারের অভাবে কার্যত বেহাল দশা।পারো থেকে ঝিকোডাঙা পর্যন্ত প্রায় ৩ কিলোমিটার রাস্তা।গ্রামের মূল প্রবেশ পথ।পার্শ্ববর্তী ২০ থেকে ২৫ টি গ্রামের ৫ থেকে ৬ হাজার মানুষ দৈনন্দিন যাতায়াত করে এই রাস্তা দিয়ে।যানবাহন তো বটেই বৃষ্টি হলে মানুষের চলাচলের পক্ষেও অযোগ্য। হাসপাতাল যাওয়ার ৩ কিলোমিটার দূরত্বের রাস্তা ঘুরে যেতে হচ্ছে ৮ কিলোমিটার। আগুন লাগলে গ্রামে আসতে পারছে না দমকলের গাড়ি।এদিকে কিছু দিন আগেই পথশ্রী প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের কয়েক হাজার বেহাল রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু তাতেও ভাগ্যের শিকে ছেড়েনি ঝিকোডাঙা গ্রামের রাস্তার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এবং অভিষেক ব্যানার্জীর জেলা সফরের আগেই এবার রাস্তার দাবিতে সরব এলাকাবাসী। দ্রুত রাস্তার কাজ না হলে ভোট বয়কটের হুঁশিয়ারি। এদিকে তৃণমূলের দাবি কংগ্রেসের পঞ্চায়েত হওয়াই সেখানে উন্নয়ন হয়নি।যদিও পঞ্চায়েত প্রধান বিমানবিহারী বসাক সাফাই দিয়েছেন এনআরজিএস প্রকল্পের টাকা বন্ধ থাকায় রাস্তার কাজ শুরু করা যায়নি। শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা।

অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে কন্যাদান করলেন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামানিক

কোচবিহার ঃ বাবামা এর মৃত্যুর পর অসহায় তিন বোন। এক ভাই থাকলেও তার মৃত্যু হয়েছে অনেকদিন আগেই। দুই বোনের বিয়ে হয়ে গেলেও ছোট বোন সোনালী রাজভরের বিয়ে নিয়ে সমস্যায় পড়ে সোনালীর দিদি কোচবিহার দশ নম্বর ওয়ার্ডের বিবেকানন্দ স্ট্রিটের বাসিন্দা টুকি রাজভর। আর্থিক অনটনের কারণে বিভিন্ন জায়গায় সাহায্যের জন্য ঘুরে বেড়িয়েছেন টুকি রাজভর। অবশেষে টুকি রাজভরের বোন সোনালী রাজভরের বিয়ের সমস্ত দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামানিক। শুধু বিয়ের যাবতীয় খরচ নয় রীতিমতো বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে কন্যাদান সারলেন মন্ত্রী নিশীথ প্রামানিক। মন্ত্রীর এই উদ্যোগে খুশি সোনালী পরিবারসহ এলাকাবাসীরাও। জানা যায় কোচবিহার শহরের ১০ নম্বর ওয়ার্ডের দরিদ্র পরিবারের যুবতী সোনালী রাজভরের বিয়ে ঠিক হয় কিছুদিন আগে। কিন্তু অত্যন্ত দরিদ্রতার জন্য কিভাবে বিয়ে পার করবে তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে ওই পরিবার। কিন্তু এই খবরটি কোচবিহারের সাংসদ তথা মন্ত্রী নিশীথ প্রামানিকের কানে পৌঁছলে তিনি ওই যুবতীর বিয়ের সমস্ত খরচের দায়িত্ব নেন। শুধু তাই নয় এদিন সন্ধ্যায় বিয়ের অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে নিজেই কন্যা দান করে সোনালী রাজভরের বিয়ে দিলেন মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। তার এই কর্মকান্ডে খুশি ওই পরিবার থেকে এলাকাবাসী সকলেই। বিয়েতে আসা মানুষজনও মন্ত্রীর এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

ফাঁকা বাড়ি খুঁজে চার লাখ টাকার গয়না ও নগদ টাকা চুরি করেছে চোরেরা

শিলিগুড়ি ঃ ফাঁকা বাড়ি পেয়ে আলমারি ভেঙ্গে আপনাদের টাকার সোনার অলংকার নিয়ে চম্পট দিল চোরের দল। সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ি শহর সংলগ্ন ফুলবাড়ী ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব সিপাহিপাড়া এলাকায়।

বাড়ির মালিকের নাম অনুকুল সাহা, তার ফুলবাড়ী বাজারে একটি ফলের দোকান রয়েছে।। সোমবার দোকান বন্ধ করে রাত দশটার সময় বাড়ি ফিরে এসে দেখতে পান ঘরের দরজার তালা ভাঙ্গা অবস্থায় রয়েছে। ভিতরে ঢুকতে ই তার নজরে পড়ে আলমারি ভাঙ্গা এবং ঘরের সমস্ত জিনিস এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। নগদ কুড়ি হাজার টাকা সহ প্রায় চার লক্ষ টাকা সোনা ওর উপর অলঙ্কার চুরি গেছে বলে জানা গেছে। এরপরে খবর দেওয়া হয় শিলিগুড়ির মেট্রোপলিটন পুলিশের নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। পুলিশ ঘটনা ছিল পৌঁছে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বাজারে আলুর দাম নিয়ন্ত্রণে আগামী ১০ ই মে জেলার সমস্ত হিমঘর গুলি খুলে দেওয়া হবে

মালদা ঃ বাজারে আলুর দাম নিয়ন্ত্রণে আগামী দশই মে জেলার সমস্ত হিমঘর গুলি খুলে দেওয়া হবে। এর ফলে বাজারে পর্যাপ্ত পরিমাণ আলো মিলবে। এই নিয়ে জেলার হিমঘর মালিকদের উপস্থিতিতে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে গেল মঙ্গলবার ইংলিশ বাজারের যদুপুর এলাকায়।

মালদা জেলার কম বেশি ১৫ ব্লকেই আলু চাষ হয়। জেলার অর্থনীতির একটা বড় অংশ নির্ভর করে আলু চাষে। তাই কৃষকরা যাতে লাভবান হয় বাজারে আলুর দাম নিয়ন্ত্রণে থাকে তার জন্য মালদা জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় মালদা কোল্ড স্টোরেজ ওনার্স এসোসিয়েশন সমস্ত হিমঘর গুলি খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। এই মর্মে মঙ্গলবার শহরের যদুপুর এলাকায় এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেলার সমস্ত হিমঘর কর্তৃপক্ষ। এই বিষয়ে জেলা ব্যবসায়ী নেতা, শিল্পদ্যোগী তথা সংগঠনের সভাপতি উজ্জ্বল সাহা জানান, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বংদ্যোপাধ্যায় কোল্ড স্টোরেজ গুলোকে বাঁচানোর যে উদ্যোগ নিয়েছে তারই অঙ্গ হিসাবে আমরা জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় আগামী দশই মে হিমঘর গুলো খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। হিমঘরে মজুদ রাখা আলু চাষিরা বাজারজাত করতে পারবে। এর ফলে কৃষকরা যেমন লাভবান হবে ঠিক অন্যদিকে বাজারে আলুর দাম নিয়ন্ত্রণে থাকবে বলে জানান উজ্জ্বল বাবু।

শিয়ালদহ গামী পদাতিক এক্সপ্রেস ইঞ্জিন বিকল প্রায় ৪ ঘন্টা পর ট্রেন পৌঁছালো জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে। চরম দুর্ভোগে যাত্রীরা

জলপাইগুড়ি ঃ ময়নাগুড়ি রোড ও নিউ চ্যাংড়াবান্ধা স্টেশনের মাঝে ১২৩৭৮ ডাউন পদাতিক এক্সপ্রেসের ইঞ্জিন বিকল বলে রেল সূত্রে খবর। সন্ধা ৭.৪০ এ রোড স্টেশন দাড়ানোর সময় থাকলেও ট্রেন সময় মতন রোড স্টেশনে এসে পৌঁছায়নি। অবশেষে নিউ কোচবিহারে থেকে ট্রেনের ইঞ্জিন নিয়ে আসা হলে সোমবার রাত ১১.৩০ টার নাগাদ রোড স্টেশন থেকে ট্রেন ছেড়ে শিয়ালদহ এর উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। অভিযোগ প্রায় ৪ ঘঃটা পর জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে ট্রেন আশায় চরম দূর্ভোগে ট্রেনযাত্রীরা। এদিকে ট্রেনে থাকা যাত্রীদের অভিযোগ প্রায় আড়াই ঘঃটা থেকে ৩ ঘঃটা ধরে নিউ চারবান্ধা স্টেশন এবং ময়নাগুড়ি স্টেশনের মাঝে পদাতিক এক্সপ্রেস এভাবে ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকার কারণে জল এবং খারারের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন।

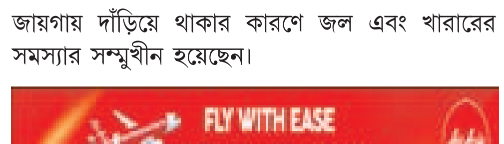

ইউসিআরসি রাজ্য কাউন্সিল সভায় সুজন চক্রবর্তী

বোলপুর (নিজস্ব প্রতিনিধি) ঃ সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ (ইউসিআরসি) রাজ্য কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হলো শনিবার বিকালে সাইথিয়া মুরাডিহি কলোনিতে। উপস্থিত ছিলেন সিপিএম প্রাক্তন বিধায়ক সুজন চক্রবর্তী। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুজন চক্রবর্তী বলেন, আপাতমস্তক লুঠের দল তৃণমূল। প্রচুর টাকা পয়সা নিয়ে সার্কাস পার্টি করেছে। বিজেপি এসেছে তৃনমূলের পিছন পিছন। অভিষেক ব্যানাজীর বয়স কম পড়াশোনা করুক। পশ্চিমবঙ্গের বঞ্চিত মানুষজনের পাশে সরকার নেই।

তৃনমূল ছাড়লো রামপুরহাট শহর সাধারণ সম্পাদক

বোলপুর (নিজস্ব প্রতিনিধি) ঃ শনিবার ছয় মে দুপুরে তৃণমূল ছাড়লো রামপুরহাট শহর যুব তৃণমূল সাধারণ সম্পাদক সঙ্কেত সেনগুপ্ত। এক ভিডিও বার্তায় সঙ্কেত সেনগুপ্ত বলেন, সকলের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী আমি আমার পারিবারিক অসুবিধা ও শারীরিক অসুস্থতার জন্য দলকে সময় দিতে পারছি না। তারজন্য আমি রামপুরহাট শহর তৃণমূল যুব সাধারণ সম্পাদক পদ থেকে ইস্তফা দিলাম ও তৃণমূল দল ছাড়লাম। যা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পাঁচ মে শুক্রবার তৃনমূল ছাড়েন রামপুরহাট একনং ব্লকের সংখ্যালঘু সভাপতি রিয়াজুল হক।

অটো লরি সংঘর্ষে মৃত এক

বোলপুর (নিজস্ব প্রতিনিধি) ঃ বিষ্ণুপুর থেকে অটো করে সিউড়ি আসার পথে ষাটনং জাতীয় সড়কে খয়রাকুড়ি মোড়ের কাছে অটোর সাথে লরির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় ঘটনাস্থলেই একজনের মৃত্যু হয়। তিনজনকে আহত অবস্থায় সিউড়ি সদর হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। তারা এখন চিকিৎসাধীন রয়েছে। মৃতের নাম রঞ্জিত দাস। ভুজন দাস বলে, চালক সহ চারজন অটো করে সিউড়ি আসার সময় দুর্ঘটনা হয়। একজন সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়।

পাইপ লাইনের কাজের বন্ধ জলে

বোলপুর (নিজস্ব প্রতিনিধি) ঃ পাইপ লাইনে কাজের জন্য সিউড়ি পৌরসভার চার,পাঁচ,ছয়, সাত,দশ,এগারো,বারো, চোদ্দোনং ওয়ার্ডে দত্তপুকুর রিজার্ভার থেকে জল সরবরাহ বন্ধ থাকবে বলে পৌরসভাসূত্রে জানা গিয়েছে। পুরপ্রধান প্রনব কর বলেন, নতুন লাইন বসানোর জন্য কাজ করা হচ্ছে তারজন্য জল সরবরাহ বন্ধ থাকবে। কাউন্সিলরদের জানানো হয়েছে মাইকিং করা হয়েছে। খুব অসুবিধা হলে সেক্ষেত্রে একটা ট্যাঙকার পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস শিলিগুড়ি শহরেও শ্রমজীবী অধিকার মিছিল

শিলিগুড়ি। আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস যা সচরাচর মে দিবস নামে অভিহিত। প্রতি বছর পয়লা মে তারিখে বিশ্বব্যাপী উদযাপিত হয়। এটি আন্তর্জাতিক শ্রমিক আংেদালনের এক উদ্যাপন দিবস। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শ্রমজীবী মানুষ এবং শ্রমিক সংগঠনসমূহ রাজপথে সংগঠিতভাবে মিছিল ও শোভাযাত্রার মাধ্যমে দিবসটি পালন করে থাকে। দেশের পাশাপাশি আজ শিলিগুড়ি শহরেও সি আই টি ইউ সারা ভারত বস্তি ফেডারেশন এর পক্ষ থেকে মে দিবস উপলক্ষে শ্রমজীবী অধিকার মিছিল শিলিগুড়ি মাল্লাগুরি এর ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশ থেকে শুরু করে শহর শিলিগুড়ির পথ অতিক্রম করে বাঘাযতীন পার্ক এ গিয়ে এ মিছিল সমাপ্ত হবে। আজকের এই মিছিলে বিভিন্ন স্তরের শ্রমিকেরা পায়ে পা মিলিয়ে অংশগ্রহণ করেছেন। আজকের এই কর্মসূচির মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বিদ্যুৎ ওয়ার্কসমেন ইউনিয়ন এর বর্তমান সভাপতি নবীন লামা জানান কেন্দ্রীয় সরকারের বিদ্যুৎ সংশোধন ২০২২ এর বিরুদ্ধে আজ শ্রমিক দিবস উপলক্ষে সি আই টি ইউ এর সাথে যুক্ত হয়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছে এবং সি আই টি ইউ এর দার্জিলিং জেলার সভাপতি সমন পাঠক জানান পুরো শ্রমিক সংঘ মিলে আজকের এই শ্রমিক দিবস পালন করবেন।

২০০ জন তৃণমূল নেতা কর্মীর কংগ্রেসে যোগদান

আলিপুরদুয়ারঃ আলিপুরদুয়ার পৌরসভা হল ঘরে সোমবার কংগ্রেসের পঞ্চায়েতি রাজ সম্মেলন আয়োজিত হল। এদিনের সম্মেলনে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বরা উপস্থিত ছিলেন। এদিন জাতীয় কংগ্রেসের প্রদেশ কমিটির নেতৃত্ব নেপাল মাহাতো উপস্থিত ছিলেন। এদিন মাদারিহাট থেকে ২০০ জন তৃণমূল নেতা কর্মীরা কংগ্রেসে যোগদান করে। কংগ্রেস নেতৃত্বরা জানান এদিন যারা যোগদান করেছে সবাই তৃণমূলের নেতৃত্ব কেউ বুথ স্তরের কেউ বা অঞ্চল স্তরের এমনকি ব্লক নেতৃত্ব ও যোগদান করেছে।

শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে দ্বারিকা টি ২০ ক্রিকেট ডে নাইট টুর্নামেন্টের শুভ উদ্বোধন

শিলিগুড়ি ঃ আজ শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে শুভ উদ্বোধন হলো দ্বারিকা টি ২০ ক্রিকেট ডে নাইট টুর্নামেন্টের।এই টুর্নামেন্ট আজ অর্থাৎ ১লা মে থেকে ৭ই মে পর্যন্ত চলবে। আজ প্রথম দিনে খেলছে স্বস্তিকা যুব সংঘ ও বাঘাযতীন নাইট রাইডার্স। এদিনের এই টি ২০ ক্রিকেট ডে নাইট টুর্নামেন্টে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি মেয়র গৌতম দেব, চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী,MIC মেম্বার দিলীপ বর্মন সহ বিশিষ্ট ব্যাক্তিরা।

দুর্ঘটনা ঘিরে বচসা, স্ত্রীমেয়ের সামনেই জিএনএলএফ নেতাকে খাদে ফেলে খুন!

শিলিগুড়ি ঃ দুর্ঘটনা ঘিরে বচসা। আর তার জেরে স্ত্রীমেয়ের সামনেই পেডংয়ের এক জিএনএলএফ নেতাকে খাদে ফেলে খুনের অভিযোগ উঠল। সোমবার রাত সাড়ে আটটা নাগাদ বার্মেক দেওরালিতে ঘটনাটি ঘটেছে। নিহতের নাম রোশন লামা। এবিষয়ে মৃতের ভাই পেডং থানার আপার নেয়ংয়ের বাসিন্দা ভূষণ লামা লাভা থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। অভিযোগ পেয়ে রাতেই তল্লাশি অভিযান শুরু করে পুলিশ। মঙ্গলবার সকালে অভিযুক্তকে আটক করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গতকাল জিএনএলএফ নেতা রোশন তাঁর স্ত্রী এবং মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে কালিম্পং থেকে মনসোংএ তাঁর বাসভবনের দিকে যাচ্ছিলেন। রাত প্রায় সাড়ে আটটা নাগাদ বার্মেক দেওরালিতে একটি বাইকের সঙ্গে তাঁদের ছোট গাড়ির সংঘর্ষ হয়। তা নিয়ে বাইক চালক শেরিং শেরপার সঙ্গে রোশনের বচসা বাধে। প্রথমে তর্কাতর্কি, পরে তাঁদের মধ্যে হাতাহাতি হয়। অভিযোগ, বচসা চলাকালীন ১৬ মাইলের বাসিন্দা ওই বাইক চালক আচমকাই রোশনকে রাস্তা থেকে ধাক্কা মেরে খাদে ফেলে দেয়। ঘটনার পরই অভিযুক্ত পালিয়ে যায়। পরে আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে কালিম্পং জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসেন পরিবারের লোকজন। সেখানে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।

মাদারিহাট প্রধাননগর এলাকা থেকে স্পেকটিক্যাল কোবরা সাপ উদ্ধার

আলিপুরদুয়ার ঃ মাদারিহাট প্রধাননগড় এলাকা থেকে মঙ্গলবার স্পেকটিক্যাল কোবরা সাপ উদ্ধার করল বনদফতরে জলদাপাড়া বনবিভাগের বনকর্মীরা। মঙ্গলবার মাদারিহাট প্রধাননগড়ে রতন দাসের বাড়িতে কোবরা সাপ দেখতে পায় এলাকার বাসিন্দারা। স্থানীয়রা বনদফতরে খবর দেয় ঘটনা স্থলে বনকর্মীরা পৌছে কোবরা সাপটি উদ্ধার করে। বনদপ্তর সুত্রে খবর এটি স্পেকটিক্যাল কোবরা সাপ।

ইংরেজবাজার পৌরসভার অধীনে নেতাজি পার্ক এলাকায় স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্বোধন

মালদা ঃমঙ্গলবার দুপুরে ইংলিশ বাজার পৌরসভার ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের নেতাজি পার্ক এলাকায় একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হল। উদ্বোধন করলেন ইংলিশবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী।জানা যায় ইংলিশ বাজার পৌরসভার ২৯ টি ওয়ার্ড জুড়েই পৌর সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে ইংলিশবাজার পৌরসভা। সেই মতো বুধবার ইংলিশবাজার পৌরসভার ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের নেতাজি পার্ক এলাকায় নেতাজি পার্ক পৌর সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন করেন পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ন চৌধুরী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ইংলিশ বাজার পৌরসভার অন্যান্য কাউন্সিলররা।

৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে যাত্রীবাহী বাস এবং অটোর মুখোমুখি সংঘর্ষ, ৭ জন গুরুতর আহত

শিলিগুড়ি ঃ মঙ্গলবার সকালে ৩২৭ জাতীয় সড়কে যাত্রীবাহী বাস ও অটোর মুখোমুখি সংঘর্ষে জেরে গুরুত্বর ভাবে জখম প্রায় ৭জন। ঘটনাটি ঘটেছে খড়িবাড়ি কালীবাড়ি সংলগ্ন এলাকায়।

জানা গিয়েছে, গলগোলিয়া থেকে একটি বেসরকারি যাত্রীবাহী বাস শিলিগুড়ি দিকে যাচ্ছিল, অপরদিকে যাত্রীবাহী অটোটি নক্সালবাড়ি থেকে গলগোলিয়া দিকে আসায় মুখোমুখি সংঘর্ষে জেরে ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয় দেখে ছুটে আসে, তড়িঘড়ি আহতদের উদ্ধার করে বাতাসি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনার জেরে জাতীয় সড়কে যানজট সৃষ্টি হয়। পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দা মৃত্যঞ্জয় সরকার জানান, আটোটি থামিয়ে যাত্রী নামছিলেন, তখন দ্রুত গতিতে থাকা বাসটি ওভার্টেক করতে গিয়ে ঘটনাটি ঘটে। এলাকায় বাসের গতি কমানোর দাবি জানান তিনি। অমল মন্ডল বলেন, দ্রুত গতিতে থাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আটোটিকে ধাক্কা মারে। গতি এতই বেশি ছিল যে পাশে স্কুল মাঠে নেমে যায়, বড়ো দূর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেলাম। সকালে বাস ড্রাইভারা মদ খেয়ে প্রতিযোগিতার মতো গাড়ি চালান, জেরে প্রতিনিয়ত দূর্ঘটনা ঘটছে। পরে প্রাথমিক চিকিৎসা পর ৬ জনকে ছেড়ে দেওয়া হলেও ,মহম্মদ চৈতু (৫০) অবস্থা আশঙ্কা জনক থাকায় উওরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়।

জল নিকাশী ব্যবস্থা নিয়ে বিক্ষোভে সামিল মানিকচক ব্লক বিজেপি নেতৃত্ব

মালদা ঃ জল নিকাশী ব্যবস্থা নিয়ে বিক্ষোভে সামিল মানিকচক ব্লক বিজেপি নেতৃত্ব।জল নিকাশী ব্যবস্থার না থাকায় নাজেহাল সাধারণ মানুষ।হাঁটু জলে থৈ থৈ অবস্থা মালদার মানিকচকের মথুরাপুর চৌরঙ্গী মোড় এলাকা।গোটা ঘটনায় শাষক দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন বিজেপি নেতৃত্ব।তোলাবাজি কাটমানি ইশু টেনে তৃণমূলকে আক্রমণ বিজেপির।পাল্টা আক্রমন তৃণমূলের।নিকাশি ব্যবস্থা দ্রুত করা হক দাবি তুলছেন স্থানীয় মানুষও।মানিকচকের মথুরাপুর চৌরঙ্গী মোড় এক নজরে দেখলে মনে হবে কোন ডোবা।মঙ্গলবার দুপুর নাগাদ দ্রুত নিকাশী ব্যবস্থার দাবি পথ অবরোধ করে জোরদার বিক্ষোভ প্রর্দশন করেন মানিকচক ব্লক বিজেপি নেতৃত্ব।উপস্থিত ছিলেন দক্ষিন মালদা সাংগঠনিক বিজেপি সাধারণ সম্পাদক গৌর চন্দ্র মন্ডল,মালদা জেলা যুব মোর্চা সহ সভাপতি সুভাষ যাদব,মানিকচক ব্লক বিজেপি মন্ডল সভাপতি বিশ্বজিৎ মন্ডল, সহ অনান্যরা।নিকাশী ব্যবস্থার দাবিতে দীর্ঘক্ষন ধরে চলে বিক্ষোভ।খবর পেয়ে ছুটে আসেন মানিকচক থানার পুলিশ বাহিনী।দীর্ঘক্ষন ধরে চলা বিক্ষোভের জেরে আটকে পরে বহু যানবাহন।

সম্পাদকীয়

ইরানে সুইডিশ ইরানিয়ান নাগরিকের ফাঁসি

বিদ্রোহী গোষ্ঠীর নেতৃত্ব ও বোমা হামলার দায়ে হাবিব চাব নামে এক ব্যক্তির ফাঁসির ফাঁসি কার্যকর করেছে ইরান। তার সুইডেন ও ইরানের দ্বৈত নাগরিকত্ব রয়েছে। মৃত্যুদণ্ড কার্যকরকে 'অমানবিক' অভিহিত করে নিন্দা জানিয়েছে সুইডেন। শনিবার সুইডিশইরানি নাগরিক হাবিব ফারাজুল্লাহ চাবের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছে ইরান। ২০১৮ সালে খুজেস্তান প্রদেশে একটি সামরিক কুচকাওয়াজে হামলায় বহু মানুষের মৃত্যুর দায়ে তার প্রাণ কেড়ে নেয়ার শাস্তি দেয় আদালত। ইরানের বিচার বিভাগ বিষয়ক সংবাদ

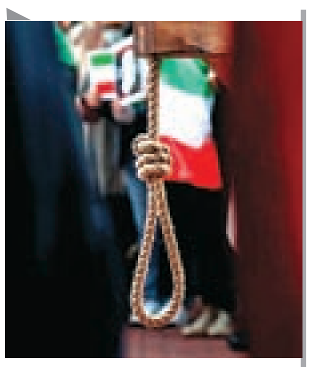

মাধ্যম মিজান অনলাইন লিখেছে, ''শনিবার সকালে হরকাত আলনিদাল সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর প্রধান হাবিব চাব ওরফে হাবিব আসিউদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে।'' ২০২০ সালে সুইডেন থেকে তুরস্ক আসার সময়ে ইরানের বাহিনী তাকে আটক করে এবং তেহরানে নিয়ে আসে। তবে এ বিষয়ে বিস্তারিত কোনো তথ্য তারা কখনও প্রকাশ করেনি। ইরানে আহভাজের স্বাধীনতাকামী বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী আরব স্ট্রাগল মুভমেন্টের নেতৃত্ব দেয়ার অভিযোগে ২০২২ সালে তার বিচার শুরু হয়। একাধিক 'বোমা হামলা ও সন্ত্রাসী অভিযানের' অভিযোগ আনা হয় তার বিরুদ্ধে। ইরানের আহভাজ অঞ্চলের মানুষ দীর্ঘকাল ধরে দেশটির সরকারের বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। যে কারণে দক্ষিণ পশ্চিমের তেল সমৃদ্ধ খুজেস্তান প্রদেশকে নিয়ে আলাদা রাষ্ট্র গঠন করতে চায় আরব স্ট্রাগল মুভমেন্ট। গত বছরের ডিসেম্বরে হবিব চাবকে ফাঁসির দণ্ড দেয়া হয়। তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকরকে অমানবিক উল্লেখ করে উদ্বেগ ও নিন্দা জানিয়েছে সুইডেন। দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী টবিয়াস বিলসট্রোম টুইটে লিখেছেন, ''এই মৃত্যুদণ্ড একটি অমানবিক এবং অসংশোধনযোগ্য শাস্তি। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে যৌথভাবে সুইডেন যেকোন পরিস্থিতিতে এই (মৃত্যুদণ্ড) কার্যকরের নিন্দা জানায়।'' ইরানের সঙ্গে গত কয়েক বছর ধরে সুইডেনের সম্পর্কের টানাপোড়েন চলছে। ১৯৮৮ সালের রাজনৈতিক বন্দিদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের সঙ্গে যুক্ত থাকার দায়ে ২০২২ সালে সুইডেন ইরানের সাবেক এক কর্মকর্তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের হিসাবে চীনের পরই ইরান বিশ্বের সবচেয়ে বেশি মৃত্যুদণ্ড কার্যকরকারী দেশ।

জানা অজানা

মুকুট পরে সিংহাসনে বসলেন রাজা তৃতীয় চার্লস

যুক্তরাজ্যের রাজপরিবারে আজ শনিবার প্রতীকীভাবে নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। রাজা হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে সিংহাসনে আরোহণ করেছেন তৃতীয় চার্লস। শপথ গ্রহণের পর তাঁকে মুকুট পরিয়ে দেওয়া হয়। এরপর তিনি সিংহাসনে বসেন। পরে রানি ক্যামিলাকেও মুকুট পরিয়ে দেওয়া হয়। আজ শনিবার দিনভর নানা আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে রাজ্যাভিষেক হয় রাজা তৃতীয় চার্লস ও তাঁর স্ত্রী কুইন কনসোর্ট ক্যামিলার। ক্যান্টারবুরির আর্চবিশপ জাস্টিন ওয়েলবি রাজার মাথায় সেইন্ট এডওয়ার্ড মুকুট পরিয়ে দেন। এ সময় তিনি বলেন, 'ঈশ্বর রাজাকে রক্ষা করুন।' জীবনে একবারই এই মুকুট পরার সুযোগ পাবেন রাজা। ঘণ্টাখানেকের জন্য তিনি মুকুটটি পরবেন। মুকুট পরিয়ে দেওয়ার পর শুরু হয় সিংহাসনে আরোহণের পর্ব। ক্যান্টারবুরি ও ইয়র্কের আর্চবিশপ এবং তাঁদের সহকারীরা রাজাকে সিংহাসনের দিকে নিয়ে যান। এরপর সিংহাসনে বসেন রাজা তৃতীয় চার্লস। এটি হচ্ছে রাজ্যাভিষেকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সর্বশেষ ১৯৫৩ সালে নিজের রাজ্যাভিষেকে সেইন্ট এডওয়ার্ড মুকুটটি পরেছিলেন রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ। এবার ৭০ বছর পর তাঁর ছেলে চার্লস নিজের রাজ্যাভিষেকে মুকুটটি পরলেন।

কোহিনুর হীরা নিয়ে বিতর্ক ও প্রচলিত কিছু মিথ

ব্রিটেনের ৪০তম রাজা হিসেবে তৃতীয় চার্লসের অভিষেক হচ্ছে ৬ই মে, শনিবার। কয়েক মাস আগেই বাকিংহাম প্রাসাদ জানিয়ে দেয় যে রাজা চার্লসের অভিষেক অনুষ্ঠানের সময় কোহিনুর হীরা ব্যবহার করা হবে না।

কোহিনুর - এই হীরার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিভিন্ন রাজবংশের উত্তরাধিকারের সম্পর্ক, জড়িয়ে আছে মৃত্যু ও ধ্বংসের ইতিহাস, জড়িয়ে আছে সৌন্দর্য।

সোনা দাস
প্রাবন্ধিক

এই রত্নটি যে কেবল প্রজন্মের পর প্রজন্ম টিকে আছে তাই নয়। এটা চুরি হয়েছে, এটা নিয়ে লড়াই হয়েছে। অনেক বিশ্লেষকের মতে মৃত্যু এবং বঞ্চনার ইতিহাসের কারণে এই হীরাকে 'অভিশপ্ত' বলেন অনেকে। একশো পাঁচ ক্যারেটের ডিম্বাকৃতির এই কোহিনুর পৃথিবীর সবচেয়ে বিতর্কিত ও আলোচিত হীরা।

এই মূল্যবান হীরাটি অনেকবার হাত বদল হয়েছে। ১৯ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এই হীরাটা চলে যায় ব্রিটিশদের দখলে। এটি মুঘল শাহজাদা, ইরানী যোদ্ধা, আফগান শাসক এবং পাঞ্জাবি মহারাজাদের হাত ঘুরে স্থান পেয়েছে টাওয়ার অব লন্ডনে।

ক্রাউন জুয়েলসে থাকা ২৮০০টি মূল্যবান রত্নগুলোর মধ্যে একটি হলো কোহিনুর।

কিন্তু এটা সবসময় এই জায়গায় ছিল না।

কালের বিবর্তনে কোহিনুর নিয়ে তৈরি হয়েছে অনেক গল্প। অনেক ইতিহাসের সঙ্গে অনেক পুরাণ কথার সাক্ষীও জড়িত এই হীরার সঙ্গে। হীরাটি ছিল রানী ভিক্টোরিয়ার বিশেষ সম্পত্তি, তিনি মূলত একটি ব্রোচ হিসেবে পরতেন এটি।

এবং শেষ পর্যন্ত এটি ক্রাউন জুয়েলসের অংশ হয়ে ওঠে।

এটি সর্বপ্রথম জনসমক্ষে দেখা যায় ২০০২ সালে, কুইন মাদারের মৃত্যুর পর তার কফিনের ওপরে।

বহু ভারতীয় বিশ্বাস করেন এই হীরা ব্রিটিশরা তাদের দেশ থেকে চুরি করে নিয়ে গেছে।

২০২২ সালে রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের মৃত্যুর পরেই টুইটারে কোহিনুর শব্দটি ট্রেন্ড করা শুরু করে।

বহু ভারতীয় হীরাটি ফেরত দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

উইলিয়াম ডালরিম্পল ও অনীতা আনন্দ তাদের রচিত কোহিনুর ঃ দ্য স্টোরি অব্য দ্য ওয়ার্ল্ডস মোস্ট ইনফেমাস ডায়মন্ড নামের বইটিতে এই হীরা নিয়ে যেসব মিথ প্রচলিত আছে সেগুলো নিয়ে লিখেছেন।

একশো পাঁচ ক্যারেটের ডিম্বাকৃতির এই কোহিনুর পৃথিবীর সবচেয়ে বিতর্কিত ও আলোচিত হীরা।

১৮৪৯ সালে কোহিনুর যখন তৎকালীন ভারতের গভর্নরজেনারেল লর্ড ডালহৌসির হাতে আসে, তখন তিনি সেটি রানী ভিক্টোরিয়ার কাছে পাঠানোর প্রস্তুতি নেন।

হীরাটি যে ঠিক কত মূল্যবান, তাও রানীর সামনে তুলে ধরার কথা ভাবলেন লর্ড ডালহৌসি। তাই তিনি ঠিক করলেন, হীরাটির সাথে এর একটি আনুষ্ঠানিক ইতিহাসও পাঠাবেন তিনি।

সেই অনুযায়ী তিনি নিয়োগ দেন দিল্লির একজন জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট, থিও মেটক্যাফকে। মেটক্যাফের কাজ ছিল কোহিনুরের ইতিহাসের উপর গবেষণা করা, এবং সেই গবেষণার উপর ভিত্তি করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করা।

কিন্তু তিনি খুব একটা সুবিধা করতে পারেননি। ইতিমধ্যেই কোহিনুর সম্পর্কে যেসব গল্পকথা প্রচলিত ছিল, সেগুলোই তিনি তার প্রতিবেদনে আবার উল্লেখ করেন। অথচ তার সেই প্রতিবেদনটিকেই রেফারেন্স হিসেবে ধরে এরপর থেকে হাজার হাজার নতুন আর্টিকেল ও বই প্রকাশিত হয়েছে, নির্মিত হয়েছে বহু তথ্যচিত্রও।

ডালরিম্পল ও আনন্দের লক্ষ্য ছিল, অতিরঞ্জন গল্পগুলো বাদ দিয়ে বাস্তব কিছু বের করে নিয়ে আসা। এবং অনেক সমালোচক বলেন সেই কাজটি তারা বেশ ভালোভাবেই করতে পেরেছেন। বর্তমানে কোহিনূরের প্রকৃত ইতিহাস জানতে অনেকেই নির্ভর করছেন এই বইটির উপরই। এই বইয়ে কোহিনুর নিয়ে প্রচলিত কিছু মিথ সম্পর্কে লেখা হয়েছে, তার কিছু এখানে তুলে ধরা হলো।

মিথ ১- ভারতের শ্রেষ্ঠ হীরা

অনেকে কোহিনুরকে ভারতের অন্যতম মূল্যবান হীরা মনে করলেও ইতিহাস ঘেঁটে গবেষকেরা দেখেছেন ১৯০.৩ ক্যারেটের কোহিনুর যখন ব্রিটেনে আনা হয় তার সাথে সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ অন্তত আরো দুটি হীরার খোঁজ পাওয়া যায়।

একটি হলো দরিয়াইনূর যার অর্থ আলোর সাগর(১৭৫-১৯৫ ক্যারেট), এবং অপরটি হলো গ্রেট মুঘল ডায়মন্ড হিসেবে পরিচিত অরলভ হীরা(১৮৯.৯ ক্যারেট)।

১৭৩৯ সালে ইরানী শাসক নাদির শাহ যে ধনসম্পদ লুট করেছিলেন সে সময় এই তিনটি হীরাই ভারতবর্ষ ত্যাগ করেছিল।

কেবল উনবিংশ শতকের শুরুর দিকে যখন কোহিনুর হাতবদল হয়ে আবার পাঞ্জাবে ফিরেছিল, তখন থেকেই এটি সর্বশ্রেষ্ঠ হীরার তকমা পেতে শুরু করে, এবং এটা নিয়ে বিশ্বব্যাপী আরও বেশি আগ্রহ তৈরি হয়।

মিথ ২ ঃ নিখুঁত হীরা

অনেকেই মনে করেন, প্রকৃত কোহিনুর হয়তো একদম নিখুঁত ছিল। কিন্তু কোহিনুরের ওপর অনেকগুলো হলুদ রঙের দাগ ছিল। কয়েকটি দাগ এত বড় ছিল যে, সেগুলোর কারণে হীরাটি ঠিকভাবে আলো প্রতিফলনের ক্ষমতাই হারিয়ে ফেলেছিল।

সে কারণেই রানী ভিক্টোরিয়ার স্বামী, প্রিন্স অ্যালবার্ট এত বেশি আগ্রহী ছিলেন হীরাটিকে নতুন করে কাটানোর জন্য।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, কোহিনুর বিশ্বের সবচেয়ে বড় হীরা তো নয়ই, এটার অবস্থান বিশ্বের বৃহত্তম হীরার ধারেকাছেও নেই। এর অবস্থান ৯০তম। ফলে, টাওয়ার অব লন্ডনে ঘুরতে যাওয়া অনেক পর্যটককে এর আকৃতি দেখে অবাক হতে দেখা যায়।

কারণ কোহিনুর হীরার ঠিক পাশেই রাখা দুটি কালিনান হীরার সাথে তুলনা করলে কোহিনুরকে অনেক ক্ষুদ্রাকৃতির বলেই মনে হয়।

মিথ ৩ ঃ ভারতের কোল্লুর খনি থেকে এসেছে

অনেকেই দাবি করে থাকেন, কোহিনুর হীরাটি ত্রয়োদশ শতকে ভারতের কোল্লুর খনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কবে, কোথায় এটা উত্তোলন করা হয়েছে, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়। এবং এই অনিশ্চয়তাই একে বেশি রহস্যময় করে তুলেছে।

অনেকেই আবার বিশ্বাস করেন, কোহিনুর কৃষ্ণকে নিয়ে রচিত ভগবদ পুরাণের সেই সিমন্তক মণি। এবং মজার ব্যাপার হলও থিও মেটক্যাফের প্রতিবেদনেও এ বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে তিনি লিখেছেন, 'কৃষ্ণের জীবদ্দশাতেই উত্তোলিত হয়েছিল কোহিনুর হীরা'।

কিন্তু ডালরিম্পল ও আনন্দের বইটিতে জোর দিয়ে দাবি করা হয়েছে, কোহিনুর কোনো খনি থেকে উত্তোলন করা হয়নি, এটা সম্ভবত দক্ষিণ ভারতের কোনো শুষ্ক নদীপৃষ্ঠ থেকে তোলা হয়েছে।

মিথ ৪ ঃ কোহিনুর ছিল মুঘলদের মূল্যবান ধন

হীরা যে এক মহামূল্যবান রত্ন এ কথা কোনভাবেই অস্বীকার করা যাবে না। বিশেষত হিন্দু ও শিখদের কাছে এটি অমূল্য রত্ন। কিন্তু মুঘল ও ইরানীদের ক্ষেত্রে কিছুটা ভিন্ন। তারা হীরার থেকেও বেশি পছন্দ করত বৃহৎ, নিখুঁত, উজ্জ্বল রঙের পাথর। আর সেজন্যই কোহিনুর হীরাকে মুঘলদের সবচেয়ে মূল্যবান ধন বলে যে দাবি করা হয়, তা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করেন না অনেক গবেষক।

মুঘলদের রাজকোষে ছিল বহু ধরনের মূল্যবান ধনসম্পদ। কোহিনুর হীরা সেগুলোরই একটি। কিন্তু মুঘলরা সবচেয়ে বেশি অধিগ্রহণ করেছিল যেটি, তা হীরা নয়। বরং তাদের বেশি ঝোঁক ছিল বাদাখশানের লোহিতক ও বার্মার পদ্মরাগমণির ওপর।

কোহিনুর বা হীরার প্রতি মুঘলদের যে উদাসীনতা ছিল তা প্রমাণিত হয় আরেকটি ঘটনা থেকেও। কথিত আছে, নির্বাসিত থাকাকালে মুঘল সম্রাট পারস্যের শাহ তাহমাসপকে উপহারস্বরূপ 'বাবরের হীরে' বলে যে হীরাটি দিয়েছিলেন, সেটি নাকি আসলে কোহিনুরই ছিল।

বাবরের হীরা পরে আবার দক্ষিণে ফিরে এসেছিল, কিন্তু ঠিক কবে বা কীভাবে আবার মুঘল রাজদরবারে এর প্রত্যাবর্তন ঘটে, তা আজও স্পষ্ট জানা যায়নি।

মিথ ৫ ঃ পাগড়ি বিনিময় ও কোহিনুর দখল

এ গল্পটা বহুল জনপ্রিয় যে , মোহাম্মদ শাহ রঙ্গিলা নাকি তার পাগড়ির ভিতর কোহিনুর লুকিয়ে রাখতেন। এ কথা জেনে যান নাদির শাহ এবং তিনি এক কৌশল বের করেন। তিনি মোহাম্মদ শাহকে একটি প্রাচীন রীতির কথা মনে করিয়ে দেন যে দুই বাদশাহ পরস্পর দেখা হলে বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে পাগড়ি বিনিময় করবেন।মোহাম্মদ শাহের বুঝতে বাকি ছিল না, নাদির শাহ আসলে হীরাটি ছিনিয়ে নিতে চাইছেন।

অথচ তৎকালীন পরিস্থিতিতে পাগড়ি বিনিময়ে অস্বীকৃতির মাধ্যমে নাদির শাহের বন্ধুত্বের আহ্বান ফিরিয়ে দেয়াও তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই তিনি বাধ্য হন পাগড়ি বিনিময় করতে। এভাবে পাগড়ি ও কোহিনুরের মালিক বনে যান নাদির শাহ।

কিন্তু পারস্যের ইতিহাসবিদ মারভি বলছেন, বাস্তবে মোহাম্মদ শাহের পক্ষে হীরাটি তার পাগড়িতে লুকিয়ে রাখা সম্ভব ছিল না। সেই সময়ে কোহিননুর ছিল সর্বকালের সবচেয়ে সুন্দর ও মূল্যবান হীরা, শাহজাহানের ময়ূর সিংহাসনের মাঝে হীরাটি দ্যুতি ছড়াচ্ছিল।

অনেক গবেষকের মতে, এর দ্যুতি এতটাই মুগ্ধকর ছিল যে এটি মুঘল শাসক শাহজাহানের রুবি, পান্না ও মুক্তাখচিত ময়ূর সিংহাসনেও যুক্ত করা হয়েছিল এবং এই হীরাটি বহু বছর শাহজাহানের সিংহাসনে দীপ্তি ছড়িয়েছে।

সিংহাসন তৈরির পর মুঘলরা এক শতাব্দী ধরে ভারতবর্ষে ক্ষমতায় ছিল।

কিন্তু দেশটির ব্যাপক সম্পদ বিশ্বজুড়ে বিখ্যাত হয়ে ওঠে এবং পারস্যের শাসক নাদির শাহ ভারতবর্ষে আসার সিদ্ধান্ত নেন।

১৭৩৯ সালে তিনি দিল্লিতে প্রবেশ করেন এবং লুট করেন দিল্লির ধনসম্পদ। যেগুলো নিজ দেশে নিয়ে যাবার জন্য তিনি ব্যবহার করেছিলেন ৭০০টি হাতি, ৪ হাজার উট এবং ১২ হাজার ঘোড়া।

লুণ্ঠিত সম্পদের মধ্যে ছিল সিংহাসনটি, এর মাধ্যমে প্রথমবারের মতো ভারতবর্ষ ছাড়ে কোহিনুর।

সিংহাসন থেকে কোহিনুর হীরাটি সরিয়ে একটি আর্মব্যান্ডে সেটি স্থাপন করেন শাহ, যা তিনি সবসময় তার হাতে পরতেন।

এরপর হাত বদল হয়ে হীরাটি যায় আফগানিস্তানে, শাসকদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ পার করে সেখানে ৭০ বছর ছিল হীরাটি।

১৮১৩ সাল নাগাদ, এটি ভারতে ফিরে আসে এবং শিখ শাসক রঞ্জিত সিংয়ের দখলে চলে যায়।

এরপর ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কোহিনুর হীরা নামে একটি অমূল্য সম্পদের গুজব শুনতে পায় এবং এটি সংগ্রহ করার জন্য তারা চেষ্টা শুরু করে।

ভারতের তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসির কাছে হীরা ছিল ক্ষমতার চূড়ান্ত প্রতীক। তিনি চেয়েছিলেন ভারতের রত্নের মালিক হোক ব্রিটেন।

মিথ ৬ ঃ কোহিনুর অযত্নে কাটা হয়েছিল

ফরাসি রত্ন ব্যবসায়ী ও পর্যটক জনব্যাপ্টিস্ট ট্যাভারনিয়ার তথ্য অনুযায়ী, তিনি মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের ব্যক্তিগত রত্নালঙ্কারের সংগ্রহশালা পরিদর্শনের অনুমতি পেয়েছিলেন। ফরাসি এই রত্ন ব্যবসায়ীর ভাষ্যমতে, সম্রাটের ভাস্কর হোর্তেনসিও বোর্গিও খুব বড় আকারের একটি হীরাকে ভুলবশত কেটে ফেলেছিলেন। এর ফলে হীরাটির আকৃতি নষ্ট হয়ে যায় ও তা ছোট হয়ে যায়।

কিন্তু তিনি ওই হীরাটিকে চিহ্নিত করেছিলেন 'গ্রেট মুঘল ডায়মন্ড' হিসেবে, যেটা শাহজাহান হীরা ব্যবসায়ী মীর জুমলার কাছ থেকে উপহার পেয়েছিলেন ।

একটা সময় পর্যন্ত অনেকেই বিশ্বাস করত, 'গ্রেট মুঘল ডায়মন্ড'ই হয়তো কোহিনুর। কিন্তু বর্তমান সময়ের অনেক গবেষক একমতে পৌঁছেছেন যে, সেটা ছিল আসলে অরলভ হীরা। যা বর্তমানে মস্কোর ক্রেমলিন জাদুঘরের অংশ হয়ে উঠেছে ও সেখানে দীপ্তি ছড়াচ্ছে।

কোহিনুরের দীর্ঘ ইতিহাসে এটি অসংখ্যবার চুরি হয়েছে এবং স্থানান্তরিত হয়েছে। এর হাতবদলের ইতিহাস বড়ই বিচিত্র।

তাই এই প্রশ্ন এখনও থেকেই যায় পরবর্তীতে এই হীরাটি কোথায় যেতে পারে?

ভারত ছাড়াও পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও ইরানও এই মূল্যবান হীরার ওপর নিজেদের দাবি জানিয়ে আসছে।

বিশ্লেষকেরা বলে থাকেন এই হীরাটি হলো 'বিজয়ী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আধিপত্যের প্রতীক'।

তবে এই হীরাকে ঘিরে যেই ইতিহাস ও বিতর্ক রয়েছে তা চলতে থাকবে। বিতর্কের কথা ভেবে রাজা চার্লসের অভিষেক অনুষ্ঠানেও ব্যবহার হচ্ছে না কোহিনুর হীরা। আর তাই এ কথা বলাই যায় - বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত এবং সবচেয়ে বিতর্কিত হীরার ইতিহাস লেখা চলতে থাকবে যুগের পর যুগ।

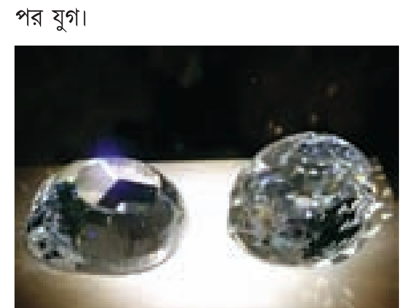

সাময়িকী

নর্দার্ন লাইটসের সবচেয়ে সুন্দর ছবি তোলার গল্প

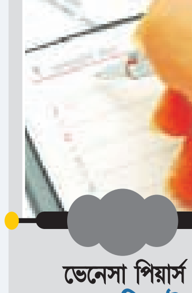

ভেনেসা পিয়ার্স
কলামিস্ট

সূর্য থেকে বিপুল পরিমাণ শক্তি পৃথিবীর দিকে বিকিরণ হওয়ার মানে হচ্ছে গেলো সপ্তাহে যুক্তরাজ্য থেকে 'অরোরা' বা নর্দার্ন লাইটস খুব স্পষ্টভাবে চোখে পড়েছে। এমনকি সিলি দ্বীপপুঞ্জের মতো দূর দক্ষিণাঞ্চল থেকেও দেখা মিলেছে নর্দার্ন লাইটসের। শিক্ষানবীশ থেকে শুরু করে পেশাদার ফটোগ্রাফার সবাই এই নর্দার্ন লাইটস বা অরোরার ছবি তোলার জন্য সবচেয়ে উপযোগী জায়গার খোঁজে রীতিমতো প্রতিযোগিতা করেছেন। এদের মধ্যে কয়েক জন বিবিসির সাথে তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেছেন।

গত রোববার সারাদিন জন গ্র্যাভেট বন্ধুদের কাছ থেকে বেশ কয়েকটি বার্তা পেয়েছেন যেখানে তারা বলেছেন যে ওই রাতে অরোরার ছবি তোলার খুব ভাল সুযোগ আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

কিন্তু তিনি যখন লেক ডিস্ট্রিক্টের কেসউইকের বাড়ি থেকে জানালা দিয়ে তাকালেন তখন মেঘ ছাড়া আর কিছু নজরে আসেনি। রাত প্রায় সাড়ে এগারোটার দিকে আমি সব আশা বাদ দিয়ে ঘুমাতে যাওয়ার আগে শেষবারের মতো আকাশে তাকিয়ে মেঘের ফাঁকে ছোট একটি গর্তের মতো জায়গায় কয়েকটি তারা ছাড়া কিছু দেখিনি, বলেন তিনি। আমি ট্রাইপডে ক্যামেরাটা বসালাম, একটি ছবি তুললাম এবং এটা সবুজ দেখাচ্ছিল। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আমাকে বাইরে বেরুতে হবে। এই ৬৫ বছর বয়সী ফটোগ্রাফার - যিনি তার সারা জীবন ছবি তোলায় ব্যয় করেছেন - গাড়ি চালিয়ে বেসেনথওয়েইট লেকের পারে যান। সেখানে তিনি পৌঁছাতে পৌঁছাতে আকাশ পুরো পরিষ্কার হয়ে যায়। তিনি বর্ণনা করছিলেন এভাবে, বেশিরভাগ মানুষ খালি চোখে রঙের খুব বেশি বৈচিত্র্য দেখতে পারে না। এর পরিপূর্ণ রঙের বর্ণালী দেখার জন্য ছবি তোলাটা জরুরী। ক্যামেরায় প্রথম এক্সপোজারটা নেয়ার পর এটা আমাকে অভিভূত করে দেয় - প্রচণ্ড আশ্চর্য্যজনক, বলেন তিনি।

এটা চূড়ায় পৌঁছানোর পর মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত প্রায় আধা ঘণ্টার মতো সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি। ছবিতে যে দাঁড়িয়ে আছে সেটা আসলে আমি, তিনি বলেন। আমার মনে হলো যে ছবিতে একজন মানুষ দরকার। আর আশেপাশে কোন কাকপক্ষীও ছিল না। এটা আসলেই একটি স্মরণীয় সন্ধ্যা ছিল। পেশাদার ফটোগ্রাফার অ্যান্ড্রু ফুসেক পিটার্স বলেছেন যে, তিনি সেই রাতে একটি সৌভাগ্যের আশায় ফেসবুক গ্রুপ ও বিভিন্ন অ্যাপের তথ্যও দেখছিলেন। তিনি বলেন, এর আগে প্রতিবারই মনে হচ্ছিলো যে কোনো সতর্কতা এসেছে, আর মানুষ বলেছে যে, আপনাকে বেরুতে হবে, আমি তখন হয় এটি মিস করেছি বা আবহাওয়া খারাপ ছিল, তিনি বলেছিলেন। কিন্তু রবিবার শ্রপশায়ারের উপরে আকাশ পরিষ্কার ছিল এবং তাই তিনি চার্চ স্ট্রেটনের শ্রপশায়ার পাহাড়ের জলাভূমি অংশের লং মাইন্ড এলাকায় তড়িঘরি করে চলে যান। সেখানে মানুষের উপচে পড়া ভীড় ছিল, তিনি বলেন। এটি ব্যস্ত রাস্তায় ট্রাফিক জ্যামের মত ছিল। কিন্তু এই ফটোগ্রাফার, যিনি আট বছর ধরে ওই এলাকায় ন্যাশনাল ট্রাস্টের সঙ্গে কাজ করছিলেন, তিনি জানতেন যে আসলে কোথায় যেতে হবে। জলাভূমির একটি জায়গা ছিল যেখানে জলের সামনের অংশ এবং অরোরা দুটোই একসাথে পাওয়া যেতো, আর আমি চাইছিলাম অরোরা প্রতিফলনটা তুলে আনতে, তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন। আর আপনি ছবিটি দেখলেই বুঝতে পারবেন যে আমি সেটা করতে পেরেছি আর তার চেয়েও আশ্চর্যজনক আমি মনে করি যে হয় আমি একটি খসে পড়া তারার ছবি তুলতে পেরেছি বা এটি লিরিড উল্কা ছিল। অরোরার একটি ছবি পাওয়া, শ্রপশায়ারে, মিডল্যান্ডসে, এটি সত্যি দুর্দান্ত। অরোরা সম্পর্কে নিজের ফোনে একটি সংকেত পেয়েছিলেন লরা স্কটও। স্থানীয় রাগবি ক্লাবে কাজ শেষ করার পর লেক ডিস্ট্রিক্টের অ্যাম্বলসাইডের ৩৮ বছর বয়সী এই বাসিন্দা গাড়ি চালিয়ে একটি উঁচু জায়গায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। আমার যতদূর মনে পড়ে নর্দার্ন লাইটসের ছবি তোলার বিষয়টি আমার তালিকায় অনেক দিন থেকে ছিল, তিনি বলেন, কিন্তু তার কাছে শুধু আইফোন ছাড়া আর কোন ক্যামেরা ছিল না বলেও জানান। আমি কয়েকটি ছবি তোলা শুরু করে এবং তারপর মনে হয় যেন আকাশ ফেটে পড়ছিলো, তিনি বলেন। লরা বলেন, আমার কাছে কোন ট্রাইপড ছিল না, তাই নিজেকে স্থির রাখতে আমার গাড়ির বনেট ব্যবহার করেছিলাম আমি।এটা বেশ আবেগঘন ছিল, আমার মনে হয় এক পর্যায়ে আমার চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে শুরু করে। বহু বছর ধরে আমি এই ছবি তোলার চেষ্টা করে আসছি।অরোরা শিকারীদের কাছে যারা রোববার তথ্য পাঠাচ্ছিলেন তাদের মধ্যে একজন জেমস রওলিহিল।

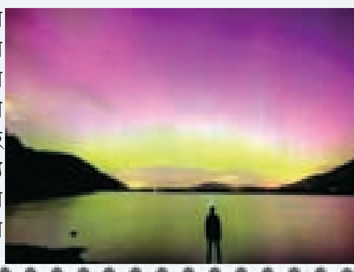

পাঠকের চিঠি

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুই পারতেন অখন্ড ভারত গড়তে

ভারতের বীর মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন তোমরা আমাকে রক্ত দাও আমি তোমাদের স্বাধীনতা দিব। রেঙ্গুনে তিনি প্রথম স্বাধীন হওয়ার বার্তা দিয়েছিলেন, প্রায় ২৮টি দেশের প্রতিনিধি উপস্থিত থেকে সেই সরকারকে স্বীকৃতি দিয়ে ছিলেন, তার দীক্ষায় দীক্ষিত হয়ে মহান বিপ্লবীরা সম্পূর্ণ ভারতবর্ষ জুড়ে পরবর্তী পর্যায়ের দেশকে স্বাধীন করার জন্য আত্ববালিদান দিয়েছেন , এটা এই দেশের বিশ্ব রত্ন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু না জন্মগ্রহণ করলে অনিবার্য ভাবেই অসম্ভব ছিল, এই দেশের তিনি স্বাধীনতার আগ্নেয়গিরি ছিলেন এবং পথকৃত মহামানব। এই অভাগা দেশ রাশিয়ার মাহফেজ খানার তথ্য আজও দেশের মানুষের কাছে উন্মোচিত করতে পারলো না, এর উত্তর কে দেবে? নেতাজীকে নুতন প্রজন্মের কাছে গ্রহযোগ্য করে তুলতে আরো বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেওয়া উচিত , আমাদের মণিকোঠায় চিরকাল অপরাজেয় হয়ে থাকবেন, এই মহাপুরুষ কে হৃদয় থেকে কুর্নিশ জানাই , তিনিই পারতেন অখন্ড ভারত গড়তে, এবং জগৎ সেবায় শ্রেষ্ঠ আসন অর্জন করতে পারতেন।

জগন্নাথ দত্ত, সিউড়ি, রবীন্দ্রপল্লী, বীরভূম

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

কলকাতার ধর্মতলায় যে ধর্মঠাকুরের পুজা হচ্ছে তিনি কোন ধর্মের ঠাকুর?

অমিতাভ ভট্টশালী

কলকাতাঃ কলকাতার প্রাণকেন্দ্র ধর্মতলায় হঠাৎ করেই ধর্মঠাকুরের পুজা শুরু করে সাড়া ফেলে দিয়েছে কলকাতার সনাতন ধর্মাবলম্বীদের একটি গোষ্ঠী। শুক্রবার থেকে শুরু হয়ে পাঁচদিন ধরে চলবে এই ধর্মঠাকুরের পুজো। কিন্তু কে এই ধর্মতলার ধর্মঠাকুর যার কথা সেভাবে শোনা যায়নি বহুদিন?

ধর্মঠাকুর আসলেই কি সনাতনী হিন্দুদের দেবতা, না কি তিনি বৌদ্ধদের অথবা ডোম, বাগদিদের মতো অন্ত্যজ শ্রেণীর আরাধ্য দেবতা?

ঘটনাচক্রে সনাতন ধর্মের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ব্রাহ্মণরাই পুজা করে থাকেন। কিন্তু এই ধর্মঠাকুরের পুজা করেন ডোম, বাগদিদের মতো অন্ত্যজ শ্রেণীর পুরোহিতরা ‒ যাদের ‘ডোমপণ্ডিত’ বলে সম্বোধন করা হয়।

কলকাতার ধর্মতলা অঞ্চলে ধর্মঠাকুর পুজার মূল উদ্যোক্তা স্বামী সর্বানন্দ অবধূত জানিয়েছেন, সনাতন ধর্মের অনেক কিছুই হারিয়ে গেছে আমাদের এই বাংলা থেকে। প্রথমে মুসলমান শাসকরা, তারপরে ব্রিটিশ শাসকরা মুছে দিয়েছে আমাদের সনাতন হিন্দু ধর্মের অনেক ঐতিহ্য।

ইতিহাস ঘেঁটে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কলকাতার ধর্মতলায় একটা সময়ে ধর্মঠাকুরের পুজো হত ব্যাপক ভাবেই। পাশ দিয়েই গঙ্গা প্রবাহিত হত, আর ওই অঞ্চলে বসবাস করত জেলে আর আদিবাসীরা। তারাই আদিকালে ধর্মঠাকুরের পুজো করত শিলাখণ্ডে। সেই প্রথা সনাতন ধর্মে চলে আসছে। আমরাও শিলাখণ্ডকেই পুজো করছি ধর্মতলায়, বলছিলেন স্বামী সর্বানন্দ অবধূত।

তবে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায়, বিশেষত রাঢ় বঙ্গের মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, হুগলী এবং বর্ধমান অঞ্চলে এখনও যে ধর্মঠাকুরের পুজো হয়, তার মধ্যে কিছু জায়গায় মূর্তি পুজোরও চল রয়েছে।

স্বামী সর্বানন্দ অবধূত বলছিলেন, ধর্মঠাকুরের কোনও মূর্তি হয় না। মূর্তি পুজো তো শুরু হয়েছে মাত্র কয়েকশো বছর আগে থেকে। আদিম যুগ থেকে যেভাবে শিলাখণ্ডে ধর্মঠাকুর পূজিত হয়ে আসছেন, আমরা সেভাবেই পুজো করছি।

সনাতন হিন্দু ধর্মীয় রীতিতে ধর্মতলায় ধর্ম ঠাকুরের পুজো হলেও আদে। ধর্ম ঠাকুর কি হিন্দু ধর্মের দেবতা? প্রশ্ন আছে এ নিয়েই।

তিনি আসলে কোন ধর্মের ঠাকুর, তা নিয়ে টানাপোড়েন রয়েছে হিন্দু, বৌদ্ধ আর অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে। পুরাণ গবেষক শরদিন্দু উদ্দীপন বলছেন, একটা সময়ে পুরো বাংলাতে বৌদ্ধ ধর্মই প্রচলিত ছিল। ডোম, বাউরি, তাঁতি, হাঁড়ি, দুলে, বাগদি ইত্যাদি শ্রেণীর মানুষরা বজ্রযানী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তারা বুদ্ধদেব কে ধর্ম নিরঞ্জন হিসাবে পুজো করতেন।

বল্লাল সেনের আমলে সরাসরি বৌদ্ধদের ওপরে আক্রমণ শুরু হয়। প্রাণের ভয়ে মানুষ পালিয়ে বিভিন্ন জায়গায় চলে যায়। তাদের উপাস্য ‘ধম্ম’কে একই রেখে বহিরঙ্গের কিছুটা পরিবর্তন করা হয়। বদলে যায় তাদের জীবনশৈলীও। এই বদলটাই হল ধর্মঠাকুর। ধর্ম নিরঞ্জনের মূর্তিটাও পাল্টিয়ে যায় বিভিন্ন জায়গায়, বলছিলেন মি. উদ্দীপন।

ধর্ম ঠাকুরের পুজা অর্চনার রীতি বাঁচিয়ে রাখতে মধ্য যুগে ধর্মমঙ্গল কাব্য রচিত হয়। মঙ্গলকাব্যের তিনটি প্রধান শাখার অন্যতম এই ধর্মমঙ্গল কাব্য।

গবেষকরা বলছেন, রাঢ় বাংলার লৌকিক দেবতা ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য প্রচারই এর মূল উদ্দেশ্য ছিল।

কলকাতার সম্বোধি বুদ্ধ বিহারের পরিচালক ড. অরুণজ্যোতি ভিক্ষু বিবিসিকে বলছেন, ধর্ম পুজো যে বৌদ্ধ সম্প্রদায়েরই, তার বহু প্রমাণ রাঢ় বাংলায় ছড়িয়ে আছে। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মকে মুছে দেওয়ার জন্য নানা পৌরাণিক কাহিনী বানিয়ে তাকে ধীরে ধীরে হিন্দু দেবতায় পরিণত করা হয়েছে।

তার কথায়, এই প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে শঙ্করাচার্যের সময় থেকে। বুদ্ধকে শ্রীকৃষ্ণের নবম অবতার রূপে দেখানো হয় তখন থেকেই। কিন্তু ভগবান বুদ্ধ তো একজন মানব সন্তান ছিলেন। এভাবেই দেখানো চেষ্টা হচ্ছে যে বৌদ্ধ ধর্ম আদতে হিন্দু ধর্মেরই অংশ।

কলকাতায় শুক্রবার থেকে যে ধর্ম ঠাকুরের পুজো অনুষ্ঠিত শুরু হয়েছে, তার মূল উদ্যোক্তা স্বামী সর্বানন্দ অবধূত বলছেন, বৌদ্ধ ধর্ম তো মাত্র আড়াই হাজার বছরের পুরণো, যেখানে সনাতন ধর্ম প্রায় পাঁচ হাজার বছর ধরে চলে আসছে। মূল ধর্ম তো সনাতন ধর্মই।

সনাতনীদের ধর্ম ঠাকুরের পুজোর আয়োজনকেও অরুণজ্যোতি ভিক্ষু তাদের ধর্মকে কুক্ষিগত করার প্রচেষ্টা বলে মনে করছেন।

পুরাণ গবেষক শরদিন্দু উদ্দীপন মনে করছেন, যে ধর্ম ঠাকুরের পুজোর আয়োজন করা হয়েছে, সেটা আসলে বে।দ্ধ ধর্মের বৈদিকীকরণেরই চেষ্টা। এই পুজোয় শোনা যাচ্ছে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারিত হবে, মহাযজ্ঞ হবে। অথচ ধর্ম ঠাকুরের পুজোয় বা বৌদ্ধ ধর্মের কোথাও যজ্ঞের রীতি নেই। বৈদিক মন্ত্রও সেখানে উচ্চারিত হয় না।

কলকাতার কেন্দ্রস্থল এসপ্ল্যানেড ব্রিটিশদের দেওয়া নাম। তবে ওই এলাকাটির আদি নাম ধর্মতলা, যা এখনও সাধারণ মানুষের মুখে মুখে চলে আসছে। কী কারণে এলাকাটির নাম ধর্মতলা হল, তা নিয়ে শহরের ইতিহাসকারদের লেখায় খুব একটা দ্বিমত পাওয়া যায় না। সব লেখকই বলছেন এলাকার নামটি ধর্মাচরণের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তবে সেটা কোন ধর্ম, তা নিয়ে নানা মত আছে।

কেউ মনে করেন, আজকের এসপ্ল্যানেড অঞ্চলে জেলে শ্রেণীর অন্ত্যজ মানুষরা ধর্ম ঠাকুরের পুজো করতের বলে এলাকার নাম ধর্মতলা, কেউ লিখছেন এই অঞ্চলে একটা শাহী মসজিদ ছিল, যেখানে বর্তমানে টিপু সুলতান মসজিদ আছে, আর সেটিকে কেন্দ্র করে মহরমের সময়ে মুসলমানদের একটা বড় সমাবেশ হত এখানে, বসত মেলাও, তা থেকেই ধর্মতলা নাম হয়েছে।

আবার কিছু লেখায় পাওয়া যায় এখানে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচলন ছিল এক সময়ে। এসপ্ল্যানেডের কাছেই জানবাজার অঞ্চলে একটা বৌদ্ধ মঠ ছিল, যাকে কেন্দ্র করে বৌদ্ধদের সাড়ম্বর অনুষ্ঠান হত। তা থেকেই ধর্ম তলা নামটি এসেছে।

এই সব মতামতই লিপিবদ্ধ করেছেন প্রানতোষ ঘোষ, তার ‘হে নগর ‒ হে মহানগর’ বইতে।

১৮৪১ সালে প্রকাশিত ‘বেঙ্গল অ্যান্ড আগ্রা অ্যানুয়াল গেজেটিয়ার’ থেকে উদ্ধৃত করে মি. ঘোষ তার বইতে লিখেছেন , কলকাতার পথঘাট ও বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থানের যে বিবরণ আছে তার মধ্যে ৫১ নম্বর জানবাজার স্ট্রিটে ‘ধম্ম ঠাকুর’ এর উল্লেখ রয়েছে।

আবার নেপালের রাজদরবার থেকে বাংলা ভাষার প্রাচীনতম রূপ বলে পরিচিত চর্যাপদ খুঁজে এনেছিলেন যে ভারততত্ত্ববিদ পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, তিনিও ‘ডিসকভারি অফ লিভিং বুদ্ধিজিম ইন বেঙ্গল’ বইয়ের ২২ নম্বর পাতায় ওই একই জানবাজার এলাকাতেই ৪৫ নম্বর জানবাজার স্ট্রিটে ধর্ম ঠাকুরের মন্দিরের কথা উল্লেখ করেছেন।

এসপ্ল্যানেড অঞ্চলে যে ধর্ম ঠাকুরের পুজোর আয়োজন হয়েছে, তার উদ্যোক্তা স্বামী সর্বানন্দ অবধূতও বলছেন, আজকের এসপ্ল্যানেড এলাকায় আসলে জেলে শ্রেণীর মানুষদের বসবাস ছিল। তারাই ধর্ম ঠাকুরের পুজো করত। জানবাজার এলাকায় আগে একটা ধর্ম ঠাকুরের মন্দিরও ছিল, এখনও সেখানে ধর্ম ঠাকুর পুজো হয়।

বর্তমানের এসপ্ল্যানেড অঞ্চলের কাছাকাছি জেলেপাড়া এখনও বর্তমান।

ওই জেলেপাড়ার কাছেই ক্রিক রো আর ক্রিক লেন নামের রাস্তা রয়েছে, যেগুলি আদতে গঙ্গা থেকে প্রবাহিত খাল বুজিয়ে তৈরি হয়েছিল। এই তথ্য উঠে আসে কয়েক বছর আগে মেট্রো রেলের একটি সুড়ঙ্গ কাটার সময়ে ভূমি ধ্বস হওয়ার সময়ে।

গবেষক বিনয় ঘোষ তার বই ‘পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি’তে ধর্মতলা নামের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে লিখেছেন যে বর্তমানের হুগলী জেলার আরামবাগ অঞ্চল থেকে অনেক মৎস্যজীবী আজকের ধর্মতলা অঞ্চলে বসবাস করতেন এবং তারাই ধর্ম ঠাকুরের পুজোর প্রচলন করেন এখানে।

ধর্ম ঠাকুরের পুজা এসপ্ল্যানেড অঞ্চলে নতুন করে শুরু করা হলেও কলকাতায় ধর্মঠাকুরের বেশ কয়েকটি মন্দিরের খোঁজ পাওয়া যায়। সেগুলির বেশ কয়েকটি এসপ্ল্যানেড বা তার কাছাকাছি অঞ্চলে, তবে আরও একটি ধর্ম মন্দিরের খোঁজ পেয়েছি, যেটি দক্ষিণ পূর্ব কলকাতার কসবা অঞ্চলে।

শহরের প্রাণকেন্দ্র এসপ্ল্যানেডকে ধর্মতলা নামে সাধারণ মানুষ ডাকেন, কিন্তু কসবা অঞ্চলেও আর একটি ধর্মতলা আছে, রয়েছে ধর্মতলা রোডও।

কসবা অঞ্চলে ধর্ম ঠাকুরের মন্দিরটি ১৯০৫ সালে তৈরি, স্থানীয় জমিদার সাঁপুইদের জমিতে।

ধর্মতলা ধর্মমন্দির সমিতির প্রেসিডেন্ট রঞ্জিত সাঁপুই বলছিলেন, বুদ্ধ পূর্ণিমার দিনে যে বড় করে উৎসব আর পুজো হয়, সেটাই আমাদের বাৎসরিক পুজো। এই পুজোর জন্য পুরোহিত আসেন মেদিনীপুর থেকে। তিনি ডোম শ্রেণীর মানুষ, বলছিলেন মি. সাঁপুই।

চার্লস বিশ্বের ১৫টি দেশের রাজা কিন্তু আর কতদিন থাকতে পারবেন?

অ্যান্টিগুয়া ঃ কমনওয়েলথের ১৫টি দেশে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে চার্লসই রাজা। কিন্তু এসব দেশে এখন বিতর্ক শুরু হয়ে গেছে এই ব্যবস্থা বাতিল করে তারা নিজেদের দেশকে প্রজাতন্ত্রে পরিণত করবে কিনা। বিভিন্ন দেশে এই বিতর্ক চলছে বিভিন্ন পর্যায়ে। রাজা চার্লসের আনুষ্ঠানিক অভিষেকের প্রাক্কালে বিবিসির সংবাদদাতারা এরকম কয়েকটি দেশের মানুষদের মনোভাব বোঝার চেষ্টা করেছেন, আর কতদিন তারা আসলে রাজতন্ত্র চালু রাখবে। খেলার মাঠে দর্শকদের সবার চোখ আটকে আছে ক্রিকেট পিচের দিকে। খেলা হচ্ছে দুটি স্থানীয় প্রতিদ্বন্দ্বী দলের মধ্যে, সেন্ট কিটস এবং নেভিস দ্বীপের দুই নারী ক্রিকেট দল খেলছে একে অপরের বিরুদ্ধে। এখানে যুক্তরাজ্যের প্রভাব এখনো বেশ প্রবল, সেটি জাতীয় খেলা ক্রিকেটে পর্যন্ত। সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস দেশটি এই দুই দ্বীপের সমন্বয় গঠিত। আটলান্টিক এবং ক্যারিবিয় সাগরের মাঝখানে দ্বীপ দুটির অবস্থান। ইংরেজ ঔপনিবেশিকরা যখন প্রথম ক্যারিবিয় অঞ্চলে আসে, তখন তারা প্রথম ঘাঁটি গেড়েছিল এখানেই। কিন্তু স্বাধীনতার ৪০ বছর পরও, এই দেশটির পরিচয় কি হবে, সেটি নিয়ে যেমন বিতর্ক অব্যাহত, তেমনি বিতর্ক চলছে তারা রাজতন্ত্র বাদ দিয়ে প্রজাতন্ত্রের দিকে যাবে কিনা। দর্শক গ্যালারিতে লোকজনের মৃদু গুঞ্জন মাঝে মাঝে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে উল্লাসধ্বনিতে। চিৎকার করে খেলোয়াড়দের দিকে পরামর্শ ছুঁড়ে দিচ্ছেন কেউ কেউ। খেলা যখন একটু ঝিমিয়ে যাচ্ছে, তখন আমি দর্শকদের কাছে যাই তাদের মতামত জানতে। নিজের মত প্রকাশে আগ্রহ দেখালেন খুব কম মানুষই। কিন্তু যারা প্রকাশ করলেন, তাদের মধ্যেও পরস্পরবিরোধী মতামত পাওয়া গেল। শার্লিন মার্টিন বললেন, তিনি আরও বেশি তথ্য চান। রাজা চার্লসকে তাদের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে রেখে লাভটা কী, শেষ প্রশ্ন করলেন তিনি ঃ চীনারা এবং তাইওয়ানিজরা তো আমাদের জন্য ইংল্যান্ডের চেয়ে অনেক বেশি করে, কাজেই আমি জানি না। সূর্যাস্তের আগে আমি একটা পানশালায় গেলাম আরও কিছু স্থানীয় মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে। ম্যানেজার জুলিয়ান মোর্টন বললেন, এখানে ব্যাপারটা আসলে জাতির অহমিকার প্রশ্ন ঃ প্রজাতন্ত্রে পরিণত হওয়ার মানে হচ্ছে আমরা আমাদের গন্তব্যে পৌঁছেছি। এর ফলে বাকি বিশ্ব বুঝতে পারবে যে আমরা আমাদের নিজেদের বিষয় নিজেরাই সামাল দিতে পারি।

জুলিয়ানের বন্ধু ক্রিস্টোফার রবার্টসও এর সঙ্গে একমত হলেন, কিন্তু তিনি আমাকে বললেন, সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস এখনো করোনাভাইরাসের নেতিবাচক প্রভাব কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। কাজেই নিজের দেশকে প্রজাতন্ত্রে পরিণত করাটাকে তিনি জরুরি মনে করছেন না ঃ আমরা এখনো কেবল বিষয়টি নিয়ে আলাপ করছি, রাস্তায় কথাবার্তা বলছি। বার্বাডোসের মতো অন্য ক্যারিবিয় দেশের তুলনায় সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস এখনো নবীন স্বাধীন রাষ্ট্র বলে মনে করেন ক্রিস্টোফার। তিনি মনে করেন, এখানে কোন পরিবর্তন আনতে সময় লাগবে।

বার্বাডোসকে এক সময় ‘লিটল ইংল্যান্ড’ বলা হতো। ২০২১ সালে তারা রাজতন্ত্র বাতিল করে, এবং এর পথ ধরে অন্যান্য দেশেও একই ধরনের পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা গতি পায়।

কিন্তু সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিসে এরকম পরিবর্তন আনতে হলে গণভোটের মাধ্যমে সংবিধান বদলাতে হবে। সত্যি কথা বলতে কি, ক্যারিবিয় অঞ্চলে যে আটটি দেশ এখনো ব্রিটেনের রাজার রাজ্য হিসেবে পরিগণিত, তার মধ্যে কেবল বেলিজেই এই ব্যবস্থা বিলোপে কোন গণভোট লাগবে না। সেখানে জাতীয় পরিষদের সিদ্ধান্তেই রাজাকে বাদ দেয়া যেতে পারে।

তবে এই গণভোটের পথে যেসব বাধা, তা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম। যেমন সেন্ট লুসিয়া, বাহামা, জ্যামাইকা এবং সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিসে এরকম পরিবর্তন আনতে গণভোটে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতাই যথেষ্ট। কিন্তু অ্যান্টিগুয়া অ্যান্ড বারবুডা, গ্রেনাডা এবং সেন্ট ভিনসেন্ট অ্যান্ড গ্রেনাডাইনসে এটি কঠিন হবে। কারণ সেসব দেশের গণভোটে এরকম পরিবর্তনের জন্য দুই তৃতীয়াংশ ভোটে জিততে হবে।

এরকম গণভোট করা হয় ২০০৯ সালে সেন্ট ভিনসেন্ট অ্যান্ড দ্য গ্রেনাডাইনসে। তাতে ৪৫ শতাংশ মানুষ রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথকে বাদ দিয়ে তার জায়গায় একজন আলংকারিক প্রেসিডেন্ট বসানোর পক্ষে ভোট দেন। কিন্তু এই সাংবিধানিক পরিবর্তনের জন্য যে দুই তৃতীয়াংশ ভোট দরকার ছিল, তার তুলনায় এটি ছিল অনেক কম। কাজেই প্রশ্নটা যদিও সহজ, এর প্রক্রিয়াটা তত সহজ নয়। অনেক ক্যারিবিয় রাষ্ট্র তাই এখন যার যার মতো করে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে।

আপনি যদি সিডনির কোন রাস্তা ধরে হেঁটে যান, অস্ট্রেলিয়ায় যে একজন নতুন রাজার অভিষেক হতে যাচ্ছে, তার কোন কিছু আপনি দেখতে পাবেন না। এক সপ্তাহ ধরে আমি যত লোকের সঙ্গে কথা বলেছি, তাদের মধ্যে একজন বাদে সবাই বলেছেন, রাজার করোনেশন বা অভিষেক অনুষ্ঠান কখন হচ্ছে, তারা জানেন না। আমি এটি নিয়ে ভাবি না, আমার এতে কিছু আসে যায় না, এটা অপ্রাসঙ্গিক, বলছিলেন ৭৩ বছর বয়স্ক গ্রাহাম। তার এই মন্তব্য এখানকার মানুষের মনোভাবের সঠিক প্রতিফলন বলে ধরা যেতে পারে। শনিবার অস্ট্রেলিয়া জুড়ে সব গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা এবং ভবন বেগুনি রঙে আলোকিত করা হবে। কিন্তু অভিষেকের দিনটি উদযাপনের জন্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে খুবই কম, আর সেগুলো নিয়ে তেমন শোরগোলও নেই। অভিষেক অনুষ্ঠানের বিশেষ টেলিভিশন কভারেজও হবে খুব সীমিত আকারে সাধারণত রাজকীয় বিয়ে বা রানির শেষকৃত্যানুষ্ঠানও যেরকম ব্যাপক কভারেজ পেয়েছে, তার তুলনায় কিছুই নয়। রাজা চার্লস রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের মতো অত জনপ্রিয় নন। আর রাজা চার্লসের অভিষেক হচ্ছে এমন এক সময়, যখন অস্ট্রেলিয়ায় প্রজাতন্ত্রপন্থীদের আংেদালন গত কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী অবস্থায় আছে। অস্ট্রেলিয়ায় ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করার জন্য সর্বশেষ গণভোট হয়েছিল ২৫ বছর আগে। তখন গণভোটে এই প্রস্তাব পরাজিত হয়। কিন্তু এরকম আরেকটি গণভোটের পক্ষে জনমত প্রবল হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি অ্যালবানিজ এর আগে বলেছিলেন, অস্ট্রেলিয়া একদিন প্রজাতন্ত্র হবেই, এটি অবশ্যম্ভাবী এবং গত বছর তিনি এই প্রজাতন্ত্রের ইস্যুর দায়িত্ব দিয়ে একজন জুনিয়র মন্ত্রী নিয়োগ করেন। অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাসে এধরনের নিয়োগ এটাই প্রথম। কাছাকাছি দেশ নিউজিল্যান্ডেও একই কাহিনী। প্রধানমন্ত্রী ক্রিস হিপকিন্স এ সপ্তাহে বলেছেন, তিনি একজন রিপাবলিকান এবং তিনি বিশ্বাস করেন, একদিন তার দেশ রাজতন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে বেরিয়ে যাবে।

অস্ট্রেলিয়ায় ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের ভূমিকা একেবারেই আলংকারিক। লোকজন আমাকে বলেছে, যুক্তরাজ্যের ছায়া থেকে বেরিয়ে এসে অস্ট্রেলিয়া অনেক আগেই নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচয় গড়ে নিয়েছে। অন্যরা রাজতন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করার যুক্তি হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের ওপর উপনিবেশের প্রভাবের কথা উল্লেখ করছেন। আমরা সম্ভবত এখন এযাবতকালের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উপনিবেশবিরোধী, বলছিলেন ১৭ বছর বয়সী এস্টেল প্যাটারসন। এখানে একজন ইংরেজ রাজাকে রাজা হিসেবে রাখা খুবই বিদঘুটে মনে হয়, বলছিলেন এস্টেলের এক বন্ধু মনিকা জানুলেভিচিউটি।

কিন্তু অস্ট্রেলিয়াকে প্রজাতন্ত্র ঘোষণার ব্যাপারটি ঘটতে এখনো বেশ কবছর সময় লাগবে বলে মনে হয়। অস্ট্রেলিয়ার সংবিধানে আদিবাসীদের স্বীকৃতির জন্যই গণভোটের আয়োজন করতে হচ্ছে আগে।

আর কিভাবে একজন রাষ্ট্রপ্রধান নিয়োগ করা হবে সেই প্রশ্নে অস্ট্রেলিয়ানরা এখনো দ্বিধাবিভক্ত। রাষ্ট্রপ্রধান কি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবেন, নাকি পার্লামেংটের মাধ্যমে নিযুক্ত হবেন?

কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, গণভোটে এরকম একটি ব্যবস্থা পাশ হওয়ার জন্য যেরকম সমর্থন দরকার, সাম্প্রতিক জরিপগুলোতে দেখা যাচ্ছে, সেরকম সমর্থন এখনো নেই। সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটারকে গণভোটে এই ব্যবস্থার পক্ষে ভোট দিতে হবে আর অস্ট্রেলিয়ার যে ছয়টি রাজ্য, তার অন্তত চারটিতেও সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন থাকতে হবে।

কানাডায় রাজা চার্লসের ব্যাপারে মানুষের মনোভাবটা কী, তা যদি এক শব্দে প্রকাশ করতে হয়, তাহলে সেটি হবে ‘উদাসীন’। আরেকটু বিশদভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের জন্য কানাডার মানুষের যে ভক্তি ছিল, রাজা চার্লসের জন্য ততটা নেই। জনমত জরিপে দেখা যায়, রাজতন্ত্র থেকে কানাডাকে আলাদা করার পক্ষে সেখানে জনমত ভারী হচ্ছে।

এপ্রিলের শেষে এরকম সর্বশেষ একটি জরিপের ফল প্রকাশ করে অ্যাঙ্গাস রিড জরিপ সংস্থা। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ কানাডিয়ান মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের সামান্য বেশি তারা চায় না প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে তাদের দেশে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র অব্যাহত থাক।

আর জরিপের প্রতি পাঁচজন উত্তরদাতার দুজন বলেছে, তারা চার্লসের অভিষেক অনুষ্ঠান নিয়ে মোটেই মাথা ঘামায় না। কানাডার এই অভিষেক নিয়ে যেরকম দায়সারা গোছের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে, তাতেই তাদের উৎসাহের ঘাটতিটা বোঝা যায়। রাজধানী অটোয়ায় এক ঘণ্টা ধরে একটি অনুষ্ঠান হবে, যেটি টেলিভিশনে দেখানো হবে। আর বিভিন্ন ফেডারেল সরকারি ভবন পান্না সবুজ রঙে আলোকিত করা হবে। গত বছর চার্লস যখন রাজা হলেন, তখন কানাডায় এই রাজতন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে আবার বিতর্ক শুরু হয়েছিল। বিশেষ করে কিবেক প্রদেশে, যেখানে রাজতন্ত্রকে অন্য যে কোন রাজ্যের চেয়ে বেশি নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখা হয়। এর কারণ ফরাসী ভাষী এই অঞ্চলটির ইতিহাস। গত ডিসেম্বরে কিবেকে একটি নতুন আইন করা হয়, যাতে আইনসভার সদস্যদের রাজার প্রতি আনুগত্যের শপথের বিষয়টি আর বাধ্যতামূলক রাখা হয়নি। কিন্তু এসবের মানে এই নয় যে, কানাডা বারবাডোস, জ্যামাইকা বা অস্ট্রেলিয়ার মতো একই কাতারে সামিল হয়েছে যেখানে রাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে আনুষ্ঠানিক বিতর্ক চলছে। বর্তমান ব্যবস্থা বদলের জন্য হাউজ অব কমন্স এবং সেনেট পার্লামেন্টের এই উভয় কক্ষের অনুমোদন দরকার হবে, সেই সঙ্গে লাগবে দশটি প্রদেশের সব ক’টির সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, কানাডায় রাজতন্ত্র বিলোপের পথে এটি বেশ কঠিন এক বাধা।

বাখমুট থেকে সৈন্য তুলে নেবার হুমকি রাশিয়ার ওয়াগনার প্রধানের

মাস্কো ঃ রাশিয়ার পক্ষে যুদ্ধরত ওয়াগনার গ্রুপের নেতা বুধবারের মধ্যে ইউক্রেনের বাখমুট শহর থেকে তার সৈন্যদের প্রত্যাহার করে নেবার হুমকি দিয়েছেন। গোলাবারুদের সরবরাহ নিয়ে বিবাদের পর তিনি এই হুমকি দিয়েছেন। এই বিবৃতি দেবার আগে যোদ্ধাদের পড়ে থাকা মৃতদেহের মধ্যে দিয়ে তার হাঁটার এবং রুশ প্রতিরক্ষা কর্মকর্তাদের কাছে আরও রসদ চাওয়ার একটি ভিডিও তিনি সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেন।

রাশিয়া কয়েক মাস ধরে এই শহরটি দখলের জন্য লড়াই চালাচ্ছে, যদিও এই শহর কৌশলগতভাবে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

ওয়াগনার গ্রুপের নেতা ইয়েভগেনি প্রিগোঝিন তার এই সিদ্ধান্তের জন্য প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়কে স্পষ্টভাবে দায়ী করেছেন।

শইগু! গেরাসিমফ! গোলাবারুদ... কোথায়?...এরা এখানে স্বেচ্ছায় যুদ্ধ করতে এসে প্রাণ দিচ্ছে, যাতে তোমরা তোমাদের মেহগনি কাঠের অফিসঘরে বসে নিজেদের পেট মোটা করতে পারো।

মি. প্রিগোঝিন প্রায়ই তার ক্রোধ উগরে দেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সের্গেই শইগু এবং রাশিয়ার চিফ অফ জেনারেল স্টাফ ভ্যালেরি গেরাসিমভকে লক্ষ্য করে।

মি. প্রিগোঝিন প্রচারের আলোতে থাকতে ভালবাসেন এবং সাম্প্রতিক কয়েক মাসে তার প্রভাব কিছুটা খর্ব হয়েছে। তিনি আগেও এধরনের হুমকিধামকি দিয়েছেন, কিন্তু তারপর কোন পদক্ষেপ না নিয়ে চুপ করে গেছেন ‒ পরে তার হুমকি খারিজ করতে যুক্তি দিয়েছেন ‒ তিনি ঠাট্টা করেছিলেন বা ওগুলো সেনা বাহিনীর মধ্যে মস্করা করা কথা।

মাত্র গত সপ্তাহেও রাশিয়ার যুদ্ধের সমর্থক এক ব্লগারকে তিনি বলেন যে, বাখমুটে ওয়াগনার গ্রুপের যোদ্ধাদের কাছে বুলেটের যে সরবরাহ রয়েছে তা আর মাত্র কয়েকদিনে ফুরিয়ে যাবে। তাদের কয়েক হাজার রাউন্ড গোলাবারুদের প্রয়োজন।

তিনি হুঁশিয়ারি দেন, এই ঘাটতি পূরণে যদি ব্যবস্থা নেয়া না হয় তাহলে তার ভাড়াটে সৈন্যরা হয় পেছু হঠতে বাধ্য হবে নয়ত সেখানে থেকে তাদের মরতে হবে ঃ সেটা হলে আমাদের আমলাদের লক্ষ্য যেটাই হোক্, অন্য সব কিছুই ভেঙে পড়বে।

বাখমুট দখলের লড়াই চলছে বেশ কয়েক মাস ধরে এবং এই যুদ্ধে প্রাণহানি হয়েছে কয়েক হাজার। সেখানে ইউক্রেন সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে একসাথে লড়ছে ওয়াগনার সৈন্যরা এবং রুশ সেনা বাহিনী। ইউক্রেনও যে কোন মূল্যে এই শহরের দখল ধরে রাখতে লড়াই চালাচ্ছে।

মি. প্রিগোঝিন বলেছেন, মঙ্গলবার রাশিয়া যাতে বিজয় দিবস উদযাপনের অনুষ্ঠান করতে পারে তার জন্য তার বাহিনী ১০ই মে পর্যন্ত বাখমুটে থাকতে সম্মত হয়েছে।

ফেব্রুয়ারি মাসে মি. প্রিগোঝিন মৃত সৈনিকদের লাশের আরেকটি ছবি সামজিক মাধ্যমে পোস্ট করেছিলেন এবং তাদের মৃত্যুর জন্য সেনা প্রধানকে দায়ী করেছিলেন।

ওয়াগনার গ্রুপের সৈন্যদের ইচ্ছে করে গোলাবারুদ না যোগানোর অভিযোগ রুশ সামরিক বাহিনী অস্বীকার করলেও তারা সম্মুখ রণাঙ্গনে সেসময় বাড়তি সরবরাহ পাঠিয়েছিল।

সৈন্যদের লাশের সামনে দাঁড়িয়ে ওয়াগনার গ্রুপ প্রধান তার নতুন

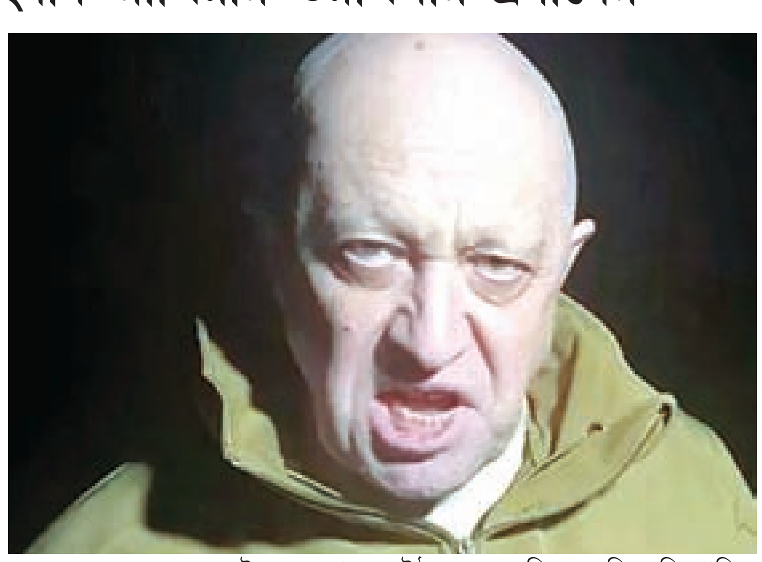

ঘোষণায় বলেছেন ১০ই মে তারা বাখমুটের ছাউনি বাধ্য হয়ে সরিয়ে নেবেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অন্য ইউনিটে এবং সেখানে অবশিষ্ট ওয়াগনার সেনাদের সরিয়ে নেবার জন্য শিবিরে স্থানান্তর করবেন।

আমেরিকা ভিত্তিক সামরিক বিশ্লেষক রব লি'র যুক্তি হল ওয়াগনারের সর্বসাম্প্রতিক এই অভিযোগ থেকে মনে হচ্ছে, ইউক্রেনের দিক থেকে বড়ধরনের যে পাল্টা হামলা রাশিয়া আশঙ্কা করছে তা প্রতিহত করার লক্ষ্যে রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্ভবত গোলাবারুদের সরবরাহ রেশন করছে।

তিনি বলছেন, রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়কে সবগুলো রণাঙ্গনের কথা ভাবতে হচ্ছে। কিন্তু মি. প্রিগোঝিন শুধু ভাবছেন বাখমুট দখলের কথা।

মি. প্রিগোঝিন নিজেই আভাস দিয়েছিলেন ইউক্রেন পাল্টা হামলা শুরু করবে ১৫ই মে। কারণ বসন্তের শেষ বর্ষণের পর আবহাওয়া শুকনো হলে ট্যাংক আর কামান চালানো সহজ হয়ে উঠবে। অন্যদিকে, মি. প্রিগোঝিন একজন সেনা জেনারেলকে নিয়োগ করেছেন যাকে সম্প্রতি লজিস্টিক প্রধানের পদ থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। এই জেনারেল কর্নেল জেনারেল মিখাইল মিজিন্তসেফ গত বছর ইউক্রেনের দক্ষিণে বন্দর শহর মারিউপোলে বোমাবর্ষণের সময় কুখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন ‘মারিউপোলের কসাই’ নামে। এক বছর আগে রাশিয়া শহরটির দখল নেয়। অনলাইনে পোস্ট করা এক ভিডিওতে তাকে ওয়াগনারের একটি প্রশিক্ষণ শিবিরে এবং সেখান থেকে বাখমুটের বিভিন্ন অবস্থানে যেতে দেখা গেছে। মি. প্রিগোঝিন আগে বলেছিলেন তিনি মি. মিজিন্তসেফকে ওয়াগনার গ্রুপের এক কমান্ডারের ডেপুটি পদে নিয়োগের প্রস্তাব করেছেন কারণ এই জেনারেল ভাড়াটে সৈন্যদের জন্য গোলাবারুদ সরবরাহে ভাল কাজ করেছেন এবং দাগী কারাবন্দিদের ওয়াগনার সেনাবাহিনীতে নিয়োগের প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা করেছেন।

১২ হাজার কোটি টাকায় সম্প্রচার চুক্তি, রেকর্ড গড়তে যাচ্ছে ইংল্যান্ডের নিচু স্তরের ফুটবলও

লন্ডন (ওয়েবডেস্ক) : ম্যাচ সম্প্রচারে নতুন রেকর্ড গড়তে যাচ্ছে ইংলিশ ফুটবল লিগ (ইএফএল)। দেশটির দ্বিতীয় (চ্যাম্পিয়নশিপ), তৃতীয় (লিগ ওয়ান) ও চতুর্থ স্তরের (লিগ টু) ফুটবল লিগ ও ঘরোয়া টুর্নামেন্টের সম্প্রচার স্বত্ব বিক্রি হয়েছে ৯৩ কোটি ৫০ লাখ পাউন্ডে, মুদ্রায় যা ১২ হাজার কোটি টাকার বেশি। তবে অর্থের অঙ্কে নয়, ইএফএল রেকর্ড গড়ছে ম্যাচ সম্প্রচারের সংখ্যায়। চুক্তি অনুযায়ী স্কাই স্পোর্টস তাদের টিভি চ্যানেল ও অ্যাপের মাধ্যমে ১ হাজার ৫৯টি ম্যাচ সরাসরি দেখাবে। ম্যাচ সংখ্যা বিবেচনায় এত বড় সম্প্রচার আগে কখনো হয়নি বলে জানিয়েছেন স্কাই স্পোর্টসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাথন লিচট, 'ম্যাচ সংখ্যার সম্প্রচারে এটি ফুটবলের সবচেয়ে বড় চুক্তি। আমরা ইএফএল এবং এর ৭২ সদস্য ক্লাবের সমর্থকদের সবচেয়ে বিনোদনমূলক দর্শন-অভিজ্ঞতা দিতে চাই।'

ইংলিশ ফুটবলের শীর্ষ প্রতিযোগিতা প্রিমিয়ার লিগ। এর নিচের পেশাদার প্রতিযোগিতাগুলোর আয়োজক ইএফএল। যার অধীনে আছে চ্যাম্পিয়নশিপ, লিগ ওয়ান, লিগ টু, লিগ কাপ ও ইএফএল ট্রফি। এত দিন এসব প্রতিযোগিতার অল্পসংখ্যক ম্যাচ টিভিতে সম্প্রচার করা হতো। বেশির ভাগই সম্প্রচার হতো সংশ্লিষ্ট ক্লাবের ওয়েবসাইটে। এবার স্কাই স্পোর্টসের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে আগের চেয়ে চার গুণ বেশি ম্যাচ টিভি অথবা অ্যাপের মাধ্যমে সম্প্রচার করা হবে।

২০২৪-২৫ মৌসুম থেকে কার্যকর হতে যাওয়া চুক্তিতে স্কাই স্পোর্টস ৮৯ কোটি ৫০ লাখ পাউন্ড সম্প্রচার বাবদ আর ৪ কোটি পাউন্ড বিপণন মুনাফা বাবদ দেবে। বাংলাদেশি মুদ্রায় যা ১২ হাজার ৫৮৩ কোটি ৯১ লাখ টাকার বেশি। যার মাধ্যমে টিভি সম্প্রচার বাবদ চ্যাম্পিয়নশিপ ক্লাবগুলোর আয় বাড়বে ৪৬ শতাংশ, ২৫ শতাংশ করে বাড়বে লিগ ওয়ান ও লিগ টু ক্লাবের। প্রিমিয়ার লিগের তুলনায় এই অর্থ অবশ্য খুব বেশি নয়। স্কাই, বিটি ও অ্যামাজন প্রিমিয়ার লিগ কর্তৃপক্ষকে ৩ বছরের জন্য দিচ্ছে ৫০০ কোটি পাউন্ড, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ৬৭ হাজার ৯৬৬ কোটি ৫৭ লাখ টাকার বেশি। চুক্তিটি ২০২৪-২৫ মৌসুমে শেষ হবে। স্কাই স্পোর্টস ৮৯ কোটি ৫০ লাখ পাউন্ড সম্প্রচার বাবদ আর ৪ কোটি পাউন্ড বিপণন মুনাফা বাবদ দেবে।

চুক্তি অনুযায়ী স্কাই স্পোর্টস ইএফএলের যত ম্যাচ সম্প্রচার করবে

চ্যাম্পিয়নশিপ : ৫৫২টি ম্যাচের মধ্যে ৩২৮টি
লিগ কাপ : ৯৩ ম্যাচ
লিগ ওয়ান : ৫৫২ ম্যাচের ২৪৮টি
লিগ টু : ৫৫২ ম্যাচের ২৪৮টি
প্লে-অফ : ১৫ ম্যাচ
ইএফএল : ১২৭ ম্যাচ

সাফ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ হতে পারে আগামী বছর থেকে

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক) : প্রায় ১০ বছর ধরে সাফ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজনের কথা অনেকবারই বলেছেন সাফ সভাপতি কাজী সালাউদ্দিন। কিন্তু আজও তা আলোর মুখ দেখেনি। এর কারণ, সাফের দেশগুলোর ঘরোয়া ফুটবলের ব্যস্ততা এবং স্পনসর না পাওয়া। তবে সাফ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ নিয়ে আজ ইতিবাচক খবর দিয়েছেন সালাউদ্দিন। ঢাকার একটি হোটেলে আয়োজিত সাফের কংগ্রেস শেষে সংবাদ ব্রিফিংয়ে সাফের সভাপতি জানিয়েছেন, আগামী বছর থেকে সাফ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হবে, সেটা হবে হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে ভিত্তিক। কাজী সালাউদ্দিন বলেন, 'সাফ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজনের ব্যাপারে সদস্য দেশগুলোর অনুমোদন পাওয়া গেছে আজকের কংগ্রেসে। স্পনসরও পাওয়া যাবে। কাজেই আগামী বছর থেকে সাফ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ হচ্ছে বলা যেতে পারে। এটা ছিল আমার একটা স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন অবশেষে পূরণ হতে যাচ্ছে। আমি খুব খুশি।' সংবাদ ব্রিফিংয়ে সাফের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল হক জানিয়েছেন, আগামী চারটি সাফের জন্য স্পনসর পাওয়া গেছে। সিঙ্গাপুর-ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান স্পোর্টস পার্টনার ইন্টারন্যাশনাল এ চারটি সাফ স্পনসর করবে। সাফ হচ্ছে এখন দুই বছর পরপর। সাফের স্পনসর স্পোর্টস পার্টনারই সাফ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য স্পনসর এনে দেবে। সাফের আজকের সভায় আরেকটি বিষয় ছিল, আগামী সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণকারী দলগুলোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া। ২১ জুন ভারতের বেঙ্গালুরুতে শুরু হতে যাওয়া সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ শেষ পর্যন্ত আটটি দল নিয়ে আয়োজনের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

আইপিএলের 'ক্লাসিকো'তে চেন্নাইয়ের কাছে পাত্তাই পেল না মুম্বাই

মুম্বাই : আইপিএল ইতিহাসে সবচেয়ে সফল দুই দল মুম্বাই ইন্ডিয়ানস ও চেন্নাই সুপার কিংস। টুর্নামেন্টের এখন পর্যন্ত হওয়া ১৫ আসরের ৯টিই জিতেছে এই দুই দল। সাফল্যে অন্যদের তুলনায় বেশ এগিয়ে থাকায় দুই দলের মুখোমুখি লড়াইয়ে থাকে বাড়তি রোমাঞ্চ।

তবে আজকের ম্যাচে তেমন কিছুই দেখা গেল না। 'আইপিএল ক্লাসিকো'তে মহেন্দ্র সিং ধোনির চেন্নাইয়ের কাছে পাত্তাই পায়নি মুম্বাই। চেন্নাইয়ের কাছে তারা হেরেছে ৬ উইকেটে। টসে হেরে আগে ব্যাটিং করে মাথিশা পাতিরানা ও দীপক চাহারদের দুর্দান্ত বোলিংয়ের সামনে অসহায় হয়ে পড়া মুম্বাই তুলতে পারে ১৩৯ রান। চেন্নাই জয় পেয়েছে ৬ উইকেট আর ১৪ বল হাতে রেখে। চেন্নাইয়ের হয়ে ৪ ওভারে ১৫ রান দিয়ে ৩ উইকেট নিয়েছে পাতিরানা। ইনিংসের ১৩তম ওভারে বোলিংয়ে আসা এই পেসার ৪ ওভারের স্পেলে একটিও বাউন্ডারি দেননি।

১৪০ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে প্রথম উইকেট জুটিতে ৪ ওভারে ৪৬ রান তুলে কাজটা সহজ করে দেন রুতুরাজ গায়কোয়াড় ও ডেভন কনওয়ে। রুতুরাজ ১৬ বলে ৩০ রান করে পীযুশ চাওলার বলে আউট হলেও চেন্নাইয়ের রানের গতি কমেনি। তিন নম্বরে ব্যাট করতে আসা অজিঙ্কা রাহানে করেন ২১ রান। তিনিও ফেরেন চাওলার বলে। রাহানের উইকেটটি চলতি মৌসুমে চাওলার ১৭তম। কনওয়ে ৪ চারে ৪২ বলে করেছেন ৪৪ রান। এরপর শিবম দুবের ২৬ রানে সহজ জয় পায় চেন্নাই। এই জয়ে ১১ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার দ্বিতীয় স্থানে আছে চেন্নাই, মুম্বাই এক ম্যাচ কম খেলে ১০ পয়েন্ট নিয়ে আছে ষষ্ঠ স্থানে। সর্বশেষ দুই ম্যাচে দুই শর বেশি রান তাড়া করে জেতা মুম্বাই এদিন শুরু থেকেই ধুকেছে। সর্বশেষ ম্যাচে পাঞ্জাবের বিপক্ষে শূন্য রানে আউট হওয়ার পর অধিনায়ক রোহিত এই ম্যাচেও রানের খাতা খুলতে পারেননি। আজও শুন্য রানে আউট হওয়ায় একটি বিব্রতকর রেকর্ডে নামও লিখিয়েছেন মুম্বাই অধিনায়ক। আইপিএলে সবচেয়ে বেশি ১৬ বার শূন্য রানে আউট হওয়ার রেকর্ড এখন রোহিতের। সর্বশেষ চার ইনিংসে রোহিত শর্মার রান ৩, ২, ০, ০। আজ চেন্নাইয়ের বিপক্ষে পছন্দের ওপেনিং পজিশনও ছাড়লেন। তাতেও ব্যাটে রান আসেনি। ২০১৮ আইপিএল মৌসুমের পর এই প্রথমবার ওপেনিংয়ে খেলেননি রোহিত। রোহিত যেমন ব্যর্থ হয়েছেন, তেমনি ব্যর্থ হয়েছেন ইশান কিষান-ক্যামেরন গ্রিনও। প্রথম ৩ ওভারের মধ্যে তিন উইকেট হারানো মুম্বাই ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে সূর্যকুমার যাদব ও নেহাল ওয়াহধেরার ব্যাটে। তবে ছন্দে ফেরা সূর্য আজ ইনিংস বড় করতে পারেননি। রবীন্দ্র জাদেজার বলে বোল্ড হওয়ার আগে এই ব্যাটসম্যান করেছেন ২৬ রান। মুম্বাই ব্যাটসম্যানরা সাবলীল ক্রিকেটটা খেলতে এতটাই হিমশিম খেয়েছে যে প্রথম ছক্কা দেখতে দর্শকদের অপেক্ষা করতে হয়েচে ১৬তম ওভার পর্যন্ত। একপাশ আগলে রেখে আইপিএলে প্রথম ফিফটির দেখা পেয়েছেন তরুণ বাঁহাতি ব্যাটসম্যান ওয়াহধেরা। মূলত তাঁর ৫১ বলে ৬৪ রানের ইনিংসেই ১৩৯ রানের সংগ্রহ পায় রোহিতের দল। তুষার দেশপান্ডে ও দীপক চাহার নিয়েছেন ২টি করে উইকেট।

শূন্যের রেকর্ড এখন শুধুই রোহিতের

মুম্বাই : ছন্দে নেই রোহিত শর্মা। সর্বশেষ ম্যাচে পাঞ্জাব কিংসের বিপক্ষে শূন্য রানে আউট হওয়ার পর আজ পজিশন বদলেও চেন্নাইয়ের বিপক্ষে ফিরেছেন খালি হাতে। তাতে একটি বিব্রতকর রেকর্ডে নামও লিখিয়েছেন মুম্বাই অধিনায়ক। আইপিএলে সবচেয়ে বেশি ১৬ বার শূন্য রানে আউট হওয়ার রেকর্ড এখন রোহিতের। পাঞ্জাবের বিপক্ষেই মূলত অনাকাঙ্ক্ষিত এই রেকর্ড রোহিতের সঙ্গী হয়েছিল। তবে তখন রোহিত একা ছিলেন না। ১৫ বার শূন্য রানে আউট হয়ে রোহিতের সঙ্গী ছিলেন দিনেশ কার্তিক, মনদীপ সিং ও সুনীল নারাইন। তবে আজ এই রেকর্ড শুধুই রোহিতের হয়ে গেল।

১৪ বার শূন্য রানে আউট হয়ে তালিকার ৫ নম্বরে অম্বাতি রাইডু। ১৩ বার শূন্য রানে আউট হয়েছেন ৬ জন-পীযূষ চাওলা, হরভজন সিং, অজিঙ্কা রাহানে, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, পার্থিব প্যাটেল ও মনীশ পান্ডে। বিরাট কোহলি শূন্য রানে আউট হয়েছেন ১০ বার।

রোহিত আইপিএলের শীর্ষ ৫ রানসংগ্রাহকদের মধ্যে একজন। ৬০৬৩ রান নিয়ে আইপিএলের চতুর্থ সর্বোচ্চ রান রোহিতের। সবচেয়ে বেশিবার শূন্য রানে আউট হওয়া এই রোহিতই আইপিএলে ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ১৯ বার ম্যাচসেরার পুরস্কার জিতেছেন।

তবে আইপিএলে রোহিতের ব্যাটিং ফর্ম নিয়ে তাঁর দল মুম্বাইয়ের দুশ্চিন্তা হতেই পারে। কয়েক মৌসুম ধরেই নিজের সেরা ছন্দে নেই রোহিত। আইপিএলে ৩০ বা এর চেয়ে বেশি গড়ে রান করেছেন সর্বশেষ ২০১৬ সালে। গত মৌসুমে গড় ছিল ২০-এরও কম। ১৪ ম্যাচে সব মিলিয়ে রান করেছিলেন ২৬৮। এই মৌসুমেও খুব একটা জ্বলে উঠতে পারছেন না মুম্বাই অধিনায়ক। এখন পর্যন্ত ১০ ইনিংসে ১৭.২ গড়ে রান করেছেন ১৮৪ রান।

আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনকে যেভাবে ধ্বংস করার পরিকল্পনা হচ্ছে

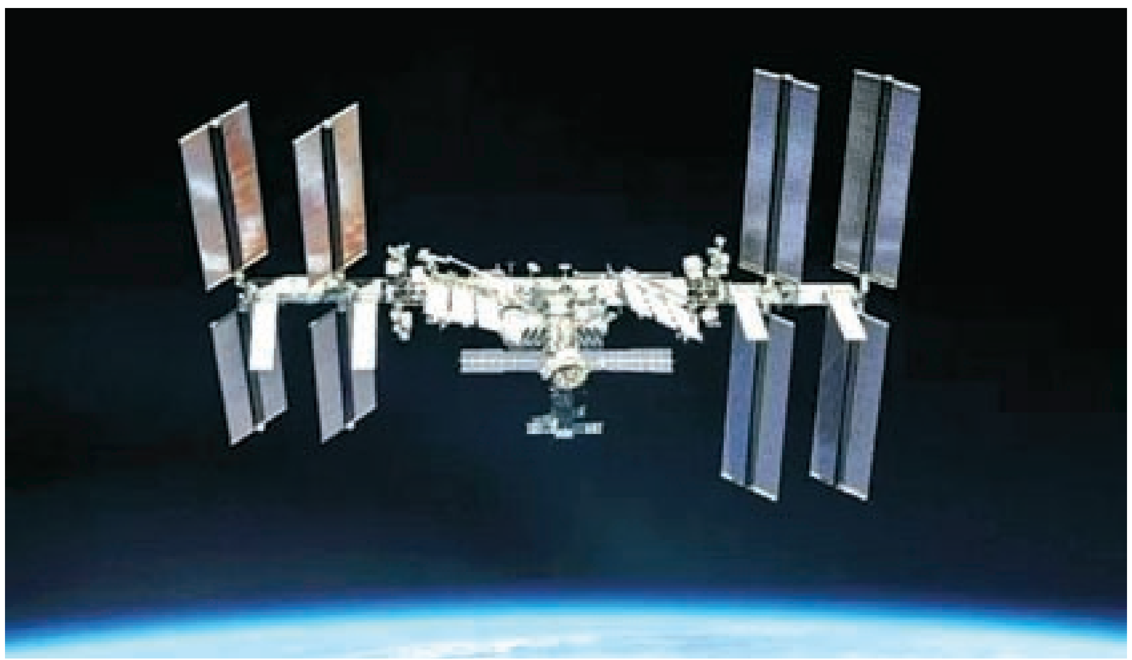

নিউ ইয়র্ক (ওয়েবডেস্ক)ঃ প্রায় আড়াই দশক ধরে মহাকাশে নভোচারীদের আবাসস্থল হিসেবে কাজ করছে আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশন বা আইএসএস । কিন্তু তার এখন বিদায় নেবার সময় হয়েছে। আর কয়েক বছরের মধ্যেই এটিকে কক্ষপথ থেকে ছাড়িয়ে পৃথিবীতে নামিয়ে এনে ধ্বংস করে ফেলা হবে বলে পরিকল্পনা করছে নাসা। কিন্তু এ মহাকাশ স্টেশনকে কি অন্য কোন কাজে লাগানো সম্ভব?

একটা ফুটবল মাঠের সমান বড়, আর ২০০টি হাতির মোট ওজনের চেয়েও ভারি এই বিশাল আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন।

একে কক্ষপথ থেকে নামিয়ে আনা এক অত্যন্ত জটিল চ্যালেঞ্জ।

কিন্তু সেটাই ঘটতে যাচ্ছে আগামী আট বছরের মধ্যে ‐ কারণ মার্কিন মহাকাশ সংস্থা নাসা এমনই এক পরিকল্পনা তৈরি করেছে।

আপনি যদি সে সময় ঘটনাচক্রে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে থাকেন ‐ তাহলে দেখতে পাবেন সেই আশ্চর্য দৃশ্য।

প্রায় ৪০০ টন ধাতব পদার্থ দিয়ে তৈরি আইএসএস তীব্র গতিতে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঢুকছে, বাতাসের সাথে সেই ঘর্ষণে তার গায়ে আগুন ধরে যাচ্ছে, তার পর সেই জ্বলন্ত অগ্নিগোলক আছড়ে পড়ছে সাগরের বুকে।

সমুদ্রের কয়েক হাজার কিলোমিটার এলাকার মধ্যে কোথাও ঘটবে এ ঘটনা। আর এর সাথেই শেষ হবে মানবজাতির মহত্তম প্রকল্পগুলোর একটি এই আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনের জীবনকাল।

আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনটি তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল ১৯৯৮ সালে। তখন থেকেই এটি পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে।

প্রথম এখানে নভোচারীরা থাকতে আসেন ২০০০ সালে। তার পর থেকে ২০টি দেশের আড়াইশো'রও বেশি লোক এখানে এসে থেকেছেন।

এই মহাকাশ স্টেশন এক বিরাট সাফল্য বলছেন জোসেফ এ্যাশবাকার, ইউরোপিয়ান মহাকাশ সংস্থা ইএসএ'র প্রধান ‐ যারা এই কর্মসূচির অনেকগুলো অংশীদার দেশ ও সংস্থার একটি।

এই আইএসএস ছিল আন্তর্জাতিক সহযোগিতারও একটি কেন্দ্র ‐ বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের কিছুদিন পর থেকেই রাশিয়া এ প্রকল্পে যোগ দেয়।

নাসার সাবেক বিজ্ঞানবিষয়ক প্রধান টমাস জারবুশেন বলছেন এটা হচ্ছে বড় আন্তর্জাতিক বিজয়গুলোর অন্যতম।

কিন্তু এর যন্ত্রপাতিগুলোর অধিকাংশই এখন কয়েক দশকের পুরোনো হয়ে গেছে। এর ফলে ভবিষ্যতে এই স্টেশনটা বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে, এমনকি সঠিক কক্ষপথে রাখার জন্য তাকে নিয়ন্ত্রণ করাও অসম্ভব হয়ে উঠতে পারে।

১৯৮৫ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের স্যালুট‐৭ স্পেস স্টেশনের বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়ে এমনটাই ঘটেছিল।

তখন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দুজন নভোচারী সেটাকে আবার চালু করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এমনটা আবার ঘটুক তা আমরা চাই না ‐ বলছেন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল এয়ার এ্যান্ড স্পেস মিউজিয়ামের ইতিহাসবিদ ক্যাথি লুইস।

এধরনের কোন বিপর্যয় ঠেকানোর জন্যই নাসা পরিকল্পনা করেছে যে আগামী ২০৩১ সালে আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশনকে 'ডি‐অরবিট' করা হবে ‐ অর্থাৎ কক্ষপথ থেকে নামিয়ে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঢুকিয়ে এটিকে নিরাপদে সাগরে আছড়ে ফেলা হবে।

আজ পর্যন্ত যত মহাকাশযান পৃথিবীতে ফিরে এসেছে ‐ তার মধ্যে এটিই হবে বৃহত্তম ।

টাগবোট নামের ছোট নৌযান দিয়ে যেমন বড় জাহাজ টেনে নিয়ে যাওয়া হয়, ঠিক তেমনি একটি স্পেস টাগ তৈরির করার জন্য গত মার্চ মাসে মার্কিন কংগ্রেসের কাছে অর্থ চেয়েছে মহাকাশ সংস্থা নাসা ।

এই স্পেস টাগ হবে এমন এটি মহাকাশযান যা আইএসএসকে ঠেলে পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে নিয়ে আসবে। এরকম একটা যান তৈরি করতে প্রায় ১০০ কোটি ডলার খরচ হবে ‐ বলেছেন নাসার হিউম্যান স্পেসফ্লাইট কর্মসূচির প্রধান ক্যাথি লুডার্স।

ঠিক কীভাবে আইএসএসকে তার কক্ষপথ থেকে বের করে আনা হবে তা এক বিশাল চ্যালেঞ্জ।

পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে ঢোকার সময় বড় বড় মহাকাশযান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। যেমন ২০০১ সালে রাশিয়ার মির স্পেস স্টেশন, এবং ১৯৭৯ নাসার স্কাইল্যাব।

তবে আইএসএসের ক্ষেত্রে সমস্যাটা আরো জটিল ‐ কারণ এটা মিরের চেয়ে তিনগুণেরও বেশি বড়।

হার্ভার্ড‐স্মিথসোনিয়ান সেন্টার ফর এ্যাস্ট্রোফিজিক্সের মহাকাশবিজ্ঞানী জোনাথন ম্যাকডাওয়েল বলছেন, এটা এক বড় চ্যালেঞ্জ, কারণ ৪০০ টন ওজনের একটা জিনিস আকাশ থেকে খসে পড়ছে ‐ এটা কোন সহজ ব্যাপার নয়। আইএসএস ঘন্টায় ১৭,১০০ মাইল বেগে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছে। এখান থেকে নভোচারীরা প্রতি ২৪ ঘন্টায় ১৬ বার সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখতে পারেন।

আইএসএসের যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৯৮ সালে রাশিয়ার তৈরি জারিয়া মডিউল দিয়ে। আজকে এ স্টেশন বিরাট রূপ নিয়েছে।

এর দৈর্ঘ্য ১০৯ মিটার ‐ একটা ফুটবল মাঠের সমান এই আইএসএস হচ্ছে মহাশূন্যে মানুষের তৈরি বৃহত্তম কাঠামো। এতে আছে ১৫টি মডিউল। বিশাল ধাতব ফ্রেমের ওপর বসানোর অতিকায় সৌরশক্তির প্যানেল। এতে পালা করে থাকেন সাতজন ক্রু।

মহাশূন্য বিশ্লেষক লরা ফরজাইক একে তুলনা করেছেন গিজার পিরামিডের সাথে।

আইএসএসকে পরিত্যক্ত করার চিন্তা আগেও হয়েছে, কিন্তু তার পর আবার বেশ কয়েক দফায় তার জীবনকাল বাড়ানো হয়েছে। তবে এখন অধিকাংশ বিশেষজ্ঞই একমত যে ২০৩০ সালের পর এটাকে ব্যবহার করা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাবে। বিকল্প হিসেবে কখনো কখনো বলা হয়েছে আরো উঁচুতে নিরাপদ কোন কক্ষপথে এটিকে নিয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু এটাকে অবাস্তব চিন্তা বলেই মনে করছে নাসা। নাসা বলছে, আইএসএসকে ঠেলে উচ্চতর কক্ষপথে নিয়ে যেতে হলে অনেকগুলো মহাকাশযান লাগবে।

এর পরিবর্তে নাসা গত বছর এক পরিকল্পনার কথা জানিয়েছে। তা হলো আইএসএসকে ঠেলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে নিয়ে আসা হবে।

আইএসএসকে পর্যায়ক্রমে কক্ষপথ থেকে নামিয়ে আনার কাজটা শুরু হবে ২০২৬ সাল থেকে।

প্রথমে একে আপনা থেকেই কিছুটা নিচে নেমে আসতে দেয়া হবে। বর্তমানে এটা আছে মাটি থেকে ২৫০ মাইল ওপরে, আর ২০৩০ সালের মাঝামাঝি নাগাদ এটা নেমে আসবে ২০০ মাইল উচ্চতায়।

তখন এই স্টেশনে শেষবারের মত একদল ক্রু পাঠানো হবে। তারা আইএসেএসের ভেতরে কোন যন্ত্রপাতি বা ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন কোন জিনিস যেন রয়ে না যায় ‐ তা নিশ্চিত করবেন। এভাবে আইএসএসের ওজনও খানিকটা কমিয়ে ফেলা হবে।

ক্রুদের এই শেষ দলটি আইএসএস ছেড়ে চলে যাবার পর মহাকাশ স্টেশনটি আরো খানিকটা নিচে ‐ ২৮০ মাইল উচ্চতায় ‐ নেমে আসবে।

মনে করা হয় যে এটিই হচ্ছে 'পয়েন্ট অব নো রিটার্ন' ‐ অর্থাৎ এর পর আইএসএসকে আর ওপর দিকে ঠেলে ওঠানো যাবে না ‐ কারণ এ উচ্চতায় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ওপরের স্তরের ঘনত্ব বেড়ে যাবে। এ প্রক্রিয়াটির জন্য সময় লাগবে কয়েক মাস।

এখানেই আইএসএসকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ভেতরে ঠেলে দেবার কাজটা করবে 'প্রগ্রেস' নামের রুশ মহাকাশযান। অবশ্য সম্প্রতি প্রগ্রেস মহাকাশযানের কিছু সমস্যা এবং রাশিয়া‐আমেরিকা রাজনৈতিক সম্পর্ক খারাপ হতে থাকার কারণে নাসা এই বিকল্পটি নিয়ে নতুন করে চিন্তাভাবনা করছে। রাশিয়া এমন আভাসও দিয়েছে যে তারা হয়তো ২০২৫ সাল নাগাদ আইএসএস প্রকল্প থেকে বেরিয়ে যেতে পারে।

তবে যে মহাকাশযানই ব্যবহার হোক না কেন ‐ তার ধাক্কায় আইএসএস নেমে আসবে ৭৫ মাইল উচ্চতায়।

এখানে স্পেস স্টেশনটি পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের অপেক্ষাকৃত ঘন গ্যাসের স্তরে ঢুকে পড়বে।

এসময় তার গতি হবে ঘন্টায় ২৯,০০০ কিমি বা ১৮,০০০ মাইল।

এ পর্যায়ে প্রথমেই আইএসএসের সোলার প্যানেলগুলো মূল অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

স্পেস স্টেশন মিরকে যখন পৃথিবীতে নামানো হয়েছিল সেসময়কার অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, আইএসএসের ক্ষেত্রে মোটামুটি ৬২ মাইল উচ্চতায় আসতে আসতেই সবগুলো সোলার প্যানেল ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে।

আইএসএস ৫০ মাইল উচ্চতায় নেমে এলে মূল মডিউলগুলো আলাদা হয়ে যেতে শুরু করবে। তখন এগুলোর তাপমাত্রা হবে কয়েক হাজার ডিগ্রি। এই প্রচণ্ড তাপে এগুলো গলে যাবে এবং ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে তাতে আগুন ধরে যাবে।

স্পেস স্টেশন মিরকে যখন নামিয়ে আনা হয় ‐ সেই দৃশ্য টিভির দর্শককে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিল।

কিন্তু মিরের ওজন ছিল ১৪০ টন, আর আইএসএসের ওজন হচ্ছে এর প্রায় তিন গুণ ‐ ৪০০ টন।

তাই আইএসএসের পৃথিবীতে ফেরার দৃশ্য হবে আরো বেশি চমকপ্রদ।

ম্যাকডাওয়েল বলছেন, আপনি দেখবেন ৪০০ টনের একটি বিশাল জ্বলন্ত কাঠামো কিভাবে হাজার হাজার মাইল গতিতে বায়ুমন্ডলের ভেতর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। আশা করা হচ্ছে সবকিছুই পরিকল্পনা মতো কাজ করবে, এবং আইএসএসের পতনশীল জ্বলন্ত টুকরোগুলো মানুষের জন্য কোন বিপদ সৃষ্টি করবে না।

আইএসএসের এক বিরাট অংশই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলেই পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। যতটুকু অবশিষ্ট থাকবে ‐ সেগুলো এসে পড়বে 'পয়েন্ট নেমো' নামে প্রশান্ত মহাসাগরের একটি বিস্তীর্ণ এলাকায় ‐ যা নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আমেরিকার মাঝখানে।

এ জায়গাটিকে প্রায়ই মহাকাশযানের কবরখানা হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

কারণ এ জায়গাটি মানুষের বসতি থেকে অনেকটা দূরে এবং এখানকার জলেতে সামুদ্রিক প্রাণীও খুবই কম।

তার পরও আইএসএসের ধ্বংসাবশেষ যে জায়গাটিতে পড়বে তা প্রায় ৬,০০০ কিমি দীর্ঘ এবং বেশ কয়েক কিলোমিটার চওড়া। সুতরাং এ এলাকাটিতে সেই সময় বিমান ও জাহাজ চলাচলের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করতে হবে ‐ যাতে কোন প্রাণহানির সম্ভাবনা কমানো যায়, বলছেন ম্যাকডাওয়েল।

আইএসএস ধ্বংস হবার দৃশ্য দেখতে যতই দারুণ লাগুক ‐ কিছু লোক মনে করেন যে এভাবে এটিকে কক্ষপথ থেকে নামিয়ে আনাটা আসলে অর্থের অপচয়। একটা কারণ , এতে আছে অনেক মূল্যবান যন্ত্রপাতি, এবং এর কাঠামো আর সোলার প্যানেলে ব্যবহৃত ধাতু অনেক দামি। এগুলো মহাকাশে নিয়ে যেতেও বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে। আমাদের উচিৎ এর যতটা পারা যায় ততটাই পুনর্ব্যবহার করা ‐ বলেন জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাশূন্য নীতি বিশেষজ্ঞ জন ক্লাইন। যুক্তরাষ্ট্রের কিছু কোম্পানি ২০২২ সালের শেষ দিকে এরকমই কিছু প্রস্তাব হোয়াইট হাউসের কাছে পেশ করেছে। তাতে এসব ধাতব পদার্থকে অন্য কোন কাঠামো বা যান নির্মাণে ব্যবহার করা, মডিউলগুলোকে খুলে অন্য স্পেস স্টেশন নির্মাণে কাজে লাগানো ‐ এরকম নানা প্রস্তাব আছে। নাসা যে কোন নতুন আইডিয়াকে স্বাগত জানালেও তারা এখনো নতুন কোন প্রস্তাব আহ্বান বা গ্রহণ ‐ কোনটাই করেনি। তাদের পরিকল্পনা এখনো অপরিবর্তিতই আছে। আর তা হলো, আইএসএসকে পৃথিবীতে নামিয়ে এনে তার ধ্বংসাবশেষ প্রশান্ত মহাসাগরে কবরস্থ করা। মানুষের মহাশূন্য অভিযানের এক অসাধারণ কীর্তির নাটকীয় সমাপ্তি ঘটতে যাচ্ছে হয়তো এভাবেই।

রাজশাহীর 'ম্যাঙ্গো ক্যালেন্ডার' ১০ দিন এগিয়ে আনা নিয়ে বিতর্ক কেন?

ঢাকা ঃ বাংলাদেশে রাজশাহী জেলায় ঘোষিত ম্যাঙ্গো ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার দশ দিন আগে থেকেই আম পাড়ার তারিখ নির্ধারণ করার পর এনিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। স্থানীয় সংবাদ মাধ্যম ছাড়াও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও ১০ দিন আগে আম পাড়ার তারিখ ঘোষণা করা নিয়ে নানা আলোচনা হচ্ছে। অনেকে একে ভুল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আবার অনেক আম চাষী এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন।

গত বছর মে মাসের ১৩ তারিখ থেকে গুটি আম পাড়া শুরু হয়েছিল। তবে এবার ৪ঠা মে থেকেই এই আম পাড়া যাবে বলে এ বছরের ম্যাঙ্গো ক্যালেন্ডারে উল্লেখ করা হয়েছে।

সমালোচনাকারীরা বলছেন, এমন সিদ্ধান্তের কারণে আম চাষীরা ক্ষতির মুখে পড়তে পারে। কারণ ৪ঠা মে থেকে গুটি আম পাড়া শুরুর কথা বলা হলেও এখনো অনেক আম পরিপক্ক হয়নি।

তবে জেলা প্রশাসন অবশ্য বলছে যে, বাজারে মানসম্মত আম নিশ্চিত করতেই চাষীদের স্বার্থের দিক বিবেচনা করে এই ক্যালেন্ডার তৈরি করা হয়েছে।

বাংলাদেশের রাজশাহী অঞ্চল আমের জন্য বিখ্যাত। জেলা প্রশাসন বলছে, স্থানীয় এই সুনাম ধরে রাখতে এবং বাজারে মানসম্মত আমের সরবরাহ নিশ্চিত করতে ম্যাঙ্গো ক্যালেন্ডার তৈরি ও প্রকাশ করা হয়।

রাজশাহী জেলা প্রশাসন এই ক্যালেন্ডার তৈরি ও প্রকাশ করে থাকে।

রাজশাহীর জেলার প্রশাসক শামীম আহমেদ বলেন, জেলায় উৎপাদিত বিভিন্ন জাতের আম কোন সময় থেকে বিক্রির জন্য পাড়া শুরু করা যাবে তার সময় সীমা উল্লেখ করে তালিকা প্রকাশ করা হয়। স্থানীয়ভাবে এই তালিকাকে বলা হচ্ছে 'ম্যাঙ্গো ক্যালেন্ডার'।

২০১৭ সাল থেকে জেলায় ম্যাঙ্গো ক্যালেন্ডার প্রকাশিত হয়ে আসছে।

এবারের প্রকাশিত ম্যাঙ্গো ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, ৪ঠা মে থেকে গুটি আম পাড়া যাবে। এছাড়া ১৫ই মে থেকে গোপালভোগ, ২০মে থেকে রানীপছন্দ, লক্ষণভোগ বা লখনা, ২৫মে থেকে হিমসাগর বা খিরসাপাত, ০৬ জুন থেকে ল্যাংড়া, ১০ জুন থেকে আম্রপালি, ১৫ জুন থেকে ফজলি, ১গ জুলাই থেকে আশ্বিনা, বামি আম‐৪, গৌড়মতি এবং ২০ অগাস্ট থেকে ইলামতি আম পাড়া যাবে।

হাসিব ভদ্র নামে একজন ফেসবুক ব্যবহারকারী লিখেছেন, আম পাড়ার ক্যালেন্ডারটি মতামতের ভিত্তিতে তৈরী করা হয়েছে। বিচার‐বিশ্লেষণ বা এতে কোন বাঁধা নেই।

তিনি বলেন, প্রাথমিকভাবে এই দিন থেকে তারা আম নামাতে পারবে। তার মানে এই নয় যে, সব আম নামিয়ে ফেলতে হবে।

বাঘা উপজেলার তুলনায় গুদাগারী এলাকায় আম আরো পরে পাকতে শুরু করে উল্লেখ কলে মি. আহমেদ বলেন, পাড়াভিত্তিক তারিখ নির্ধারণ করা কষ্টসাধ্য। এজন্যই প্রাথমিকভাবে একটি তারিখ নির্ধারণ করা হয় যে ওই নির্দিষ্ট তারিখ থেকে তারা আম পাড়া শুরু করতে পারবে।

অসাধু ব্যবসায়ীরা যাতে অপরিপক্ক আম কার্বাইড দিয়ে পাকিয়ে বাজারে আনতে না পারে সেজন্য পুরো বিষয়টি একটি নিয়মতান্ত্রিক উপায়ের মধ্যে আনতেই ম্যাঙ্গো ক্যালেন্ডার তৈরি করা হয় বলে রাজশাহীর জেলা প্রশাসক জানিয়েছেন।

তবে কিছু বাগানে যদি আগেই আম পাকতে শুরু করে তাহলে সেগুলো যাতে নষ্ট না হয়, বাজারজাত করতে যাতে চাষীদের সমস্যা না হয় এবং কুরিয়ার সার্ভিসও যাতে সেই আম পরিবহনে কোন আপত্তি তুলতে না পারে সেজন্য ম্যাঙ্গো ক্যালেন্ডার গুরুত্বপূর্ণ।

রাজশাহীর জেলা প্রশাসক বলেন, ম্যাঙ্গো ক্যালেন্ডার চালু করার ফলে মানুষের মধ্যে অপরিপক্ক আমের বিষয়ে সচেতনতা তৈরি হয়েছে। ফলে অপরিপক্ক আম পরিবহন, বাজারজাতকরণ এবং ক্রয়ের ক্ষেত্রে এটি ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

যেভাবে তৈরি হয় ম্যাঙ্গো ক্যালেন্ডার

রাজশাহীর জেলা প্রশাসক শামীম আহমেদ বলেন, ম্যাঙ্গো ক্যালেন্ডার তৈরিতে একটি প্রক্রিয়া মানা হয়।

উপজেলা পর্যায়ে কৃষি কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তারা বিভিন্ন এলাকায় কৃষক ও আমচাষীদের সাথে আলাপ‐আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেন যে আম পাড়ার সময় কখন থেকে শুরু হতে পারে।

এছাড়া এই কর্মকর্তারা মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করে বাগানে আম পাকার খোঁজ খবরও সংগ্রহ করে থাকেন। সেই সব তথ্যের ভিত্তিতে আম পাড়ার সময় সীমা বা ম্যাঙ্গো ক্যালেন্ডার তৈরি করা হয়।

ম্যাঙ্গো ক্যালেন্ডার কার্যকর বা বাজারে যাতে অপরিপক্ক আম না আসতে পারে তার জন্য চাষী ও কৃষি বিভাগকে নিয়ে একটি ডেস্ক গঠন করা হয় বলেও জানান জেলা প্রশাসক।

ম্যাঙ্গো ক্যালেন্ডার তৈরি হওয়ার পর একটি বৈঠকের মাধ্যমে জেলা প্রশাসন এটি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে।

বাস্তবিক কোন অভিজ্ঞতা থেকে এই সময়সূচি তৈরী করা হয়নি।

রাজশাহীর আমের যে সুনাম রয়েছে সারাদেশজুড়ে তা ক্ষুন্ন হতে পারে এই সময়সূচীর জন্য। উক্ত দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আপনাদের ভূল সংশোধন করে নিবেন, লিখেছেন তিনি।

ফাহিম আহমেদ শুভ লিখেছেন, গুটি আমগুলো ১০ তারিখে ডেট করা দরকার ছিল। বাকীগুলো ৭‐১০ দিন বাড়ানো হলে সব থেকে ভালো হতো। এই আম গাছে মুকুল আসছিল তিন সময়ে। সেই হিসেবে দেখা যাচ্ছে যে উপরে আম আটি দরালে কিন্তু নিচের গুলো দরায় নাই।

ভিন্নমত দিয়েছেন রাজশাহীর বাঘা এলাকার আমচাষী মিঠুন হাসান। এবছর গুটি, হিমসাগর, ল্যাংড়া, লখনা, আশ্বিনী আম রয়েছে তার বাগানে। তিনি জানান, ক্যালেন্ডার অনুযায়ী প্রথম দিনেই আম পেড়েছেন। আর সেগুলো বিদেশ পাঠানোরও ব্যবস্থা করেছেন।

তার মতে, এবার তার বাগানের গুটি আম অনেকটা আগে পেকেছে। আম পাড়ার সময় যদি আরো পেছানো হতো তাহলে তিনি ক্ষতির মুখে পড়তেন। জেলা প্রশাসনের ম্যাঙ্গো ক্যালেন্ডারের সময় সঠিক হয়েছে বলেও মনে করেন তিনি।

তিনি বলেন, লখনা, হিমসাগর যদি আরো পিছনে দেয় তখন আমরা প্রবলেমে পড়ি। এই জন্যে যেহেতু আগৈর(তাড়াতাড়ি) হইছে, আমাদের জন্য ভালো, আমটা নষ্ট হয় কম। এই বছর যেটা করছে সেটা ঠিকই আছে। বিগত পিছনে যে বছরগুলো ছিল সেগুলো নিয়ে আমরা দুর্ভোগে পড়েছিলাম।

জেলা প্রশাসক শামীম আহমেদ বলেন, এবার যেহেতু বেশি খরা ছিল সেজন্য আম পাড়ার তারিখ কিছুটা এগিয়ে আনা হয়েছে। এমন আবহাওয়ার কারণে বাঘা উপজেলার কিছু বাগানে গুটি আম পাকতে শুরু করায় তারিখ এগিয়ে আনার বিষয়টিতে জোর দেয়া হয়েছে। কিছু বাগানে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু আম পাকছে যেগুলো কৃষকরা বাজারজাত করতে চায়। এই কৃষককে যদি আরো ১০দিন পর্যন্ত ওয়েট করতে হয় তাহলে কিন্তু তার আমগুলো নষ্ট হলে সে বাজারমূল্য থেকে বঞ্চিত হবে।

আম পাড়ার সময়সীমা এগিয়ে আনার বিষয়ে মি. আহমেদ বলেন, ৪ঠা মে থেকে আম পাড়া শুরু করার কথা বলা হয়েছে। যাদের আম পাকেনি তারা আম পাকার জন্য অপেক্ষা করতে পারবে।

রাজশাহীর জেলা প্রশাসক শামীম আহমেদ জানান, ম্যাঙ্গো ক্যালেন্ডার আসলে কোন স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম নয়। তাই এটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মানতে হবে সেটিও বাধ্যতামূলক নয়।

উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন, যেসব আম জুন মাসে পাড়া শুরু করার কথা বলা হয়েছে সেগুলো যদি অপরিপক্ক অবস্থায় মে মাসেই পাড়া হয় এবং কার্বাইড দিয়ে পাকানো হয়, তাহলে সেটি ধরা পড়লে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

কিন্তু সেই আম যদি জুন মাসের আগেই পরিপক্ক হয় এবং পাকতে শুরু করে তাহলে সেটি বাজার জাত করতে কোন বাধা নেই। এক্ষেত্রে স্থানীয় কৃষি কর্মকর্তা যারা মাঠ পর্যায়ে কাজ করেন তাদেরকে জানাতে হবে।

মি. আহমেদ বলেন, সেটা আমরা অবশ্যই অ্যালাউ করবো। কিন্তু অপরিপক্ক আম কার্বাইড দিয়ে সেটা আমাদের রাজশাহীর যে ঐতিহ্য সেই ঐতিহ্য সারা দেশব্যাপী নষ্ট হোক সেটা আমরা হতে দেবো না।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর

রাঁচি
রবিবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
07.05.2023

দেশের দশের কথা
রাজনীতির তোলপাড়

দশ বছরে যেভাবে চড়াই-উত্রাইয়ে এগিয়েছে হেফাজত-সরকারের সম্পর্ক

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ দুই হাজার তের সালের পাঁচই মে রাতে ঢাকার শাপলা চত্বরে হেফাজতে ইসলামের নেতাকর্মীদের ওপর নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানের পর অনেকে মনে করেছিলেন ইসলামপন্থী এই সংগঠনের সাথে হয়তো সরকারের একটি পাকাপাকি বিরোধ তৈরি হলো। তবে সেই ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে ঢাকা অবরোধের ঘোষণা দিয়ে শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থান নিয়েছিল যে সংগঠনটি, পরবর্তীতে গত ১০ বছরে তাদের সঙ্গেই সরকারের সখ্যতার বিষয়টিও নানা সময় সামনে এসেছে। হেফাজতে ইসলামের অনেক দাবিদাওয়া সরকার মেনে নিয়েছে। আবার সরকার বিরোধী অবস্থান নেয়ার চেষ্টা করলে হেফাজতের বিরুদ্ধে মামলা, গ্রেপ্তারের মতো ব্যবস্থার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টাও করা হয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্ম একটি প্রধান বিষয় হয়ে ওঠার কারণে রাজনৈতিক দল না হলেও সরকার ও বিরোধী দল উভয়ের কাছেই গুরুত্ব পেয়েছে হেফাজতে ইসলাম। রাজনৈতিক বিশ্লেষক অধ্যাপক জোবাইদা রহমান, 'বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মের যে ব্যবহার করে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার চেষ্টা করছে করছে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি, সেটারই একটা বড় ফসল আমরা দেখছি এই ১০ বছর ধরে হেফাজতের মাঠে থাকা এবং নানারকমের হুঙ্কার দেয়া।'

রাজা তৃতীয় চার্লসের ঐতিহাসিক অভিষেক অনুষ্ঠান শুরু

লন্ডন ঃ রাজা চার্লস এবং কুইন কনসোর্ট ক্যামিলা বাকিংহাম প্রাসাদ থেকে শোভাযাত্রা করে ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবিতে এসে পৌঁছার পর সেখানে অভিষেক অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে।

লন্ডন সময় সকাল এগারোটায় অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র এবং সরকার প্রধান, ধর্মীয় নেতা এবং কমনওয়েলথের নেতারা ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবিতে এসে তাদের আসন গ্রহণ করেছেন।

লন্ডনে আজ সকালে বৃষ্টি পড়ছে, তবে তাতে করে রাজার অভিষেক অনুষ্ঠানকে মানুষের উৎসাহে কোন ঘাটতি পড়েনি।

রাজা চার্লস এবং কুইন কনসোর্ট ক্যামিলাকে নিয়ে শোভাযাত্রা যখন বাকিংহাম প্রাসাদ থেকে ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবিতে যাচ্ছিল, তখন হাজার হাজার মানুষ রাস্তার দুই পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন তাদের এক নজর দেখার জন্য। এদিকে রাজতন্ত্র বিরোধী একটি গোষ্ঠী, রিপাবলিক আজ লন্ডনে বিক্ষোভ করেছে। পুলিশ ট্রাফালগার স্কোয়ারের কাছে এই গ্রুপের আধা ডজন সদস্যকে গ্রেফতার করেছে।

ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবির আনুষ্ঠানিকতা শেষ হওয়ার পর রাজা চার্লস আরেকটি শোভাযাত্রা সহযোগে বাকিংহাম প্রাসাদে ফিরে যাবেন।

বিশ্বের প্রায় ১০০টি রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানের উপস্থিতি ঘিরে সেন্ট্রাল লন্ডনে ব্যাপক নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

অভিষেক অনুষ্ঠান প্রায় দুই ঘন্টা ধরে চলবে, যা সামনা সামনি বসে দেখছেন দুই হাজার তিনশ বিশেষ অতিথি। যার মধ্যে আছেন প্রিন্স হ্যারি, ডিউক অফ সাসেক্স, যিনি যুক্তরাষ্ট্র থেকে শুক্রবার একটি বাণিজ্যিক ফ্লাইটে এসে পৌঁছেছেন।

প্রিন্স হ্যারির আত্মজীবনী প্রকাশিত হবার পরে এই প্রথম তাকে জনসমক্ষে দেখা যাচ্ছে তার ভাই প্রিন্স উইলিয়ামের সাথে, যিনি প্রিন্স অব ওয়েলস।

ধারণা করা হচ্ছে, অভিষেক অনুষ্ঠান শেষ হবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই প্রিন্স হ্যারি আমেরিকায় তার স্ত্রীর কাছে ফেরত যাবেন।

সত্তর বছর সিংহাসনে থাকা রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের মৃত্যুর পর তার ছেলে চার্লস রাজা হন। যুক্তরাজ্য ছাড়াও তিনি আরো ১৪টি দেশে তাকে রাজা হিসেবে মান্য করা হয়।

চার্লস যুক্তরাজ্য ও আরো ১৪টি রাষ্ট্রের রাজত্ব পান গত সেপ্টেম্বরে, যখন তার মা এলিজাবেথ সিংহাসনে বসার ৭০ বছর পর মারা যান।

অভিষেক অনুষ্ঠান উদযাপনের জন্য কয়েক মাস ধরে ব্যাপক পরিকল্পনা করা হয়। ৪০তম এই অভিষেক ১০৬৬ সালের পর আবারো ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

অভিষেকের আগের দিনও রাজাকে বেশ নির্ভার মনে হয়েছে। কড়া নিরাপত্তার মাধ্যমে প্রিন্স এবং প্রিন্সেস অব ওয়েলসকে নিয়ে মলে ঘুরে বেড়ান তিনি।

উনসত্তর বয়সী বারবারা এবং তার বান্ধবী পলিনা একটা 'করোনেশন স্ট্রিট' লেখা ব্যানার নিয়ে দর্শক সারিতে অবস্থান নিয়েছেন।

আমরা আসলে ক্যাম্প করতে চাইনি, কিন্তু এত মানুষ এখানে, মনে হল যদি আগে থেকে ক্যাম্প না করি তাহলে আমরা সামনের দিকে যেতেই পারবো না, বলেন মিজ বারবারা।

উইল্টশায়ারের বাসিন্দা কেইটি গর্ডন শুক্রবার তার দুই মেয়েকে নিয়ে মুখে রঙ করছিলেন। তিনি মনে করছেন, নতুন রাজা এবং রানি 'দারুণ' হতে যাচ্ছেন।

রাস্তা দিয়ে যারাই যাচ্ছিলেন তাদের মুখে রং লাগিয়ে দিচ্ছিলেন তারা। এ কাজের জন্য তারা কোন অর্থ নিচ্ছেন না। আমরা মুখে লাগানোর রং কিনেছি এবং ভাবলাম যে কেন আমরা অন্যদের মুখ রং দিয়ে এঁকে দেব না।

শুক্রবার সন্ধ্যা হতেই শতশত তাবুর দেখা মিলতে থাকে অভিষেকের পথ ঘিরে। তারা সবাই হাজির হয়েছেন এই ঐতিহাসিক ঘটনার স্বাক্ষী হবার আশায়।

অভিষেক অনুষ্ঠানের মূল দায়িত্ব পালন করবেন ক্যান্টারবারির আর্চবিশপ জাস্টিন ওয়েলবি। অতিথি তালিকায় মার্কিন ফার্স্ট লেডি জিল বাইডেন থেকে শুরু করে আছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রঁ ও উপস্থাপক জুটি অ্যান্ট এবং ডেক।

ইউক্রেন প্রেসিডেন্ট ভলোদোমির জেলেন্সকির স্ত্রী ওলেনা জেলেন্সকি শুক্রবার বাকিংহাম প্যালেসে অভিষেক পূর্ব অনুষ্ঠানে প্রিন্সেস অব ওয়েলস ক্যাথরিনের সাথে দেখা করেন।

এসময় চার্লসকে ইউক্রেনের ফার্স্ট লেডির সঙ্গে খোশগল্প করতে দেখা যায়। একই সাথে তিনি ক্রাউন প্রিন্সেস অব ডেনমার্ক ম্যারির সাথে হাত মেলান ও তার গালে চুমু খান।

বিতর্ক তৈরী হয়েছে, যারা বাড়িতে থাকবে তাদেরও সেখান থেকে রাজার প্রতি আনুগত্য স্বীকারে শপথ নিতে হবে কি না। চার্চ অফ ইংল্যান্ড এটি পরিষ্কার করে বলেছে যে ব্যাপারটি ঐচ্ছিক।

রাজা চার্লস যখন অ্যাবেতে পৌঁছানোর পর অভিষেক অনুষ্ঠানে যে প্রার্থনা হবে সেখানে মূল বার্তা থাকবে - আমি সেবা পেতে নয় বরং দিতে এসেছি।

অনুষ্ঠানের সবচেয়ে বিশেষ মূহুর্ত হল যখন রাজার মাথায় সেন্ট এডওয়ার্ডস মুকুট পরানো হবে, সেই মূহুর্তে অ্যাবের ঘন্টা বাজবে এবং পাশে থাকা হর্স গার্ড প্যারেড থেকে গান স্যালুট দেয়া হবে।

রাজার সাথে সাথে মুকুট পরানো হবে কুইন কনসর্ট ক্যামিলাকেও, এই জুটির দীর্ঘ ও কিছুটা জটিল সম্পর্কের পর অবশেষে আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি এখন 'কুইন ক্যামিলা' হিসেবে সম্বোধন পাবেন।

অনুষ্ঠানটি যতোটা সম্ভব বৈচিত্র্যপূর্ণ করা হচ্ছে এবং আগের যে কোন অভিষেক অনুষ্ঠানের তুলনায় এবার সবচেয়ে বেশি ধর্মীয় বিশ্বাসের উপস্থিতি থাকছে। ইহুদী, মুসলিম, বৌদ্ধ এবং শিখ প্রতিনিধি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন।

বাইবেল থেকে পাঠ করবেন প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক, যার ধর্ম হিন্দু। সঙ্গীত পরিবেশন করা হবে ওয়েলস, স্কটিশ ও আইরিশ ভাষায়।

হাজার বছর ধরে চলা এই অভিষেক অনুষ্ঠানে প্রথমবার কোন নারী বিশপ অংশ নেবেন। আনুষ্ঠানিকতা শেষ হবে ব্রিটিশ সময় আনুমানিক দুপুর একটায়, এরপর রাজা চার্লস ও রানি ক্যামিলা স্বর্ণ খচিত ঘোড়ার গাড়ির করে বাকিংহাম প্যালেসে ফেরত যাবেন। প্রায় ১ মাইল পথ (১.৬ কিমি) পাড়ি দেয়ার সময় থাকবে ৪ হাজার সৈন্য এবং ১৯টি ব্যান্ডদল।

তারা যখন প্রাসাদে পৌঁছাবেন, তখন ঐতিহ্য মেনে ব্যালকনিতে রাজা ও রানির সাথে আর কারা থাকবেন সেটা এখনো জানা যায়নি। তবে তারা যখন ব্যালকনিতে দাঁড়াবেন, সে সময় আকাশে বিমানের একটা বিশেষ প্রদর্শনী থাকবে।

কিন্তু মেঘ ও বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকায় আবহাওয়া নিয়ে শঙ্কা থাকছে।

মিয়ানমার গিয়ে কী দেখলো রোহিঙ্গা শরণার্থীদের দল

নেপিদো ঃ রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের পদক্ষেপ হিসেবে শুক্রবার সকালে মিয়ানমারের কিছু এলাকা ঘুরিয়ে দেখানো হয় কক্সবাজারে থাকা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ২০ জনের একটি দলকে।

সেখানে রোহিঙ্গাদের পুনর্বাসনের জন্য মিয়ানমার সরকার যে অবকাঠামো তৈরি করছে, সেগুলো পরিদর্শন করে তারা।

পরে দুপুরে টেকনাফে ফিরে স্থানীয় সাংবাদিকদের কাছে তারা সেখানকার পরিস্থিতি নিয়ে তাদের অসন্তোষ প্রকাশ করে। ফেরত আসার পর বিশ জনের দলের অধিকাংশ রোহিঙ্গাই বলছিলেন যে তারা এই ব্যবস্থায় ফিরে যেতে চান না।

বিশ জনের ঐ দলের একজন সদস্য সৈয়দ আলমের সাথে কথা হয় বিবিসি'র। মি. আলম ব্যাখ্যা করছিলেন কেন প্রত্যাবাসনের প্রাথমিক ব্যবস্থা নিয়ে ভরসা পাচ্ছেন না তিনি।

রোহিঙ্গাদের ২০ জনের দলটিকে শুক্রবার সকালে একটি ট্রলারে করে টেকনাফ থেকে মিয়ানমারের নাগপুরায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেসময় তাদের সাথে বাংলাদেশের কয়েকজন কর্মকর্তা ছিলেন।

নাগপুরা থেকে একটি গাড়িতে করে তাদের নেয়া হয় মংডু এলাকার বলিবাজার ক্যাম্পে।

রোহিঙ্গা শরণার্থী সৈয়দ আলম বলছিলেন বলিবাজারে যে ক্যাম্পে তাদের নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে প্রায় সাড়ে এগারোশো মানুষের বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ঐ ক্যাম্পে মোট ১১৪৭ জনের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে বলে আমাদের জানানো হয়েছে। সেখানে ঘরগুলো দোতলা, টিন দিয়ে তৈরি। একেকটা ঘরের দৈর্ঘ্য আট থেকে বারো হাত, বলছিলেন সৈয়দ আলম।

তিনি বলছিলেন দোতলা বাসাগুলোর প্রত্যেকটিতে রান্নাঘর সহ তিনটি রুম রয়েছে। প্রতিটি বাসায় চার-পাঁচজনের একটি পরিবারের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ক্যাম্প এলাকায় বসতবাড়ি ছাড়াও কয়েকটি মসজিদ ও স্কুল নির্মাণ করা হয়েছে বলে বলছিলেন তিনি।

সৈয়দ আলম বলছিলেন বলিবাজার ক্যাম্প বাদে তাদের আরো দু'টি ক্যাম্প ঘুরিয়ে দেখানো হয়েছে। ঐ ক্যাম্পগুলোও দেখতে অনেকটা একইরকম, তবে আয়তনে বলিবাজার ক্যাম্পের চেয়ে কিছুটা ছোট।

বসবাসের সুব্যবস্থা থাকলেও সেখানে তাদের যেসব নিয়ম মেনে চলতে হবে, তাতে তাদের চলাফেরার স্বাধীনতা থাকবে না বলে মনে করেন মি. আলম।

ক্যাম্প থেকে বের হতে হলে আমাদের বিশেষ একটি অনুমতিপত্র নিতে হবে। ক্যাম্প এলাকার বাইরে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বের হতে দেয়া হবে। নির্দিষ্ট সময় শেষে আবার ক্যাম্পেই ফিরতে হবে।

তার ভাষ্য অনুযায়ী, তাদের মিয়ানমারের নাগরিকত্ব দেয়া হবে কিনা, সে বিষয়েও নিশ্চিতভাবে কিছু জানানো হয়নি তাদের।

সেখানে যাওয়ার পর আমাদের প্রথমে এমপিসি (মিয়ানমার পুলিশ ক্লিয়ারেন্স) নিতে হবে। তারপর আমরা নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে পারবো। নাগরিকত্ব পাওয়ার পর ক্যাম্পের বাইরে অন্য এলাকায় আমরা জমি কিনতে পারবো, কারণ তারা আমাদের আগের জমিজমা, সম্পদ ফেরত দেবে না। আর সেটি না করলে আমাদের সারাজীবন ক্যাম্পেই থাকতে হবে।

নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করার কতদিনের মধ্যে তারা মিয়ানমারের নাগরিক হবেন বা আদৌ হবেন কিনা, সেবিষয়ে তাদের পরিষ্কার করে কিছু জানানো হয়নি বলে বলছিলেন সৈয়দ আলম।

রোহিঙ্গা শরণার্থীরা প্রত্যাবাসনের পরিস্থিতি নিয়ে সন্তুষ্ট না হলেও বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষ মিয়ানমারের কার্যক্রম ও পদক্ষেপকে ইতিবাচকভাবেই দেখছেন।

রোহিঙ্গাদের যে দলটি শুক্রবার মিয়ানমার সফর করে, তাদের সাথে শরণার্থী, ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার মিজানুর রহমান ছিলেন। তিনি বলছিলেন মিয়ানমারের মংডু অঞ্চল ঘুরে সেখানকার পরিস্থিতি রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের জন্য অনুকূলে মনে হয়েছে বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষের।

আমরা মংডু শহর ঘুরে দেখেছি অনেক রোহিঙ্গা সেখানে ব্যবসা বাণিজ্য করছে। অনেক রোহিঙ্গাই সেখানে ভালোভাবেই বসবাস করছে।

প্রত্যাবাসনকে কেন্দ্র করে রোহিঙ্গাদের অসন্তোষের বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি মন্তব্য করেন যে 'দুই-একজনের মনোভাব' ভিন্ন হতে পারে।

৬০-৭০ বছরে যে সমস্যা সমাধান হয়নি, তা একদিন-দুইদিনে সমাধান হবে না। আমরা প্রত্যাবাসন শুরু করতে চাই।

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মধ্যে প্রত্যাবাসন নিয়ে আত্মবিশ্বাস তৈরি করা এখন কর্তৃপক্ষের মূল লক্ষ্য বলে জানান শরণার্থী, ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার।

মিজানুর রহমান জানান কয়েক সপ্তাহের মধ্যে মিয়ানমারের প্রতিনিধি দল রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির সফর করবেন। ঐ প্রতিনিধি দলও রোহিঙ্গাদের মধ্যে থাকা উদ্বেগ দূর করে তাদের প্রত্যাবাসনের জন্য রাজি করার চেষ্টা করবেন।

দুই হাজার সতের সালে সাত লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থী মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশের কক্সবাজারে পালিয়ে আসার পর থেকে তাদের মিয়ানমারের রাখাইনে প্রত্যাবাসনের বেশকিছু পদক্ষেপ নেয়া হলেও এখন পর্যন্ত একজন রোহিঙ্গা শরণার্থীও আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাবাসিত হয়নি।

প্রায় চার-পাঁচ বছর ধরে বাংলাদেশ ও মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ রোহিঙ্গা শরণার্থীদের তালিকা নিয়ে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ির পর গত বছরের জানুয়ারিতে একটি পাইলট প্রকল্পের অংশ হিসেবে ১১৪০ জন রোহিঙ্গার একটি তালিকা অনুমোদন দেয় মিয়ানমার।

সেই তালিকার ৭১১ জনকে প্রত্যাবাসনের সম্মতি দেয়া হয় আর বাকি ৪২৯ জনের তথ্য যাচাই করতে মিয়ানমারের একটি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশে আসে মার্চ মাসে।

সেই ধারাবাহিকতায় শুক্রবার বাংলাদেশ থেকে রোহিঙ্গাদের একটি দল মিয়ানমারের কয়েকটি এলাকা সফর করতে যায়।

শরণার্থী বিষয়ক বিশেষজ্ঞরা অবশ্য মনে করছেন প্রত্যাবাসন নিয়ে মিয়ানমারের এবারের পদক্ষেপ একটি 'আইওয়াশ' মাত্র।

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে মামলা, চীনের পক্ষ থেকে চাপের মত নানা কারণে মিয়ানমার 'লোক দেখানো' এই ধরণের পদক্ষেপ নিচ্ছে বলে মনে করেন তারা।